বাংলা স্থাননাম

সুকুমার সেন

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৮৮

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ

প্রচ্ছদ চিত্র
দেবী সিংহবাহিনী
নিজবালিয়া

অক্ষর বিন্যাস
ওয়ার্ড ওয়ার্কস
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

॥ আশুতোষে মহাসৌধে কক্ষে তৃতীয়কে তলে
যে তে নো দিবসা নীতাঃ সমাসীনং মনস্বিভিঃ
সঞ্চিন্ত্য তানি সর্বাণি ভদ্রাণি স্মৃতিগোচরে
সমুপাহ্রিয়তে ক্ষুদ্রো গ্রন্থোঽয়ং সুহৃদে সতে
কল্যাণমিত্রায় প্রতুলচন্দ্র-গুপ্তায় ধীমতে
সুকুমারেণ সেনেন প্রীতিরভসচেতসা ॥

বাংলায় স্থাননামে যেমন বৈচিত্র আছে এমন আর কোন ভাষার এলাকায় দেখা যায় না, সে ভাষা আমাদের দেশেরই হোক বা বিদেশেরই হোক। এই বৈচিত্র্য ঘনীভূত হয়ে দেখা দিয়েছে বর্ধমান বিভাগের গ্রামনামে, বিশেষ করে বর্ধমান-হুগলী-বীরভূম-বাঁকুড়ায় ও মেদিনীপুরের উত্তর অঞ্চলে। হাওড়া হুগলীরই সামিল।

বর্ধমান বিভাগের গ্রামনাম সংগ্রহে আমি যাঁদের সাহায্য পেয়েছি তাঁদের উল্লেখ করে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি! এঁরা হলেন—অধ্যাপক অরবিন্দ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক আবদুস শমাদ, শ্রীভোলানাথ হাজরা, শেখ রফিকুল ইসলাম, শ্রীরাখহরি সরকার ও অধ্যাপক হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য। পরলোকগত মনীষী ছাত্র সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় একদা মল্লসারুল অনুশাসনের নামগুলি সনাক্ত করতে আমায় বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। এখানে সে কথাও স্মরণ করি।

নামকোশে যে ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ linguistic speculation; তবু তার কিছু কিছু যে ঠিক সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

শ্রীসুকুমার সেন

৩ জুন ১৯৮০

বিষয়-সূচী

তত্ত্বকথা ১-৪৫
১ স্থাননামের বিশেষত্ব ১
২ বৈদিক-সাহিত্যে ও বাংলায় স্থাননামে বৃক্ষ ... ২
৩ স্থাননাম-ভেদ ৬
৪ একশব্দের নাম ৭
৫ স্থাননামে শব্দদ্বৈত ১০
৬ দ্বিশব্দনামের শেষ অংশের বিকৃতি ১২
৭ দ্বিশব্দনামের এক তালিকা ১৫
৮ প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ দুই রূপেই ব্যবহৃত শব্দ ... ২৬
৯ সংখ্যাবাচক প্রথম শব্দ ২৭
১০ ব্যক্তিনামের ব্যবহার ২৮
১১ নামকরণে খেয়ালখুশি ২৯
১২ কিছু সমস্যা ৩২
১৩ নাম-পরিবর্তন ৩৫
১৪ প্রাচীন বাংলা স্থাননাম ৩৬
১৫ মুসলমান নাম ৪০
১৬ নামরহস্যভেদে শব্দবিদ্যা ৪১
১৭ স্থাননাম ও ব্রাহ্মণ-পদবী ৪৪

স্থাননাম-কোশ (নির্বাচিত) ৪৬

॥ ১ ॥

বাংলা ও ইংরেজী ব্যাকরণের তুলনা করলে যে খুঁটিনাটি পার্থক্যগুলি দেখা যায় তার মধ্যে একটি হল বিশেষ্য শব্দের শ্রেণী বিভাগ। সংস্কৃত ব্যাকরণে বিশেষ্য শব্দের শ্রেণী বিভাগ নেই, সুতরাং বাংলা ব্যাকরণেও নেই। ইংরেজীতে আছে, Proper Noun, Common Noun ইত্যাদি। ভাষা বিশ্লেষণের পক্ষে এ শ্রেণী বিভাগের কোনই উপযোগিতা নেই। তবে অর্থের দিক দিয়ে সামান্য কিছু আছে।

ইংরেজী প্রপার নাউনের মধ্যে পড়ে ব্যক্তি-নাম ও স্থান-নাম। এ দুটি একই শ্রেণীর অন্তর্গত। তবে উৎপত্তির দিক থেকে কিছু তফাৎ আছে। ব্যক্তিনাম স্থাননামের মতোই সার্থক, অর্থাৎ নামটির কোন অর্থ থাকে। কিন্তু স্থাননাম যেমন সর্বদা সার্থক, ব্যক্তিনাম তেমন না হতে পারে। ডাকনাম তো প্রায়ই নিরর্থক হয়। স্থাননাম কখনো নিরর্থক হয় না: আমরা এখন তার মানে না বুঝতে পারি, কিন্তু একদা সে নামের একটা অর্থ ছিলই। আদর করে ছেলের নাম রাখা যায় যা-তা কিন্তু বাসস্থানের নাম কেউ আদর করে যা-তা রাখে না। একটা মানে ধরে বা কল্পনা করে স্থানের নাম রাখা হয়। এদিক দিয়ে স্থাননামের মূল্য ব্যক্তিনামের চেয়ে বেশি। স্থায়িত্বের দিক দিয়েও স্থাননাম অধিকতর মূল্যবান্। ব্যক্তিনাম লুপ্ত হয় ব্যক্তির জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে। (তবে এক ব্যক্তিনাম অপরে গ্রহণ করতে পারে, করেও।) স্থাননাম দীর্ঘস্থায়ী, এমন কি চিরস্থায়ীও বলা যায়।

॥ ২ ॥

ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে যে কয়টি প্রাচীন স্থাননামের উল্লেখ পাওয়া গেছে তার মধ্যে বৃক্ষনাম বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বেদের কালে বৃক্ষই ছিল শ্রেষ্ঠ দিশা (landmark)। তুলনা করুন, ঋগ্‌বেদের উপমা,

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ

'বৃক্ষের মতো স্থির হয়ে যে একাকী আকাশে মাথা তুলে আছে।'

বৈদিক সাহিত্যে সব চেয়ে পুরোনো স্থাননাম ছিল—আসলে হ্রদের নাম, এমন নাম স্থাননামের মতোই—'অন্যতঃ-প্লক্ষা' (শতপথ-ব্রাহ্মণ), মানে "দুদিকে দুটি পাকুড় গাছ"। একটি গ্রামনামও ছিল—'ত্রিপ্লক্ষাঃ' (পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণ), মানে "তিন পাকুড়"। পাকুড় নিয়ে আধুনিক বাংলায় কিছু স্থাননাম আছে। পুরোনো দিনেও ছিল। "পাকড়াশী"—এই পদবীর মধ্যে নিহিত আছে একটি লুপ্ত গ্রামনাম 'পাকড়াস' (<পর্কটাবাস; বৈদিক প্লক্ষ=অবৈদিক 'পর্কট, পর্কটী')।

বৈদিক সাহিত্য থেকে জানতে পারি যে কোন কোন বৃক্ষ মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত শ্রীবৃদ্ধির অনুকূল বলে বিবেচিত হত। (বিস্ময়ের বিষয় এই যে বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত এই সব গাছের নাম বাংলা দেশের স্থাননামে প্রচুর মেলে।) প্রথমে নজরে পড়ে 'শাল্মলি' অর্থাৎ শিমুল গাছ। যাঁরা শব্দবিদ্যায় কুতূহলী তাঁদের কাছে বলে রাখি যে বাংলা 'শিমুল' সরাসরি সংস্কৃত 'শাল্মলি' থেকে আসেনি, তা আসতেও পারে না। এসেছে প্রাচীন বৈদিক 'শিম্বল' থেকে (ঋগ্‌বেদ ৩. ৫৩. ২২); শব্দটির মানে করেছেন সায়ণ—"শিমুল ফুল"। এখানে আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে আমাদের 'শিমুল' সংস্কৃত 'শাল্মলি'

থেকে আসে নি, এসেছে আরও অনেক পুরোনো 'শিম্বল' থেকে। বৈদিক গদ্য সাহিত্যে শিমুল গাছকে ধরা হয়েছে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সব চেয়ে বড়ো গাছ বলে।

শাল্মলৌ বৃদ্ধিং দধাতি তস্মাৎ শাল্মলির্ বনস্পতীনাং বর্ধিষ্ঠং বর্ধতে॥ (শতপথ-ব্রাহ্মণ ১৩. ২. ৭. ৪)

'শাল্মলিকে বাড়ন্ত করেছে তাই বনের বড়ো বড়ো গাছের মধ্যে শাল্মলিই সব চেয়ে বেশি বাড়ে।'

বৈদিক সাহিত্যে শিমুল বনস্পতিদের পতি, সব চেয়ে বড়ো গাছ। সংস্কৃত সাহিত্যেও শিমুল বনস্পতি। কেননা সে অনেক পাখিকে আশ্রয় দেয়।

যাঁরা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁদের মনে থাকতে পারে পঞ্চতন্ত্র—হিতোপদেশের গল্পের ছকবাঁধা সূত্রপাত,

অস্তি কস্মিংশ্চিদ্ বনোদ্দেশে বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ। তত্র নানা দিগ্‌দেশাদ্ আগত্য পক্ষিণো রাত্রৌ নিবসন্তি।

'কোন এক বন-অঞ্চলে এক বিশাল শিমুলগাছ আছে। নানা দিক থেকে নানা দেশের পাখিরা এসে তাতে রাত্রিতে নিবাস করে।'

শিমুল গাছের এই বিশেষ মাহাত্ম্য বরাবর স্বীকৃত হয়ে এসেছে পূর্ব-ভারতে। তার প্রচুর সাক্ষ্য জড়ো হয়ে আছে বাংলা স্থাননাম-মালায়। পশ্চিমবঙ্গে এমন কোন জেলা নেই যেখানে "সিমলে" নামে পাঁচ সাতটা গ্রাম পাওয়া না যায়।

তারপরে নাম করতে হয় ন্যগ্‌রোধের (অর্থাৎ যে গাছ নীচের দিকেও বাড়ে—বটের)। 'ন্যগ্রোধ' নাম বাংলায় চলে আসেনি। 'বট' নামটি সংস্কৃতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ন্যগ্‌রোধের মতো বটও বর্ণনাত্মক নাম। 'বট' এসেছে 'বৃত' থেকে, যে গাছ নিজে নিজের বেড়া

বাঁধে। বেদের যজ্ঞ-কাণ্ড যখন পুরোদমে চলত তখনই বটগাছের প্রতিষ্ঠা রাজোচিত কর্ম বলে স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিল। প্রমাণ শতপথ-ব্রাহ্মণের উক্তি (৫. ৩. ৫. ২৩),

রাজভির্ বৈ ন্যগ্রোধঃ প্রতিষ্ঠিতো মিত্রেণ বৈ রাজন্যঃ প্রতিষ্ঠিতস্ তস্মান্ নৈয়গ্রোধপাদেন মিত্র্যো রাজন্যো হভিষিঞ্চতি ॥

'রাজাদের দ্বারা ন্যগ্রোধ প্রতিষ্ঠিত, (যেমন) মিত্রের দ্বারা রাজন্য প্রতিষ্ঠিত (হয়)। অতএব ন্যগ্রোধ-শাখার দ্বারা মিত্রস্থানীয় রাজন্য অভিষেক করে।'

পরবর্তী কালে যে বটবৃক্ষ ধনপতি কুবের অথবা তাঁর অনুচর যক্ষের আবাস স্থান বলে পরিগণিত হয়েছিল তার সূত্র নিশ্চয়ই এই বৈদিক ব্যাপারটি। আরও পরবর্তী কালে মেয়েরা বটতলায় ষষ্ঠী-পূজা করতেন। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ লিখে গেছেন যে কালকেতু রাজধানী স্থাপন করবার উদ্দেশ্যে বন কাটবার সময়ে বটগাছে হাত দিতে কাঠুরেদের নিষেধ করেছিল।

বটতরু রাখিল ষষ্ঠীর ধাম।

আসলে ষষ্ঠী ছিলেন যক্ষিণী।

বাংলা স্থাননামে বটের অধিকার কম নয়। স্থায়িত্বের, আশ্রয়-দানের, বংশাবতরণের দিক দিয়ে স্থাননামের পক্ষে বটগাছের দাবি বোধকরি সর্বাগ্রে। 'বট' দিয়ে গ্রামনাম বঙ্গদেশে পঞ্চম খ্রীষ্ট শতাব্দী থেকে মিলছে।

বৈদিক সাহিত্যে যজ্ঞ-কার্যে ব্যবহার ছাড়া অশ্বত্থের বিশেষ মাহাত্ম্য কিছু বলা নেই। খদিরেরও নেই। তবে 'খদির' অর্থাৎ খয়ের কাঠের কিছু মর্যাদা স্বীকৃত আছে। এ কাঠে যজ্ঞের বাসনপাত্র তৈরি হত। পরবর্তী কালে অশ্বত্থ (Ficus Indica) ধর্মের দিক দিয়ে

উদ্‌ভিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়েছে। স্মরণ করি গীতার বাক্য,

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাম্।

বাংলা স্থাননামমালায় 'অশ্বত্থ' ও 'খদির' শব্দ পাওয়া যায়, তবে শব্দ দুটি খুব অল্প নামেই মিলে।

অথর্ব-সংহিতার (৩. ৬. ১) একটি শ্লোক থেকে জানা যায় যে একসঙ্গে অশথ ও খয়ের গাছ উঠলে তার বিশেষ সিম্বলিক ও তান্ত্রিক মূল্য ছিল।

পুমান্ পুংসঃ পরিজাতো অশ্বত্থঃ খদিরাদ্ অধি।
স হন্তু শত্রূন্ মামকান্ যান্ অহং দ্বেষ্মি যে চ মাম্॥

'পুরুষ থেকে পুরুষ জন্মেছে, খদির থেকে অশ্বত্থ। সে মারুক আমার শত্রুদের যাদের আমি দ্বেষ করি, যারা আমাকে দ্বেষ করে॥'

পূর্ব ভারতের ইতিহাস ও প্রত্নলিপি-প্রসিদ্ধ প্রাচীনতম স্থাননাম 'পাটলিপুত্র', মানে "ছোট পারুল গাছ" (যেমন 'শিলাপুত্র' মানে নোড়া)। পাটলি গাছ বেদে উল্লিখিত নয়। পুরাণে উল্লিখিত থাকলেও ('পাটল', 'পাটলি', 'পাটলী') বন্দিত নয়। কোন কোন বাংলা স্থাননামে পারুলের খোঁজ পাওয়া যায়। 'পাটলিপুত্র' এই পুরোনো নামের সূত্র থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে বেদে এবং পরবর্তী শাস্ত্রে উল্লিখিত না হলেও সেকালে এমন অনেক গাছ ছিল যা জনগণের মনে সিম্বলের মূল্য পেয়েছিল।

বাংলা স্থাননামতত্ত্বের বিশ্লেষণের আগে এই কথা পাঠকদের আর একবার জানিয়ে রাখছি যে পশ্চিমবঙ্গের পুরোনো স্থাননামের বারো আনা ভাগই উদ্‌ভিদ্ নাম থেকে নেওয়া, উদ্‌ভিদ্ নাম-ঘটিত। পূর্ব ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই তুলনায় সবচেয়ে বেশি শস্যশ্যামল অথচ যথাসম্ভব জলাভূমি ও বনভূমি বর্জিত।

॥ ৩ ॥

গঠন লক্ষ্য করলে বাংলা স্থাননাম দুভাগে ফেলা যায় ঃ **একক**, অর্থাৎ একটি শব্দময়, আর **দ্বিক**, অর্থাৎ দুটি শব্দময়। দুটির বেশি শব্দ নিয়ে গড়া নামও কিছু আছে, কিন্তু সে নামগুলি **দ্বিক** নামেরই বর্ধিত রূপ, সমনামের বিভ্রান্তি এড়াবার জন্যে। যেমন, 'বাজে-প্রতাপপুর' (বাজে এসেছে 'বাহ্য' থেকে ; এই নাম বোঝায় যে কোন স্থানে কাছাকাছি দুটি 'প্রতাপপুর' ছিল, তার মধ্যে যেটি অর্বাচীন এবং দূরে সেটির পার্থক্য বোঝাতে এই "বাজে" বিশেষণ) ; 'বাহির-মির্জাপুর' ; 'হাট-গোবিন্দপুর' ; 'বড়-বেলুন' ; 'ছোট-জাগুলে' ; 'পার-বীরহাটা' ("পার" মানে নদীর ওপারস্থিত) ; 'বন-বিষ্ণুপুর' ; ইত্যাদি। কখনো কখনো আবার জমিদারি সেরেস্তার নির্ণয় অনুসারেও তৃতীয় শব্দটি যোগ হয়। যেমন, 'জোত-শ্রীরাম' ; 'চক-খান্‌জাদি' ; ইত্যাদি। অনতিদূরে একনামে দুটি গ্রাম থাকলে তাদের ভিন্ন করবার জন্যে সংলগ্ন বা কাছের গ্রামের নাম যোগ করা হয়। যেমন, 'বাঁদ্‌রা-গোপালপুর' ; 'রোল-গোপালনগব' ; 'গোযাড়ি-কৃষ্ণনগর' ঃ 'বগড়ি-কৃষ্ণনগর' ; 'ধাপধাড়া-গোবিন্দপুর' ; 'হদল-নারায়ণপুর' (=বন্যা-বিধ্বস্ত নারায়ণপুর) ; 'সুঁড়ে-কালনা' ; ইত্যাদি। 'গঙ্গাজলঘাটি'-র মতো নাম **দ্বিক** নামের মধ্যেই ধরতে হবে। এখানে "গঙ্গাজল" একটি শব্দ আর "ঘাটি" আর একটি শব্দ। এইখান থেকে দামোদর দিয়ে বয়ে আনা গঙ্গাজল বিষ্ণুপুরে নিয়ে যাওয়া হত।

দ্বিক নামশব্দ সাধারণত সমাসবদ্ধ—কর্মধারয় অথবা তৎপুরুষ শব্দ—অথবা সমানাধিকরণ পদ। দৈবাৎ ব্যধিকরণ পদ। যেমন, 'নেতার হাট' ; 'বসির হাট' (=বসি নামক ব্যক্তির) ; 'রাজার

হাট' ; 'নেলোর পাড়' ; ইত্যাদি। 'দিসের গড়' সম্ভবত এরকম নয়। অনুমান হয়, নামটি গোড়ায় ছিল 'ডিহি সেরগড়' (অর্থাৎ সেরগড় পরগনার অন্তর্গত 'ডিহি')।

॥ ৪ ॥

একক (অর্থাৎ এক-শব্দাত্মক) নামের শেষে স্বরধ্বনি থাকে,—'আ', 'ই (ঈ)', 'উ (ঊ)'—দৈবাৎ / এবং 'এ' অথবা 'ও'। এগুলি শব্দান্তিক স্বার্থিক'—ক (—কা)' অথবা '—ইক (—ইকা)' কিংবা—'উক (—উকা)' প্রত্যয়ের পরিণাম। যেমন, 'তালা'<তালক ; 'তালি' <তালিকা ; 'বেলু'<বিল্বক, *বিল্বুক ; 'বেলে'<*বালিক ; 'তেলো' <তিলুক। নামগুলি 'তাল' 'বেল' ও 'তিল' শব্দ থেকে এসেছে।

অর্থ-দ্বারা উদাহরণ দিই। বন্ধনীমধ্যে মূল সংস্কৃত শব্দ দেওয়া হল। যেখানে সংস্কৃত মূল ধরা যায় না সেখানে বাংলা মূল দেওয়া হল।

[ক] উদ্‌ভিদের নামে ঃ

আম্বয়া (১৬ শতাব্দী) > আঁবুয়া (১৮ শতাব্দী ; অধুনা 'অম্বিকা'য় পরিবর্তিত) (আম্র) ; ইখড়া ; উখড়া ; উড়া (উট) ; উলা > উলো (উলু < উট) ; কড়ুই (কটভী) ; খয়রা (খদির) ; চিঁচুড়া > চুঁচড়ো, নামটির পুরানো রূপ ইংরেজী বানানে রক্ষিত—Chinsura ; জেমো (জম্বু) ; ডুমরো (উদুম্বর) ; তালা (তাল) ; নাড়ী (নাড়) ; নেলো (নাল), অধুনা নামটি পরিবর্তিত ছাঁদেই পরিচিত,—লিলুয়া ; নিমো (নিম্ব) ; পারুলে (পাটলিক) ; পার্‌লা (পাটল ?) ; পলাশা,

পলাশী (পলাশ); বড়া (বট); বেতা (বেত্র); বাক্সা (<বাসক); বাঁশা (বংশ); বেলু (<অবহট্ঠ বেল্লউ<বিল্ব); ময়না (মদনক<দমনক); মউলা (মধূক); শিরসে (শিরীষ); সিমলে<সিমুলিয়া (শিম্বল=শাল্মলি); সিজে (সিজ্জ<*সিধ্য); শুশনে<শুশুনিয়া (সুনিষণ্ণক); সুপুর (শূর্পারক), মানে বাংলায় সাধারণত "সুপুরি", বীরভূম অঞ্চলে "সোঁপুরে" মানে "লঙ্কা" (শূর্পারক বন্দরে আমদানি হত এই কারণে দ্রব্য দুটির এই নাম); হিজলী (হিজ্জল); হুগলী (=হোগলা বন); খাগড়া; নলে (নল); শর; ইত্যাদি।

খ. ভূমি-প্রকৃতিতে:

আরনা (আরণ্যক); কাটোয়া (কটক, মানে আঁট চুড়ি, bracelet; একাধিক নদী বেষ্টিত দুর্গম স্থান); খেতিয়া (ক্ষেত্র); খোলা; খানো (নামটির প্রাচীনতর রূপ 'খানুয়া'। এই গ্রামের নিকটবর্তী রেলষ্টেশনের নামে পরিবর্তন ঘটেছে, হয়েছে "খানা, খানা জংশন"। এই নামবিকৃতির ইতিহাস কৌতুকজনক। বাংলায় সাধারণত পদান্ত ও-কার লেখা হয় না। আগে তো হতই না। রেলষ্টেশন যেখানে হয় সেখানে কোন গ্রাম না থাকলে নিকটবর্তী গ্রামের নাম গ্রহণ করা হয়। এখানেও তাই হয়েছিল। নিকটবর্তী গ্রামের নাম এখনকার বাংলা লিপিপদ্ধতিতে 'খান'। রেলের ব্যাপার সব ইংরেজীতে, তাই নামটির শেষধ্বনি অ-কার মনে করে—তা স্বাভাবিকভাবেই—স্টেশনের নামটি হল Canu (Kanu)। এই ইংরেজী লিপ্যন্তর অনুসারেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "কানু জংশন"। তারপর যখন প্ল্যাটফর্মে বাংলা নাম দেওয়ারও আবশ্যকতা অনুভূত হয় তখন প্রকৃত নামের দিকে ঝোঁক পড়ল, কিন্তু পদান্ত ও-কার হয়ে গেল আ-কার); খোলা; গড়ে>গড়িয়া; টালা

(=উচ্চভূমি); ডহরি ('বাথুয়া-ডহরি' যুক্ত নাম ?); ডোঙ্গা (৫ শতাব্দী); ডামালে<ডামালিয়া (দন্তাল, মানে প্রায়ই বন্যা প্লাবিত); পেঁড়ো<পাণ্ডুয়া (পাণ্ডু, পাণ্ডুভূমি=সাদামাটি); বালি; বেলে (বালুকা); সুতী (*স্রবন্ত্); সুঁড়ো (শুণ্ড, সুঁড়ের মতো সঙ্কীর্ণ); হেদো<হাদুয়া (=মজাপুকুর); ইত্যাদি।

গ. ভূমি-গুণে :

আড়া (=বাঁধ, উচ্চ আশ্রয়স্থান), আতুষা (=তুষহীন, ভালো ধান); আমুল (অমূল্য); উক্তা (উৎক্ষিপ্ত); উজনা (উদ্যান); উতরা (উত্তর); উয়ারি (উপকারিকা; অবতারিকা); কালনা (কল্যাণ); কুড়ুম্বা (কুটুম্ব,=ঘেসো); কুলপি (কুলুপ); কোদালে (কুদ্দাল,=শক্তমাটি) : কোপা (=শক্ত মাটি); খণ্ড, খাঁড়ো (=নাড়ু); খেড়ুয়া (=বেশি খড় হয়); চুপী (=নিঃশব্দ, গুপ্ত); জাড়া (=জালা, প্রচুর শস্য); ঢাকা (=আবৃত, সুরক্ষিত); ধেনুয়া >ধেনো (ধান্য); পানুয়া (পর্ণ,=পানের উপযুক্ত); পোষলা (পৌষ,=শস্যশালী); ফলেয়া (ফলবান্); ফুলিয়া (ফুল্লিত); বড়েয়া (বৃদ্ধিমান্); বর্ধমান (=বৃদ্ধিমান্); বেগুনিয়া (=বেগুন চাষের উপযুক্ত); বোড়ো (=জলমগ্ন); ইত্যাদি।

ঘ. বিবিধ কারণে :

প্রধান অধিবাসীদের জাত : কাইতি (কায়স্থ ; =কায়স্থপ্রধান), কৈঁউট্যা (কৈবর্ত ; =কৈবর্তপ্রধান); বামনে (=ব্রাহ্মণপ্রধান), বেজ্যা (=বৈদ্যপ্রধান)।

গ্রামের অবস্থা অনুসারে : জাগুলিয়া>জাগুলে (জাঙ্গলিক ; =বেদে); শুঁড়ে (শৌণ্ডিক); মলঙ্গা (=মজুর); কোটা (কোষ্ঠ ; =দুর্গম গৃহ); ভিটা (=বহুকালের বাসস্থান); বাসা (বাসক,=

সাময়িক বাসস্থান) ; মাড়ো (মণ্ডপ) ; ইত্যাদি ।

উনিয়া (উর্ণা ; =যেখানে রেশম তৈরি বা বোনা হয়) ; উঁয়াড়ি (উর্ণাবাটিক) ; কাঁথি, কাঁথড়া (কন্থা ; =শূন্য দেওয়াল, পরিত্যক্ত গ্রাম) ; কাঁন্দি, কাঁদড়া (কবন্ধ ; মানে দুদিকে বন্ধ পুরোনো নদীপথ খণ্ড, কাঁদড়) ; মগরা (মকর ; যেখানে নদী-স্রোত হদ্‌হদ্‌ করে পড়ে মন্দির-অট্টালিকার ছাতের হাঙরমুখ দিয়ে যেমন) ; ইত্যাদি ।

উয়ারি (<উপকারিকা ; যেখানে রাজকর্ম হয়) ; কালনা (কল্যাণক<*কর্যাণ 'কাজের স্থান') ; ইত্যাদি ।

ঙ. আরবী-ফারসী থেকে :

পারাজ (ফারসী ; মানে, অভ্যাগত অথবা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে উপহার) ; মেমারি (আরবী মামূরী ; মানে, সমৃদ্ধ কৃষিস্থান) । রায়না (আরবী রা'না' 'নিরুদ্বেগ স্থান' ; বসতি-সহর) । রায়েন (আরবী রা'য়' শব্দের—মানে পশুপালন—ফারসী বহুবচন) । রিয়েন (আরবী রী' য়্ শব্দের—মানে চরাট ভুঁই—ফারসী বহুবচন) ।

॥ ৫ ॥

কতকগুলি স্থাননামে একই শব্দ পুনরাবৃত্ত হয়েছে । এমন নামেও পদান্তিক প্রত্যয় দেখা যায় । কোন কোন নাম ধন্যাত্মক নিশ্চয়ই কিন্তু সবগুলি নয় । এগুলির তালিকা দিই ।

কোলকোল (সম্ভবত আরবী 'কুল্‌কুলা' থেকে, মানে হুঁকো) ।

গড়গড়া (মানে ‘গড়েন’ হতে পারে, অথবা ‘আগাছা’)।

জবজবি। ‘বজবজে’ দ্রষ্টব্য।

ঠনঠনে (মানে, শুকনো মাটি, অথবা যেখানে কাঁসারিয়া বাস করে।)। এটি ধন্যাত্মক নাম।

ডুমডুমা ; দমদমা (মানে, যেখানে গুলি ছোঁড়ার শব্দ হয়। পুলিসের বা সেনা বিভাগের গুলি-ছোঁড়া অভ্যাসের স্থান।) ‘দমদমা’ এখন হয়েছে ‘দমদম’।

ধপধপি (ধান আছড়ানোর শব্দ থেকে ?)

ফুরফুরা। নামটির তিন ব্যুৎপত্তি মনে জাগছে। আরবী অথবা ফারসী শব্দ। (১) আরবী ‘ফুরফুর’—চড়ুইয়ের মতো পাখি ; (২) ফারসী ‘ফরফুরূজান্’ থেকে, মানে “সৃষ্টিকর্তা” ; (৩) ফারসী ‘ফরফুরিয়াস্’ থেকে, মানে এক পীরের নাম, সিকন্দরের সহচর। শেষের ব্যুৎপত্তিটিই লাগসই। এখানে বড়ো পীরের দরগা আছে।

বজবজে (১৮ শতাব্দীর শেষ দশক) > বজবজ (এ-কারান্ত শব্দটিকে সপ্তমীয় পদ মনে করে এই পরিবর্তন, যেমন ‘দমদমা’ থেকে ‘দমদম’)। তুলনা করুন জবজবি। যেখানে কাদামাটি।

বুদবুদ (সম্ভবত ফারসী ‘বুদবুদক’ থেকে, মানে একরকম পাখি, hoopee বা pewit)।

সিমিসিমি (সম্ভবত আরবী ‘ষিমষিম’ থেকে, মানে—খাটো, ছোট।)

॥ ৬ ॥

দু-শব্দের স্থাননামগুলির মধ্যে অনেকগুলি কালক্রমাগত ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে এখন একশব্দের বলে মনে হয়। এমন নামে প্রাচীন দ্বিতীয় পদটি ক্ষয় পেয়ে যেন প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে। এই নামগুলি বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। ক্ষয়প্রাপ্ত দ্বিতীয় পদ অনুসারে এইসব নামের শ্রেণীবিভাগ করছি।

বট, *বটিক > —(অ)ড়(া) : : জিয়ড় (জীববট) ; দৈয়ড় (দেববট) ; ছান্দড় (< ছন্দ + বট) ; শিয়ড় (শিববট) ; আশুড়ি (অশ্বত্থবট + ইক) ; বাঁদড়া (বন্ধবটক) ; বেতড় (বেত্রবট অথবা বেত্রতট) ; বায়ড়া (বাহবটক) ; পাঁচড়া (পঞ্চবটক ; তুলনীয় ‘পাঁচেট’) ; ইত্যাদি।

বন, বনক, বনিক পর্ণক > —(অ)ন(া),—(অ)নি,—(উ)ন : জামনা (জম্বুবনক) ; পলাসন (পলাশবন) ; বেলুন < বেলন (বিল্ববন) ; পিপলুন < পিপলন (পিপ্পলবন) ; সিমলুন, সিপলুন < সিমলন (শিম্বলবন) ; পুষ্করবনক (৪ শতাব্দী) > পোখর্‌না (অথবা পুষ্করপর্ণ-ক থেকে) ; মন্দারণ (মন্দারবন) ; শালন > শালুন (শালবন) ; বহড়ান (বিভীতকবন) ; হিজলনা (হিজ্জলবনক) ; ধবনি (ধববনিক ; ধব = Grislea Tomentosa অথবা Anogeissus Latifolia) ; কুড়মুন (< কুটুম্ববন, অর্থাৎ ঘেসো, বুনো স্থান) ; ইত্যাদি।

আর্যিকা (মানে, পিতামহী, মাতামহী; দেবী)>—(আ) ই। (স্থানীয় দেবীর নাম): আস্থাই (অশ্বত্থ);[1] গেঁড়াই (বাংলা গেঁড়া "বেঁটে"; খর্বকায় দেবীর উল্লেখ আছে বৌদ্ধ মহাযানতন্ত্রে; ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রেও আছে); গোরাই (গৌর+); খেঁয়াই (ক্ষেম+); সাঁখাই (শঙ্খ+;=শঙ্খিনী); মণ্ডলাই>মোল্লাই (মণ্ডল+; মণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী); বোঁআই<বনাই (বন+,=বনদুর্গা, বনবিবি); বেঙ্গাই (বিহঙ্গ+; সম্ভবত বগলামুখী); সগড়াই (শকট+; রথারূঢ়া দেবী); সিমলাই (শিম্বল+); বোড়াই (বাংলা 'বোড়', মানে দন্তহীন, বৃদ্ধ); খেয়াই (বাংলা খেপ+); চেঁচাই (চিঞ্চা+, মানে তেঁতুল); ইত্যাদি।

বাট, বাটক, বাটিক (মানে, বেড়াঘেরা, সুনির্দিষ্ট (ক্ষেত্র)>—(আ)ড়(া),—(আ)ড়ি: বাঁশড়া (বংশ+); মুখড়া (মুখ্য+); বহুলাড়া (বকুল+); মহুয়াড়ী>মৌড়ি, মৌরি (মধূক+); বেলেড়া (বিল্ব+); দিয়াড়া (দেব+); শিয়াড় (শিব+); কপিত্থবাটক (৫ শতাব্দী)>কইতাড়া (কপিত্থ+); পলসাড়া (পলাশ+); খাগড়া (খড়্গ+, মানে, কঠিন শর গাছ বিশেষ); জামড়া (জম্ব্‌বট); তালাড়া (তাল+); পালাড় (পল্লব+); বামুনাড়া (ব্রাহ্মণ+); গোয়াড় (<গোপ+); আমাড় (আম্র+); জিয়াড় (জীব+); খাতড়া (বাংলা 'খাত' অথবা (ক্ষেত্র+); কাকিনা=কাংনি+); দেশাড়া, দিশাড়া, দিশড়া (দিশা+); উলেড়া (উলু+); জামাড় (জম্ব্‌বাটক); এওড়া (অবিধবা+); ইত্যাদি।

বাস(ক) <—(আ)স(া): কাঁকসা (কঙ্ক, মানে

---

[1] 'স্থায়ী' থেকেও উৎপন্ন হতে পারে। অর্ধতৎসম।

এক রকম বক +); পুড়াস (পুট, মানে চারদিক বন্ধ +); সিয়াস (শিব +); ধামাস, ধামসা (ধর্ম +); গোয়াস (গোপ +); তাড়াস (তন্দ্রা +); জপসা (জল্প +); ইন্দাস (নিদ্রা +); বাকলসা (বল্কল +); রূপসা (রূপ, রৌপ্য +); ধুপসা (ধ্রুব +); পলাশা (পলাশ +); দেয়াস (দেব +); কেওটসা (কৈবর্ত +); পড়িসা (প্রতি +), ওকড়সা (উৎকট +); বোধসা (বৌদ্ধ +); জোড়সা (বাংলা 'জোড়', মানে ছোটনদী +); সুইসা (সুতিকা +); ইত্যাদি।

পত্র(ক) < — (অ)ত(া) : আমতা (আম্র +); পলতা (পল্লব +); ফলতা (ফল +)।; তেওতা (ত্রিপত্র +)।

পাত্র(ক) < — (অ আ)তা : খেঁওতা (ক্ষেম +); মাহাতা (মহা +); মাছাতা > মেছেতা (মৎস্য +); সুয়াতা (সু +)।

তিক্ত(ক) < — (ই)ত(া) : তালিত (তাল +); নিমিতা < নিমতে (নিম্ব +), তুলনীয় 'নিমতিতা'।

কোষ্ঠ (অর্থাৎ, একদ্বার সুরক্ষিত কক্ষ) > (—উ)ট : সিলুট (শিলা +); ইন্দুটি (< নিদ্রাকোষ্ঠিক); নিলুট (নিলয় +); বেঙট (বেগ, মানে 'বীর্য' +); কুলুট (কুল +); কুচুট (বাংলা 'কোঁচ' +); কেলুট (কেলি +); জিনুট (জীর্ণ +)।

কূট (= সুরক্ষিত গৃহ), কুণ্ড (= রোপণ করা ভূমিখণ্ড), পুট (= আবৃত আগার) > -উড় : বেলুড় (< বিল্বকূট); চাঁহুড় (চন্দ্র +); কেন্দুড় (কেন্দু +); সুকুড় (< শুষ্ক কুণ্ড); বেতুড় (< বেত্রপূট); নাহুড়ে (নন্দকুণ্ডিক, 'নন্দ' মানে বাংলা 'নাদা'); দেনুড় (দয়নপুট +, 'দয়ন' মানে দান; তুলনীয় 'দেনো' = দান দেওয়া, দানে পাওয়া)।

পুর < —উর : সিঙ্গুর (সিংহ +) ; পিঙ্গুর (প্রিয়ঙ্গু +[১]) ; বিজুর (বিন্ধ্য + ; 'বিন্ধ্যপুর' ১২ শতাব্দী) ।

অধিষ্ঠ(ক) > -হিট্‌ঠ(অ), অধিষ্ঠিক > -হিটঠিঅ > —(ই) টা, — (ই)টে, — (উ)টে, অভিষ্ঠ(ক) > ভিট্‌ঠ (অ) > — (ই)ট(া, — (ই) টে, — (উ) টে : বাল্লহিট্‌ঠা (১২ শতাব্দী) > বালটিয়া > বালুটে (বাল +) ; ভৈটা (ভব +) ; নারিট (নাড় +) ; সাকটিয়া, সাঁকটে (শঙ্খ +, সংক্রম +) ; কাঁকটে (কঙ্ক +) ; বেলিঠা > বেলটে (বিল্ব +) ; কুষ্টিয়া (কুশ +) ; ঘুষট্যা, ঘুষ্টে (ঘোষ +) ; কাপসিট (কার্পাস +) ।

ভূমি > — (উ) ই : আকুই (*অক্ষু +, = ইক্ষু) ; আড়ুই (বাংলা 'আড়' +) ; পাড়ুই (পাণ্ডু +) ; বাঁকুই (< বক্র, বঙ্ক +) ; কালুই (কাল +) ; জামুই (জম্বু +) ; ইত্যাদি ।

॥ ৭ ॥

দ্বিক পর্যায়ের নামে প্রাপ্ত বিশিষ্ট দ্বিতীয় শব্দের একটা তালিকা দিই । কোন কোন শব্দ, যেমন 'রুন, 'রোল', 'লুক', 'শোল', এখন স্বতন্ত্র শব্দ হিসাবে প্রচলিত নেই ।

---

[১] প্রিয়ঙ্গু 'pannic seed', উড়ি ধান । বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রিয়ঙ্গুপুরের উল্লেখ আছে । দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা নয়পাল বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত 'প্রিয়ঙ্গু' নামক স্থান থেকে একটি শাসন জারি করেছিলেন । পিঙ্গুর বর্ধমান জেলায় ।

আড়া : মালিয়াড়া (=মালির উচ্চভূমি); কাশিয়াড়া (? = কাশপূর্ণ উচ্চভূমি)। 'পাড়া' দ্রষ্টব্য।

কর (= খাজনা) : অর্ধকরক (৫ শতাব্দী) > আদরা ; = ছোট + কর (ছোট্ট = ছুট্ট অথবা ছোট) ; মানকর (মান = সম্মান) ; বড়াকর (বড়া = বাড়া, বেশি) ; পাইকর (পাদিক = চতুর্থাংশ)।

কাটি (কাঠি) < কাষ্ঠ (মাপকাঠি, মানদণ্ড) + —ইক) : মূল-কাঠি, ব। কলসকাঠি, রায়ের কাঠি।

১. কুড়, কুড়া, কুড়ি < কুট = মোড়ক, পকেট, ক্ষুদ্রগৃহ (তু° কুটী, কুটীর) : ঘরকুড়া ; খুদকুড়া।

২. কুড় < কূট = স্তূপ, গাদা : পোয়ালকুড় ; সোনাকুড় ; ভাতকুড় ; ধানকুড়া।

৩. কুড়, কুড়ি, কুণ্ডা, কুণ্ডু > কুণ্ড (তুলনীয় পাণিনির সূত্র "কুণ্ডং বনম্") : উলকুণ্ডা (উলু +) ; মানকুণ্ডু ; চিনাকুড়ি (= চীনা বাদামের ক্ষেত্র) ; জামকুড়ি।

৪. কুণ্ডু < কুণ্ড (= সঙ্কীর্ণ জলাশয়) : কামারকুণ্ডু।

খণ্ড (= শক্ত মিষ্টান্ন) : শ্রীখণ্ড (আগে 'বৈদ্যখণ্ড' অথবা 'খণ্ড' নামে পরিচিত ছিল) : তাঁতখণ্ড ; দক্ষিণখণ্ড ; নবখণ্ড। পূর্বপদরূপে—খণ্ডঘোষ < খাঁড়কোষ (১৬ শতাব্দী)।

খালা, খালি > খাল, (মানে খালের স্থান) : ধনেখালি (ধনিক +) ; শিয়াখালা (সীতা +, অথবা শিব +) ; গেঁওখালি।

কাষ্ট, কাষ্ঠ, কাষ্ঠি ইত্যাদি শব্দ যে নামের শেষে পাওয়া যায় সেগুলির অধিকাংশেই শব্দটিকে 'কাট্ট', 'কাট্টি' শব্দের সংস্কৃতায়িত রূপ বলে নিতে হবে। শব্দটি এসেছে 'কৃৎ' (মানে সুতো কাটা) থেকে।

গড় (মানে আসলে নিভৃত স্থান, প্রাচীর অথবা ঘন ও দুর্ভেদ্য

উদ্ভিদ প্রতিবেষ্টিত স্থান : পানাগড় (বাংলা 'পানা' অথবা ফারসী 'পানাহ্' +) ; ময়নাগড় (মদনক +) ; সেরগড় (ফারসী 'শের' +) ; ইত্যাদি। কোন কোন নামে, যেমন সিমলাগড়, 'গড়' 'গুঁড়ি' (< বৃন্দ) থেকে আসা সম্ভব।

শব্দটি বিশেষণরূপেও দেখা যায়। যেমন, সিমলাগড় : গড়-সিমলা, গড়বেতা ; ইত্যাদি। প্রাচীন নামের 'গড্ডিআ' অংশেও এই অর্থ। ঢের পরবর্তীকালে 'গড়ে' মানে ডোবা অর্থ এসেছে।

গড়ি, গড়িয়া > গ'ড়ে > গড় (মানে গর্ত, সঙ্কীর্ণ গভীর জলাশয়, pool) : বলাগড়ি > বলাগড় ; কামারগড়িয়া > + গড়ে ; সেওড়া-গড়িয়া ; আমগড়িয়া ; জিওলগড়িয়া (< জিওল মাছ +) ; জাটগড়িয়া (< জাট = পুকুর প্রতিষ্ঠার কাঠ +) ; ইত্যাদি। কোন কোন নাম 'গুড়ি' (< বৃন্দ অথবা *কুণ্ডক +) থেকে আসা সম্ভব। গাড়ি, গাড়িয়া > গেড়ে, ('গাঢ়' মানে গভীর গর্ত) শব্দ-জাত : গোদাগাড়ি ; খুঁটগাড়িয়া ; কামারগেড়ে ; ইত্যাদি।

গাছা, গাছি, গাছিয়া < গেছে : গরলগাছা ; জগাছা (< যব +) ; ঝিকরগাছা ; মুড়োগাছা ; মুড়োগাছি ; সাঁতরাগাছি (সাঁতরা = কমলালেবু) ; কদমগাছি (কদম্ব +) ; সোনাগাছি ; হীরেগাছি ; মৌগাছি (মধু +) ; বেলগাছিয়া > বেলগেছে ; কুলগেছে ; কলাগেছে ; সাতগেছে ; ইত্যাদি।

গ্রাম > গাঁ : জউগ্রাম > জউগাঁ (যৌতুক +) ; মউগাঁ (মধু +) ; গোধগ্রাম (৫ শতাব্দী) > গোহগ্রাম (১২ শতাব্দী) > গোগাঁ ; কাইগাঁ (কায়িক +) ; ধাইগাঁ (ধাবিক +) ; রাইগাঁ (রাজিক +) ; বনগাঁ (বন +) ; বেলগাঁ (বিল্ব +) ; নাড়গাঁ < নাড়ুগাঁ (লড্ডুক +) ; ঘিরগাঁ (ক্ষীর +) ; কেতুগ্রাম (কেতুকা দেবী +) ; ওড়গাঁ

(ওড়্র+); কহলগাঁ > কোলগাঁ; বেড়গাঁ < বেড়ুগ্রাম (বেষ্ট+); খাঁড়গাঁ (খণ্ড +); জাড়গাঁ (যষ্টি +); ঝাড়গাঁ (ঝাট, মানে অগভীর বন+); ইত্যাদি।

ঘাট, ঘাটা, ঘাটি < ঘট্ট (মানে উঁচু থেকে অবতরণ স্থান): গোঘাট; নাদনঘাট; আড়ংঘাটা; গেঁড়াঘাটা; গঙ্গাজলঘাটি; ইত্যাদি।

জোড় > জুড়, জোড়া, জুড়ি, জোল, জুলি (তুলনীয় প্রাচীন বাংলা জোটিকা > জোড়িকা—তাম্রশাসনে প্রাপ্ত) < জোট, মানে ক্ষুদ্র উপনদী, স্বাভাবিক জলনির্গমের পথ): খণ্ডজুলি, খাঁড়জুলি (< খণ্ড, মানে মিষ্ট); সিংহজুলি; নাড়াজোল; ডোমজুড়; আমলাজোড়া; দেজুড়ি (দেব +); কচুজোড়; ইত্যাদি।

টিকর, টিকরি < টিকুরি (মানে, চারদিকের জলাভূমির মধ্যে উঁচু স্থান); সরাই-টিকর; খানটিকর; মোল্লা-টিকুরি; কেন্দুয়া-টিকুরি; নিমটিকুরি; কাঁটাটিকুরি; বালিটিকরি; বেলাটিকরি; ইত্যাদি। অনুমান হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ‘টিকর, টিকরি’ অর্থে ‘টেঙ্গয়ী’ প্রচলিত ছিল।

সাঁকো-টিকর নামটি স্থানীয় উচ্চারণে ‘সাঁকটিগড়’, ইংরেজী বানানে Saktigar হয়ে তার থেকে সংস্কৃতায়িত রূপ পেয়ে হয়েছে ‘শক্তিগড়’। এখানে কদাপি কোন রকম গড়ের অস্তিত্ব নেই, এবং কখনো ছিল বলে জানা যায় না। কাছে একটি গ্রাম আছে, নাম ‘সাঁকো’।

‘টিকর’ প্রথম পদ রূপেও পাওয়া গেছে। টিকরহাট।

ডাঙ্গা > ডাং (মানে উচ্চভূমি): আমডাঙ্গা; আরাডাঙ্গা; চুয়াডাঙ্গা; ঝাউডাঙ্গা; ঝিকরডাঙ্গা; তুরুকডাঙ্গা; দাউকডাঙ্গা;

তালডাঙ্গা ; বেলডাঙ্গা ; বালিডাঙ্গা ; হুড়কোডাঙ্গা ; বড়ডাং বাঁকুড়াডাং ; ইত্যাদি। এরকম নাম অধিকাংশই বর্ধমান বিভাগের।

টাল, টাঁড় (টার) < প্রাচীন বাংলা 'টাল' (মানে উচ্চ বসতি স্থান) ঃ ঘাটাল (∠ ঘাট + টাল) ; করমাটার ∠ কর্‌মাটাঁড় (করমা গাছ +) ; ইত্যাদি।

ডালা ; ডালি, ∠ ডাল মানে উপহার-পাত্র, অর্থাৎ উর্বরভূমি)। (নামগুলি সবই বর্ধমান জেলার এবং দু-একটি ছাড়া সবই এই জেলার উত্তরপশ্চিম অংশে অবস্থিত) : একডালা ; পোনডালি পাদোন +) ; সিমডাল ; ময়নাডাল ; করকডাল ; গোপডাল।

ওনডাল (ওন গাছের ? +) ইংরেজী বানানের মারফতে বাংলা 'অন্‌ডাল' হয়েছে। সম্প্রতি শুদ্ধ ইংরেজী বানান ভুল উচ্চারণের বশে হয়েছে Andal !

ডিহি, ডি ; ডিহা (ফারসী 'দিহ' থেকে, মানে সহর, শাসনকর্তার বাসগ্রাম) ঃ বাবলাডিহি ; গৌরাঙ্গডি ; [illegible]ালুডি ; বেলডিহা ; রন্‌ডিহা ; আলডিহি ; বাগডিহা ; ইত্যাদি।

'ডিহি' নামের আগেও বসে। যেমন, ডিহি-শ্রীরামপুর।

ডোবা, ডুবি ঃ আমডোবা ; জামডোবা ; জেঠডোবা ; কুমার-ডুবি (কুম্ভকার +) ; পিয়ারডোবা (< পেয়ারা +) ; জামডোবা (জাম +)।

তাড়, তাড়া (< তাড় গাছ ; অথবা টাল, টাঁড় দ্রষ্টব্য) : জামতাড়া ; কেওতাড়া (কেতক +) ; ভাস্‌তাড়া ; নিতাড়া (∠ নিত্য(?) +) ; কর্মাতাড় (করমা Naucleo cordifolio +) ; গন্‌তার (= গন্‌তাড়) < গন (= পথ +) ; ইত্যাদি।

১. তোড়, তোড়া < বাংলা 'তোড়া' (মানে গুচ্ছ) : তালতোড় ;

বেলেতোড় ; শালতোড় ; কুলতোড়া ; মাখনতোড় ; মদনতোড়।

প্রথম শব্দ রূপেও দেখা যায় : তোড়কোনা ; তোড়েলা (+ইটক)।

২. তোড়, তোড়া (<ত্রুটি=ভাঙা, অসম্পূর্ণ, কম) : ধানতোড় ; শিকারডোড়।

দ, দা, দহ (<*দঘ) : খড়দহ>খড়দা (<খট 'তৃণখণ্ড' অথবা খর, 'তীব্র (আবর্ত)'+) ; শিয়ালদহ>—দা (<শৈবাল+) ; চাকদা (চক্র+) ; বড়দহ>বড়দা >বরদা (বট+) ; স্বুবলদা (<শ্বেতোৎপল+) ; মাকড়দা (মর্কট+) ; পিছলদা (১৬ শতাব্দী) ; বেলদা (বিল্ব+) ; শিলদা (শিলা+) ; ইত্যাদি।

দিঘি (<দীর্ঘিকা=চতুষ্কোণ দীর্ঘখাত পুষ্করিণী) : বুজরুগদিঘি (ফারসী বুজুর্গ+) ; মলানদিঘি (মৃণাল+) ; চকদিঘি (<চতুষ্ক, ভূবিভাগ বিশেষ) ; দেওয়ানদিঘি ; ইত্যাদি।

দিয়া, দে (<দ্বীপ, দুই নদী বা জলধারা বেষ্টিত ভূখণ্ড) : নবদ্বীপ >নদিয়া>ন'দে ; কাঁটাদিয়া (<কণ্টক-দ্বীপ ; ১৬ শতাব্দী)।

নান<ফারসী নান্ (মানে রুটি, খোরাক, খোরাক বাবদ ভূমি) এবং / অথবা মধ্যভারতীয় আর্য নানক (মানে, মুদ্রা, খুচরা মুদ্রা, আনা)। এই শব্দ-যুক্ত নামগুলি গঙ্গা-দামোদর পরিসরে অর্থাৎ বর্ধমান, হুগলী ও ঐ জেলার সংলগ্ন ঘাটাল অঞ্চল এবং হাওড়া জেলার বাইরে মেলে না। নামগুলি এই :

বইনান (>বোইনান) ; বাইনান ; বাবনান ; পাউনাম ; পুইনান : আমনান ; খড়িনান ; খাজুনান ; পাতিনান ; নইনান। এগুলির সঙ্গে 'বাগনান' এবং 'খন্যান'ও ধরা চলে।

বইনান, বাইনান (<ফারসী বায়, মানে উপযুক্ত)। বাইনান, বইনান মানে 'কাজের উপযুক্ত পুরস্কার রূপে দেওয়া মহল'।

'বাবনান' বাইনানের রূপান্তর হতে পারে (∠বাউনান)। না হলে <ফারসী বাব, মানে অতিরিক্ত কর। 'পাইনান' ও 'পাউনান' একই মূল নামের দুটি রূপান্তর হতে পারে। মূল নাম<'পাদিক', অর্থাৎ পাই কিংবা পোয়া। হুগলী জেলায় পাউনান গ্রামের পাশেই 'সাতমাষা' গ্রাম আছে। রামদাস আদকের ধর্মমঙ্গলে 'সাতমাষা পাউনান' উল্লিখিত আছে। "মাষা" থেকে 'নান'-এর অন্য অর্থ 'নানক', সহজেই কল্পনা করা যায়। 'পুইনান' ফারসী 'পই', 'পয়' থেকে আসা সম্ভব। মানে, নিম্ন পদস্থ ব্যক্তি। নামটি পইনান থেকে আসতে পারে, 'পয়নান' থেকেও আসতে পারে। 'আমনান' এসেছে আরবী 'আমন' থেকে। মানে নিরাপত্তা, শান্তি, আরক্ষা; ক্ষমা; অনুগ্রহ। 'খাজুনান' আগত ফারসী 'খ্বাজ' থেকে। মানে 'বিশিষ্ট ব্যক্তি'। পাতিনান নামে 'পাতি' বাংলা শব্দ, মানে 'সাধারণ, বিশিষ্ট নয়'। খড়িনানও তাই। 'খড়ি' মানে অনুর্বর ভূমি। 'নইনান' এসেছে সম্ভবত ফারসী 'নায়্' থেকে। মানে বাঁশী-বাজনদারকে বখশিশ দেওয়া ভূমি।

'বাগনান' নান-যুক্ত নাম হলে প্রথম পদ ফারসী (তুর্কী) 'বাগ', মানে বাগান। নতুবা নামটি 'বাগ' শব্দের ফারসী বহুবচন 'বাগোয়ান' (মানে বাগান) থেকেও আসতে পারে।

'খন্যান' নামটির প্রাচীনতর রূপ অনেক রকম হতে পারে। যেমন, খনিয়ান, খইনান, খনিনান। এ অবস্থায় নামটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা কঠিন। তবে খাইনান (অর্থাৎ খোরাকী দেওয়া) থেকে আসা অসম্ভব নয়।

নগর। প্রাচীন কালে 'নগর' বলতে পাথরের বা ইটের তৈরি গৃহ সংবলিত ধনী অথবা রাজা বা দেবতা অধিষ্ঠিত প্রাচীর ঘেরা গ্রামকেই

বোঝাত। পরে এই অর্থ ক্ষয় পেয়ে ইঁটেগাঁথা শিবালয় অথবা দেবালয় বিশিষ্ট গ্রামকে বোঝাতে থাকে। নগরে দেবালয়—ইষ্টক নির্মিত—থাকবেই। তুলনা করুন ভারতচন্দ্রের উক্তি, "নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?" মুকুন্দ কবিকঙ্কণ নিজের গ্রামকে বলেছেন "শিবের নগরী"।

বঙ্গদেশে প্রাপ্ত প্রাচীনতম উৎকীর্ণ শিলালেখে যে একটি স্থাননাম পাওয়া গেছে তাতে 'নগর' শব্দটি আছে। অধুনা যে অঞ্চল বাংলাদেশের অন্তর্গত সেখানে, অর্থাৎ আগেকার মধ্যবঙ্গে বোগড়া জেলায় মহাস্থানগড়ের নিকটে একটি ছোট শিলাচক্রলিপি মিলেছে ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা প্রাকৃত ভাষায়। লিপিছাঁদ অশোক শিলালিপির মতোই। সুতরাং লিপিটিকে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর রচনা বলে ধরে নেওয়া যায়। নামটি হল "পুডনগল"। বিশেষজ্ঞরা ধরে নিয়েছেন. নামটি "পুণ্ড্‌নগর" নামের প্রাকৃতরূপ। এই মতের বিরুদ্ধে একটু আপত্তি উঠেছিল এই যে এতে ণ-কারটি নেই। তবে এমন অনুস্বার-বিন্দু লোপের উদাহরণ প্রাচীন লিপিতে প্রচুর আছে। সুতরাং নামটি পুণ্ড্‌নগর হতে বাধা নেই, কেননা যে গ্রামে পাওয়া গেছে সে স্থানটি পুণ্ড্‌ভূমির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। লিপির বিষয় হচ্ছে স্থানীয় ধান্যভাণ্ডার সম্পর্কে। প্রয়োজন মতো লোক এখান থেকে ধান বাড়ি নিতে পারবে কিন্তু তা নিয়ম মাফিক শোধ দিতে হবে। দুঃখের বিষয় লিপিটি অখণ্ডিত নয়। যাই হোক, লিপির বিষয় থেকে নামটি 'পুটনগর'-ও ধরতে পারি। তবে সেটা হয়ত একটু বেশি কল্পনাশ্রিত হতে পারে। তবে নামটির শেষে যে 'নগর' শব্দটি আছে তাতে সন্দেহ নেই।

প্রত্নলিপিতে আর একটি নগরঘটিত নাম মিলেছে,—পঞ্চনগর (৫ শতাব্দী)। এ স্থানও পুণ্ড্‌ভূমির কেন্দ্রস্থলে। এই স্থানের কাছা-

কাছিই “পুড-নগল” নামযুক্ত শিলাচক্রলিপিটি মিলেছিল

আমাদের দেশে স্থাননামে ‘নগর’ শব্দের চলন একবারেই ছিল না। এ দেশ ইট-পাথরের দেশ নয়, মাটির, কাঠের, বাঁশের দেশ। তাই স্থাননামে ‘নগর’ ঠাঁই পায়নি। পেলে কোন না কোন নামে তার রেশ রেখে যেত। তা রাখে নি। অন্তত আমি পাই নি। এ দেশে লেখা পড়া বেশিরকম চালু হলে তবেই, অর্থাৎ ১৫-১৬ শতাব্দী থেকে, ‘নগর’ ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমন, বরানগর, কোন্‌নগর (< কোণ +); জান্‌নগর (ফারসী জাহান +); বড়্‌নগর; কৃষ্ণনগর; টাটানগর; ইত্যাদি।

পাড়া (সংস্কৃত পাটক, মানে ঘনসন্নিবিষ্ট ভদ্রাসন সমষ্টি)। শব্দটির ব্যবহার প্রাচীন হলেও স্থাননামে ব্যবহার তেমন পুরোনো নয়, ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী। উদাহরণ: পা(ই)কপাড়া (“পক্ক-পল্লী”, ১৭ শতাব্দী); পাতিলপাড়া (<বাংলা ‘পাতিল’ =যা পাতা হয়েছে); ভাটপাড়া (ভাটেদের গ্রাম; ১২ শতাব্দীতে ‘ভাট্টবড়া’ গ্রামের উল্লেখ আছে গঙ্গাতীরে); বামুনপাড়া; রানাপাড়া; জাগুলিপাড়া; জাঙ্গীপাড়া; ইত্যাদি।

পুর। সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত এই স্থাননামাংশটি বাংলায় অষ্টম-নবম শতাব্দীর আগে তেমন মেলেনি। কিন্তু এ শব্দটি ‘নগর’ শব্দের মতো অত অব্যবহৃত ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীর আগে থেকেই ‘পুর’ শব্দের চলন বাড়তে থাকে। সাধারণতঃ ব্যক্তিগত নামে অথবা পদবীতে ‘পুর’ শব্দ বেশি পাওয়া যায়। যেমন, দেদ্দপুর (৯ শতাব্দী?); সিঙ্গুর (<সিংহপুর); নিজামপুর; দাসপুর; বার্নপুর (Burn); ইত্যাদি।

পোতা। সংস্কৃত ‘পুত্রক’ থেকে (অর্থ, তরুণ উদ্‌ভিদ, যেমন,

পাটলিপুত্র)। নাকড়াপোতা (<বাংলা নাকুড়, অশ্বথ গাছের প্রকার বিশেষ, পাকুড়ের মতো); চাংড়িপোতা (<বাংলা 'চাংড়ি', চিমড়ে ঝোপঝাড় ?); সাতপোতা (সপ্ত +)। দফরপোতা (দফর, ফারসী); কাটরাপোতা (কাষ্ঠাগার +); বোরজপোতা ; ইত্যাদি। 'ভাঁড়পোতা' মানে যেখানে টাকাকড়ির ভাঁড় পোঁতা ছিল।

'নোত, নুতা' নাম খুব প্রাচীন হওয়া সম্ভব। <নবপ্রস্থ ?

বন, বনি (সংস্কৃত বন, *বনিক) : পলাশবন ; খয়েরবুনি ; ইত্যাদি।

বাটি, বাড়ি, বাড়িয়া (>বেড়ে) ∠সংস্কৃত বাটিকা (মানে বেড়া দেওয়া অথবা পাঁচির ঘেরা স্থান): বাথানবাড়ি (< 'গোচারন স্থান'+); শ্যামদাসবাটি ; বলরামবাটি ; বাঙালবাড়ি ; শ্রীবাটি ; উলুবেড়ে (< +বাড়িয়া); সাঁকোবেড়িয়া; শিয়াকুলবেড়িয়া; ইত্যাদি।

বাড় ∠সংস্কৃত বাট (বেড়া দেওয়া বা চিহ্নিত স্থান), বাটকঃ ঠাটারিবাড় (ঠাটারি মানে বাজিকর)।

মুড়া > মুড়ো, মুড়ি (সংস্কৃত 'মুণ্ড' থেকে) : ১. মুণ্ডক=মাথা, প্রধান : ২. মুণ্ডক, মুণ্ডিক, মুণ্ডিত=নেড়া ; ৩. মুণ্ডিত=শোভিত): যোগিমুড়া (=যোগিদের প্রধান, যুগিরা যেখানে মুখ্য অধিবাসী ; নেড়াযোগী) ; বাঁধমুড়া (যে গ্রামের মাথায় বাঁধ আছে) ; বেলমুড়ি (যে গ্রামে শোভন বেলগাছ আছে অথবা গ্রামে ঢুকতে বেলগাছ আছে ; অথবা যে গ্রামের বিশিষ্ট চিহ্ন মুড়ো বেলগাছ) ; পাকুড়মুড়ি ; তেঁতুলমুড়ি ; ইত্যাদি।

রুন (সংস্কৃত 'রণ্ড'=অফলা ; শীর্ণ) : মাথরুন (< মস্তক + ; তুলনীয় 'মাথরণ্ডিয়া—খণ্ডক্ষেত্রম্' লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া তাম্রশাসন) ; আমারুন (<আম্রক+); খুদরুন (<ক্ষুদ্র+)। তিনটি গ্রামই উত্তর বর্ধমান জেলায়, সন্নিকটবর্তী।

‘রণ্ডিয়া’ ও ‘রোণ্ডা’ নাম দুটি এই সম্পর্কিত হতে পারে।

রোল (বাংলা, মানে সরু শাখা): আমরোল[১]; তিরোল (<ত্রি+); নিরোল (<নাই+)।

একক: রোল।

লুক (<বৃক্ষ; তুলনীয় প্রাচীন বাংলা রুখ): তমলুক (তমাল+); ধুলুক (ধব+); সোআঁলুক (শোভা+)।

ষণ্ড, ষণ্ডক,=বিশেষ উদ্‌ভিদ্‌পূর্ণ ভূমিখণ্ড: ইরিষণ্ডা (<ইট+); পাসণ্ডা (পার্শ্ব+); মুসুণ্ডা (<মধু+)। বাসণ্ডা (<বাস+), ফরিদপুর (বা-দে)।

সাঁড়া (সাড়া) <ষণ্ডক,=ফলহীন বৃক্ষ। জামসাঁড়া; তেলসাঁড়া (তিল+)[২]; নলসাঁড়া[২], বড়সাণ্ডা (বট+)। উপরে দেখুন।

একক: সাঁড়া (সারা)।

সোল (=জোল, জুলি, সোঁতা; স্বাভাবিক জলনির্গম পথ; অথবা জলস্রোতের মধ্যবর্তী ভূমি): আসনসোল (আসন=ধব বৃক্ষ+); বাবুইসোল (বাবুই, এক রকম দীর্ঘপত্র ঘাস,+); মুর্গাসোল; জামসোল; সিহাড়সোল (<শেওড়া+); বেলাসোল; খয়রা সোল (খদিরক+); বড়শুল<বড় সোল (বট+); বনসোল। নামগুলি সবই মধ্য ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার।

হাট, হাটা, হাটি (<হট্ট+): মগরাহাট; হাসনহাটি; নৈহাটি (<‘নাবিক’, ‘নূতন’ অথবা ‘নদী’+), দ্বারহাটা; পারহাটি; ভাণ্ডারহাটি; বোরহাট (ফারসী বহর+); বীরহাটা (বীর=জঙ্গল+); ইত্যাদি।

---

[১] তুলনীয়, আমরুল (শাক)।

[২] নামটি প্রথম ‘ষণ্ডক’ থেকেও আসতে পারে।

॥ ৮ ॥

কোন কোন শব্দ যা দ্বিতীয় পদ রূপে দেখা যায় বেশির ভাগ তা কখনো কখনো প্রথম পদ হয়। তখন কিন্তু শব্দটির অর্থের ব্যাপকতা কমে যায়। যেমন : সিমলা-গড় (=বেষ্টিত গ্রাম সিমলা)ঃ গড়-সিমলা =যে সিমলায় একটি বেষ্টিত স্থান আছে ; হাট-শিমূল (=যে সিমুল গ্রামে হাট বসে) ; রামপুর-হাট (=যে গ্রাম রামপুর সবটাই হাট) ; ইত্যাদি।

কুণ্ড : কুড়মিঠা (=স্বাদু জলাশয়)।
খণ্ড : খণ্ডঘোষ।
গড় : গড়বেতা ; গড়ভবানীপুর।
গ্রাম : গাঁ-ফুলিয়া।
ঘাট : ঘাটশিলা ; ঘাটশিমলা।
টিকর : টিকরহাট।
ডাঙ্গা : ডাং-সাড়া।
ডিহি : ডিহি-বেতা।
তোড় : তোড়কোনা ; তোড়েলা।
পাড়া : পাড়াম্বুয়া (=ঘনসন্নিবিষ্ট আমবাগান) ; পাড়াতল।
বন : বন-বিষ্ণুপুর ; বনপাশ ; বনগাঁ।
মুড়া : মুড়াগাছা ; মুরারই (=মুড়া রোই)।
হাট : হাট-গড়িয়া ; হাট-বেলে ; হাট-শিমুল।

॥ ৯ ॥

কতকগুলি নামের প্রথম শব্দ সংখ্যাবাচক। যেমন,

এক : একলখি (একলক্ষ) ; একডালা ; একচাকা।

দুই : দোগেছে ; দোমোহানি ; দুলকি (=দুই লখি)।

তিন : তেমোহানি ; তেয়াঙুল। তেনোতা।

চার : চৌতারা ; চৌঘরিয়া ; চৌবেড়িয়া।

পাঁচ : পাঁচুথুপি (পঞ্চ স্তূপ +) ; পাঁচঘরা ; পাঁচড়া ; পাঁচলকি ; পাঁচকুলা ; পাঁচদেউলি ; পাঁচশিমুল ; ইত্যাদি।

ছয় : ছ-আনি।

সাত : সাতগেছে ; সাতকানিয়া (+ কাহন) : সাতগাঁ ; সাতখিরা ; ইত্যাদি। নিতান্ত আধুনিক—সাত-মাইল (মেদিনীপুর)।

আট : আটঘরা ; আটকুলিয়া।

নয় : ['নব' শব্দের সঙ্গে মিশে গেছে।] নছাটা ; ন-পাড়া।

দশ : দশঘরা ; দশিয়া।

এগারো : এগারসিন্দুর।

বারো : বার্ঘন্নে (বারো ঘরনিয়া) ; বার-বেদা।

আঠারো : আঠারো-বাড়ি।

বিশ, কুড়ি : বিশকাপা ; কুড়িছা।

তিরিশ : তিরিশ-বিঘে।

তিন শব্দের নামগুলি সাধারণত দু-শব্দের নামের মধ্যেই পড়ে। যেমন, 'রামচন্দ্রপুর' : এখানে 'রামচন্দ্র' একটি নাম সুতরাং একটি

শব্দ। কোন কোন নামে তৃতীয় শব্দটি বিশেষত্ববাচক। যেমন 'হাট-গোবিন্দপুর'। এখানে একাধিক গোবিন্দপুরের মধ্যে একটিকে নির্দিষ্ট করা হচ্ছে। দুটিকে স্থাননামকে যোগ করেও এইরকম বিশিষ্টতা প্রকাশ করা হয়। যেমন, অম্বিকা-কালনা : সুঁড়ে-কালনা।

দুটি শব্দের নাম দৈবাৎ সমাসবদ্ধ হয় না। এখানে প্রথম শব্দটি ষষ্ঠী বিভক্তির পদ। যেমন, সেনের ডাঙ্গা ; মাঝের গ্রাম ; বেচার হাট ; নেলোর গড় ; অমরার গড় ; দিসের কোনা ; সিঙ্গার কোন ; সিঙ্গার গড় ; সিংহার বাগ ; সিঙ্গের পুর।—এই নামগুলির কোন কোনটিতে সিঙ্গা=সিংহ (পদবী) অথবা শৃঙ্গ (উদ্‌ভিদ বিশেষ) বলে মনে হয়।

॥ ১০ ॥

ব্যক্তি বিশেষের নামে স্থাননাম দেওয়ার রীতি আমাদের দেশে খুব পুরোনো নয়। সবচেয়ে পুরোনো এমন যে নাম আমি পেয়েছি তা হল 'দেদ্দপুর'—কোন তাম্রশাসনে—সম্ভবত পালরাজাদের সময়ে, আপাতত আমার মনে পড়ছে না। মনে হয় নামটি ধর্মপালের মা, গোপালের সহধর্মিণী এবং পিতার সূত্রে সিংহাসনের অধিকারিণী দেদ্দদেবীরই। ('দেদ্দ' শব্দটি প্রাকৃত, পুরোনো বাংলাও বলতে পারি। উৎপন্ন হয়েছে, মনে হয়, 'দয়ার্দ্রা' থেকে।) দ্বাদশ শতাব্দীতে আমরা রাজার নামে দু-তিনটি স্থাননাম পাই,—রামাবতী, মদনাবতী ও লক্ষ্মণাবতী।

মুসলমান অধিকারের পর সাধারণ ব্যক্তিনাম স্থাননামে দেখা দিতে

আরম্ভ করে এবং প্রবল বেগে। লক্ষণীয় ব্যাপার হল ব্যক্তিঘটিত স্থাননামে 'পুর' শব্দটির বাহুল্য। গোড়ার দিকে এমন হিন্দুনামে দেবতারই একচ্ছত্রতা। যেমন, রামপুর, দুর্গাপুর, শিবপুর, কৃষ্ণপুর, চৈতন্যপুর, ইত্যাদি। মুসলমান নাম যেমন, জামালপুর, কামালপুর, রসুলপুর, সুজাপুর, শাহাজাদপুর, মুইদিপুর, নসিবপুর, নিজামপুর, গাজিপুর, সৈয়দপুর, মোমরেজপুর,[১] ইবরাহিমপুর, বিরিংপুর, ইত্যাদি।

॥ ১১ ॥

এইবার খেয়ালখুসি মতো নির্বাচিত স্থাননামের আলোচনা করি। কতকগুলি নামে—বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় প্রচলিত নাম—কর্তাদের অতিরিক্ত বিনয়ের, শনির দৃষ্টি এড়াবার, জন্যেই কি?—প্রকাশ ঘটেছে। যেমন, খড়কুড়া (অর্থাৎ খড়কুটি ছাড়া বেশি কিছু হয় না যেখানে); খুদকুঁড়া; বিচখড়া (অর্থাৎ বীজ রাখার মতো ধান আর খড় ছাড়া কিছুই হয় না); পিচকুড়ি (পিচ ফেলবার পাত্র); কানঘুসা (কানঘেঁসে ফসল হয় যেখানে)।

কয়েকটি গ্রামের নামে সমৃদ্ধি ও গৌরব অভিব্যক্ত হয়েছে। যেমন, আকালপৌষ (অর্থাৎ অনাবৃষ্টির বছরেও যেখানে পৌষমাসের মতো ভরপূর ফসল পাওয়া যায়); ভাতকুণ্ডা; ভাতার (ভক্তাগার); ভাতছালা (=ভাতশালা)। 'মরাইপিঁড়ি' নামটি ভালো-মন্দ দু অর্থেই নেওয়া যায়। ভালো অর্থে, যে গ্রামে মরাই ছাড়া আর কিছু

---

[১] এই নামটির একটি "হিন্দু" প্রতিরূপও আছে—'রূপসোনা'।

নেই ; মন্দ অর্থে, যে গ্রামে মরাই ওঠে না পিঁড়িগুলি শুধু দেখা যায়। ‘বরণডালা’ রীতিমত কবিতাময়।

কয়েকটি নামে বেশ কবিত্বের অথবা বিজ্ঞতার ঝঙ্কার শোনা যায়। যেমন, ইছাবাছা (=ইচ্ছা মতো বেছে নেওয়া) ; শুয়াবসা (=সুখাবাস, অথবা যেমন ইচ্ছে শোও বস) ; ভালোশুনি (নামটিতে যজুর্বেদীয় শান্তিমন্ত্রের অংশ প্রতিধ্বনিত,—“ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ”)।

আধ্যাত্মিক আকুলতার প্রতিধ্বনি শুনি একটি নামে,—হা-কৃষ্ণপুর। নামটিকে বাক্যাংশঘটিত স্থাননামের উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যায়। এই রকম আর একটি নাম আছে—আধিভৌতিক : ‘হা-পানিয়া’। নামেই বোঝা যায় এ গ্রামে ক্রনিক জলকষ্ট।

বাঁকুড়া জেলার একটি গ্রামনাম—দুঃখের নয়, মজার—হল ‘বাঁদর-কোঁদা’। এ নামের উদ্দিষ্ট কুর্দনকারী জীব বাঁদর না মানুষ তা বোঝা শক্ত।

আগে আমি বলেছি যে কোন কোন গ্রামের নাম এসেছে সে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম থেকে। একটি নামে কিন্তু বিশেষ সংশয়ের অবকাশ আছে। খেপুত গ্রামের নাম, দেবী খেপাই। খেপুত মানে খেপা ছেলে, খেপাই মানে খেপা মা। গ্রামনামটি যদি প্রাচীনতর হয় (∠খেপা-পোঁতা, অর্থাৎ যে গ্রামে ধান রোয়া হয় না বীজ ছড়ানো হয়) তবে দেবীর নাম গ্রাম অনুসারে হতে পারে, কিন্তু দেবী যদি গ্রাম-বসতির চেয়ে পুরোনো হন তবে গ্রামের নাম দেবীর থেকে নেওয়াই সম্ভব। খেপুত : খেপাইয়ের প্রসঙ্গে ধাইগাঁ : ধাত্রীগ্রাম : ধার্য্যগ্রামের সমস্যা তোলা যেতে পারে। এই সমস্যাটি স্থাননামতত্ত্বের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কালনার উপরে নবদ্বীপের নীচে গঙ্গার অদূরে ধাইগাঁ—বর্ধমান জেলায়। সাধুভাষায় ও সাধারণ ব্যবহারে গ্রামটি ধাত্রীগ্রাম নামে এখন পরিচিত। প্রায় শ'খানেক বছর আগে সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় তাঁর ঐ জন্মস্থান সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "গৌড়ে কালনা সুরধনীতটে ধাইগাঁ গ্রাম জানো"। 'ধাত্রী' থেকে 'ধাই' শব্দ সরাসরি আসতে পারে না, যদিও শব্দ দুটি সমার্থক ও সমজ। 'ধাত্রী' এসেছে ধাতৃ শব্দে স্ত্রীলিঙ্গবাচক—ঈ প্রত্যয় যোগ করে। 'ধাতৃকা' উৎপন্ন হয়েছে ওই শব্দে প্রথমে স্বাথিক—'ক' পরে তার উপর স্ত্রীলিঙ্গ—'আ' প্রত্যয় দিয়ে। 'ধাতৃকা' শব্দ প্রাকৃতে হয়েছিল 'ধাইআ' তার পরে হয় 'ধাইঅ' তারপরে বাংলায় 'ধাই'। সুতরাং তদ্ভব 'ধাইগাঁ' নাম যদি তৎসম 'ধাত্রীগ্রাম' রূপ পায় তবে দোষের কিছু নেই। তবে লক্ষ্মণসেনের অনুশাসনে নামটি 'ধার্য্যগ্রাম' পাওয়া যাচ্ছে কেন? এই প্রশ্নে শব্দবিদ্যার সাহায্য নিলে, সহজেই সমাধান মিলে যায়। লক্ষ্মণসেনের সময়ে (দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ) সমসাময়িক ভাষায় স্থানটির নাম ছিল *"ধাইঅগাঁঅ"। শাসনপট্টলেখক পণ্ডিত নামটির প্রথম অংশ 'ধাইঅ' না লিখে—যেহেতু সংস্কৃতে 'আইঅ' তিন স্বর একসঙ্গে লেখা যায় না—প্রথমে খসড়া করেছিলেন নামটিকে সংস্কৃততুল্য রূপে "ধায্য", যেহেতু সংস্কৃতে কোন নামশব্দ 'য্য'-অন্তক নয়, তাই যে প্রবৃত্তির বশে সপ্তদশ শতাব্দীর লিপিকররা "বৃদ্ধ" না লিখে "বৃর্দ্ধ" লিখতেন হয়ত সেই প্রবৃত্তির বশেই, শাসনপট্ট-লেখক সেটিকে শেষে "ধার্য্য" করেছিলেন।

এ ধরনের আরও একটি সমস্যা আছে। সেটি আরও সাতশ' বছর আগেকার কথা। বর্ধমান জেলায় গলসীর কাছে দামোদর-ঘেঁসে 'গোগাঁ' আছে। সাধুভাষায় এই গ্রামটি 'গুহগ্রাম' নামে পরিচিত।

এই গ্রামের দেবী ভগবতী বহুকাল থেকে প্রসিদ্ধ। ষষ্ঠ শতাব্দীর তাম্রপট্টশাসনে গ্রামনামটি আছে ‘গোধগ্রাম’ বলে। ‘গুহগ্রাম’ নামটির ব্যুৎপত্তি অনুমান করলে দুটি সিদ্ধান্তে আসা যায়, (১) গুহ পদবী-ধারী ব্যক্তিপ্রধান গ্রাম, (২) কার্ত্তিকেয় দেবতার অধিষ্ঠিত গ্রাম। দেবী ভগবতীর অস্তিত্ব থেকে দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি গ্রহণীয় হয়। কিন্তু ‘গোধ’-এর সঙ্গে ‘গুহ’-এর সঙ্গতি হয় কিসে? ‘গোধগ্রাম’ না হয়ে যদি ‘গোধাগ্রাম’ হত তাহলে ভগবতী দেবীর সঙ্গে একটা যোগ পাওয়া যেত। অভয়া দুর্গা গোধাসনা,—এমন মূর্তি অনেক মিলেছে। কিন্তু তা তো নয়। সংস্কৃত ভাষায় ‘গোধ’ শব্দ মিলছে এক বিশেষ জাতির মানুষের নাম হিসেবে (মহাভারত ভীষ্ম পর্বে)। সে অর্থ এখানে খাটে।

॥ ১২ ॥

স্থাননামের এই যে আলোচনা করলুম শব্দবিদ্যার দৃষ্টিতে এমন আলোচনা দুচারটি নাম ছাড়া অভ্রান্ত নয়। শব্দবিদ্যা ছাড়া অন্য প্রমাণ, বিশেষ করে ঐতিহাসিক প্রমাণ, না হলে কোন নামকে অভ্রান্ত বলা চলবে না। যেমন দেখেছি গোর্গাঁয়ের বেলায়। নামটির শুদ্ধ রূপ ‘গুহগ্রাম’ অর্বাচীন অনুশাসনেও মিলেছে। ‘গুহগ্রাম’ থেকে ‘গোর্গাঁ’ এসেছে এ সিদ্ধান্ত শব্দবিদ্যায় সমর্থিত। অর্থের দিক দিয়ে অনুমান করলে বলতে হবে হয় (১) ‘গুহ’ নাম বা পদবীধারী গোষ্ঠীর গ্রাম, অথবা (২) গুহ (=কার্তিক) ঠাকুরের গ্রাম, অথবা (৩) গুহক চণ্ডালের

গ্রাম, নতুবা (৪) গোপন আশ্রয় গ্রাম। গোগাঁয়ে কোন গুহ পরিবার নেই, আগে ছিল কিনা জানবার উপায়ও নেই। ও গাঁয়ে কার্তিক ঠাকুর নেই, তবে দেবী ভগবতী আছেন অনেককাল থেকে। দেবীপুত্র যে মহাদেবী মাতার নাম হটিয়ে দিয়ে নিজের নাম জাহির করবেন তা ভাবা যায় না। উপরন্তু কার্তিক-পূজা আগেকার দিনে শুধু মেয়েলি গুহ্য ব্রতপার্বণেই নিবদ্ধ ছিল। লোকসমাজে তা প্রচলিত ছিল না। এ গাঁয়ে একদা চাঁড়ালের আধিপত্য ছিল কিনা জানি না, তবে রামায়ণের এই নামটি অত আগে গ্রামনাম রূপে গৃহীত হওয়া সম্ভব মনে হয় না। চতুর্থ ব্যুৎপত্তির বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। এই ছিল মল্ল-সারুলে গোপচন্দ্র-বিজয়সেনের অনুশাসন আবিষ্কার হবার আগেকার অবস্থা (১৯৩৪-৩৫)। অনুশাসনটিতে গোগাঁয়ের নাম পাওয়া গেল 'গোধগ্রাম'। শব্দবিদ্যা অনুসারে যে নাম খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ছিল 'গোধগ্রাম', তার সাত-আট শতাব্দী পরে 'গুহগ্রাম' হওয়া উচিত। নামটির মানে কী তা আগে বলেছি। এখানে শব্দবিদ্যা ও ইতিহাসের যুক্তদৃষ্টির বিচারে স্থাননামটির ব্যুৎপত্তি অভ্রান্ত বলে নেওয়া যায়। আরও একটা ভালো উদাহরণ মিলবে 'ধাইগাঁ'র আলোচনায়। শব্দবিদ্যায় যাঁদের কিছুমাত্র অধিকার আছে তাঁরা জানেন যে, শব্দবিদ্যার সূত্রের ব্যতিক্রম হয়ে থাকে সাদৃশ্যের ও লোকধারণার বশে। গ্রামনামের বিবর্তনে সাদৃশ্যের ও লোকব্যুৎপত্তির (folk etymology) প্রভাব বিন্দুমাত্র কম নয়। কিন্তু এই দুটি ব্যাপারই শব্দবিদ্যাবিদ্‌দের কাছে দুরূহ নয়। সাধারণ পাঠকেও তা সহজে উপলব্ধি করতে পারবেন।

লোক-ব্যুৎপত্তির প্রভাবে একটি অত্যন্ত সুপরিচিত স্থাননামের উৎপত্তির বিবরণ দিই। স্থাননামটি হল 'ত্রিবেণী', গঙ্গার সব চেয়ে

পূণ্যতীর্থ বলে খ্যাত পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। কিন্তু ‘ত্রিবেণী’ নামটি আধুনিক, উনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি পর্যন্ত নামটি ছিল “ত্রিপিনি”। নামটির প্রাচীনতর এবং যথার্থ রূপ পাওয়া যায় ছেলে-ভুলোনো ছড়ায় এবং সেকেলে বুড়োবুড়ীর মুখে,—“তিরপুনি”, মানে গঙ্গার পূণ্য তীর (< *তীর-পূণ্যিক)। কোন নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ড নয়, তবে গঙ্গার তীরখণ্ড—একদা যেখানে দামোদর গঙ্গার সঙ্গে মিশেছিল। ছড়ায় উক্ত “তির-পুনির ঘাটেতে বালি ঝিরঝির করে,”—এ গ্রামনাম নয়, তীরের বৃহৎ অংশের নাম।

‘তিরপুনি’ লিপিকরের হাতে “শুদ্ধ” হয়ে হল ‘ত্রিপিনি’ (বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল দ্রষ্টব্য)। তারপর পণ্ডিতের হাতে “বিশুদ্ধ” হয়ে হল “ত্রিবেণী”। প্রয়াগের সঙ্গে মিল দেখেই পণ্ডিতেরা এই শুদ্ধিকার্য করেছিলেন। প্রয়াগে দুটি নদীর মিলন, এখানে দুটি নদীর বিচ্ছেদ। দামোদরের স্মৃতি অনেকদিন বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তাই গঙ্গার প্রাচীনতর খাত সরস্বতী নদীকে দ্বিতীয় নদী কল্পনা করা হল। কিন্তু পণ্ডিতেরা এইখানেই থেমে রইলেন না। তাঁরা “ত্রি”-র সার্থকতার জন্যে তৃতীয় নদী কল্পনা করলেন। তা সে আজ পর্যন্ত কল্পনাই রয়ে গেছে। অবশ্য ক্যাপটেন পিটাভেলের মতে কাটা খাল কুন্তী নদীকে যমুনা ধরা যায়।

॥ ১৩ ॥

আধুনিক কালে—বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের আগে—কোনো দেশে স্থাননামের যথেচ্ছ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে তো নয়ই। ভারতবর্ষে রাজারা রাজধানীর নাম পালটাতেন না। প্রয়োজন হলে কাছাকাছি নূতন রাজধানী বসাতেন। আমাদের বাংলা দেশে গৌড় অঞ্চলে এর ভালো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

আমার অভিজ্ঞতায় ইউরোপে রাজধানীর নাম পরিবর্তন প্রথম দেখা গেল ১৯১২-১৩ সালের দিকে। নরওয়ে সুইডেন থেকে পৃথক হয়ে নিজেদের রাজধানী ক্রিশ্চিয়ানিয়ার (Christiania) নাম পরিবর্তন করে রাখলে ওসলো (Oslo)। এই নাম এখনও চলছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে রাশিয়া তাদের রাজধানীর নামে—সেন্ট্‌পিটার্সবুর্গ-এ (Saint Petersburg)—জার্মান ভাষার গন্ধ অনুভব করে পালটে দেয় পেট্রোগ্রাড (Petrograd) করে। এই নাম আবার সোভিয়েট বিপ্লবের পর বদলে হয়েছে, লেনিনগ্রাড (Leningrad)।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আমাদের দেশে কিছু কিছু বিদেশি নাম-যুক্ত স্থাননামের বদল হয়েছে। যেমন কর্নাটকে কোলারের কাছে একটা রেলওয়ে স্টেশনের নাম ছিল রবার্টসন-পেট। এখন সে নাম একেবারে বদলে গেছে। (কি হয়েছে তা মনে পড়ছে না।) খুব সম্প্রতি কলকাতায় রাস্তার নামের এমনি পরিবর্তন শুরু হয়েছে পোলিটিক্যাল কারণে। তাতে অনেক দেশি নাম বদলে বিদেশি হয়েছে।

কোথাও কোথাও আবার নামের সংস্কার হয়েছে। বারাণসী

নামটি কালক্রমে লোকমুখে বেনারস হয়েছিল। বাংলাতেও "বেনারসী শাড়ি" চলে গিয়েছে। ইংরেজ আমলে তাই এই স্থান ছিল বেনারস। এখন হয়েছে 'বারাণসী'।

॥ ১৪ ॥

প্রাচীন স্থাননামের কিছু আলোচনা উপক্রমে করেছি। এখন একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করছি।

বাংলাদেশের স্থাননামের উল্লেখ পাচ্ছি গুপ্ত আমলের ও তার পরবর্তীকালের ভূমিদান পত্র-শ্রেণীর অনুশাসন থেকে। তার আগে এ দেশে দুটি মাত্র প্রত্নলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে দুটি স্থাননাম আছে। সে কথা আগে বলেছি।

পশ্চিমবাংলার বাইরে অথচ নিকটস্থ স্থানের খুব প্রাচীন নাম যা ইতিহাসে ও পুরোনো সাহিত্যে পাওয়া যায় সে হল এই ক'টি,—পাটলিপুত্র, গিরিব্রজ, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী ও চম্পা। এই চারটি নাম আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, আমি পূর্বভারতীয় স্থাননামের যে ছক কেটেছি তার মধ্যে এগুলিকেও ফেলা যায়, যেমন ফেলা যায় এদেশের প্রাচীনতম প্রত্নলিপিতে প্রাপ্ত নাম দুটিকেও।

আমার নির্ধারিত ছক হল এই,

স্থাননাম দ্যোতনা ক'রে—হয় (১) উদ্ভিদ্ নাম (symbol), নয় (২) পরিবেশ বর্ণনা (environment), নয় (৩) ভূমিবিবরণ (topography), অথবা (৪) স্থানের গুণাগুণ (productivity)।

এখন দেখি দৃষ্টান্ত দিয়ে।

(১) উদ্ভিদ্ নাম (প্রতীক হিসেবে, অথবা বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য হিসেবে) : পাটলিপুত্র, চম্পা। পুষ্করণা।

(২) পরিবেশ বর্ণনা : গিরিব্রজ (=পাহাড়-ঘেরা গ্রাম)।

(৩) বিবরণ : রাজগৃহ (=রাজধানী)। পুডনগল (∠ পুটনগর)।

(৪) গুণাগুণ : শ্রাবস্তী। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে এই নামের কোন ব্যাখ্যা বা ব্যুৎপত্তি হয় না। এটির প্রাকৃত নাম ছিল ‘সাবত্থি’। সেই নামটির রূপ সংস্কৃত করতে গিয়ে বিকৃত হয়ে গেছে। যথার্থ সংস্কৃত রূপ হবে “স্বাবস্তি” (<সু+আ-বস্+-তি), মানে সুখের বসতি। যেমন আধুনিক গ্রামনাম ‘শুয়া-বসা’। (নামটি ‘সুখাবাস’ থেকে আসতে পারে। তা হলে শ্রাবস্তীর সমার্থক)।

গুপ্ত-আমলের অনুশাসনগুলি প্রায় সবই খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর। এতে দু-একটি করে স্থাননাম আছে। সে সবই উত্তর মধ্যবঙ্গের। ষষ্ঠ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গে, বর্ধমান জেলায়,—গোপচন্দ্র-বিজয়সেনের অনুশাসন পাই। এটিতে অন্তত তেরোটি স্থাননাম আছে, এবং সেগুলিতে বাংলা স্থাননামের বৈশিষ্ট্য প্রকট। যেমন, ‘বাটক’-অন্ত : কপিত্থবাটক, নির্বৃতবাটক, মধুবাটক, শাল্মলিবাটক। ‘জোটিকা’-অন্ত : খণ্ডজোটিকা। ‘গর্তা’ ‘গর্তিকা’-অন্ত : আম্রগর্তিকা, বেত্রগর্তা।

প্রাচীন বাংলা অক্ষরে লেখা কিছু বৌদ্ধ পুথির মধ্যে প্রাপ্ত ছবিতে (illustration) বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু দেবস্থানের গ্রামনাম পাওয়া গেছে। এসব পুথির লিপিকাল মোটামুটি একাদশ-দ্বাদশ-শতাব্দী বলা যেতে পারে। যেমন, বরেন্দ্রীতে—দেদ্দপুর (এই স্থাননামটি ধর্মপালদেবের মায়ের নাম অনুসারে—), রানা, হলদি। রাঢ়ে—কন্যারাম (—এটি স্থাননাম না হতেও পারে। অর্থ ‘ভিক্ষুণী

বিহার' ?), তাড়িহা (<তাড়িকঘাত, 'বাজনায় চাঁটি'), বৈত্ররনা। (=বেতবনক), রামজাত, লুতু (∠*লোপ্তৃক ?)। দণ্ডভুক্তিতে—যজ্ঞপিণ্ডি (=যজ্ঞপীঠ)। সমতটে—চম্পিতলা (তু° আধুনিক চাঁপাতলা), জয়তুঙ্গ। পুণ্ড্রবর্ধনে—তুলাক্ষেত্র।

আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রত্নলিপিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্থাননাম পাওয়া গেছে সিলেটের ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবদেবের তাম্রশাসনে (কাল আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ)। এই অনুশাসনে প্রাপ্ত স্থাননামের সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশি। সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার হল এই যে নামগুলি প্রায় সবই তদ্ভব অথবা অর্ধতৎসম রূপে মিলেছে। (তবে সব নামের পাঠ ঠিক ঠিক উদ্ধার করা গেছে বলে মনে হয় না।[1] কোন কোন নামে বাংলা বিভক্তির অস্তিত্ব অনুমান করা হয়েছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। অনেকগুলি নামের শেষে 'কে' আছে। এটি বাংলা বিভক্তি নয়, স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের পর সংস্কৃত বা বাংলা সপ্তমীর 'এ' বিভক্তি। যেমন, ইটাখালাকে, আমতলীকে, পরাকোণাকে, যোড়তিথাকে, ভোথিলহাটাকে, সলাচাপড়াকে, বেঙ্গুযুছড়ীকে, ইত্যাদি। এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে এ নামগুলি কোনটিই অ-কারান্ত নয়। এগুলিতে সরাসরি সংস্কৃত সপ্তমী বিভক্তি যোগ করলে নামের বিকৃতি হত। তাই 'ক' প্রত্যয় যোগ করে এ নামগুলিকে সব অ-কারান্ত জানানো হয়েছে। 'করগ্রামর' নামটিতে 'র' বাংলা ষষ্ঠী বিভক্তি মনে করা না যেতে পারে ("কর গামর হল ৫"), তবে সপ্তমী বিভক্তি মনে করা যায়।

নামগুলিতে বিশেষত্ব আছে। বাংলা স্থাননামের লক্ষণমণ্ডিতও

---

[1] এই আলোচনায় আমি শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত গুপ্তের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ('বাংলা গদ্য রচনার একটি প্রাচীন উদাহরণ') ব্যবহার করেছি।

বটে। যেমন, আখানিকুল (*অখানিত কুল্যা: 'যেখানে কুলি অর্থাৎ ছোট খাল কাটা হয়নি'); আখালিবাড়া; আড়ালকাঞ্জী (< + কাঞ্চী / কাঞ্জিকা, উদ্‌ভিদ বিশেষের নাম); আমতলী (<* আম্রতলিক); ইটাখালা (ইষ্টক + = ইট গাঁথা); য়িন্দায়িনগর (<*ইন্দ্রায়ী, = ইন্দ্রাণী ? +); কৈবাম (= কৈগাম ?); কউড়িয়া (*কপর্দিক); কাটাখাল; গুড়াবয়ী (< গুটক + বায়িক); শূখর (*সুখ + ঘর); গোঘাটা; গোসায়া: চেঙ্গচুয়াড়ী; জগাপাস্তর; জুড়ীগাঙ্গ (= গাঙ্গ ?); জোগাবনিয়া; বোড়াতিথা; দেগিগাম (*দীঘিকা + ?); দোহানিয়া; নড়কুটী; নবহাটী; "নাটয়ান গ্রামদ্বয়"; নাটীবসত; পড়স্বনি (?); পরাকোণা; পিথায়িনগর; ফোঙ্কানিয়া (?); বড়-গাম; বড়-সো (?); বর-পঞ্চাল; (= বড়-পঞ্চাল, অর্থাৎ পঞ্চবটী-যুক্ত); বরুণী; বান্দেগী গাম (দ্র° দেগি-গাম); বেন্নুর গাম; বোবা ছড়া; ভাটপাড়া (= আধুনিক ভাটেরা ?); ভাসন-টেঙ্গরী; ভোথিল-হাটা (= মাটি ভরাট করা স্থান হাট ? তু° ভোতা); মহুরাপুর (*মথুরা +); মাঙ্গলপাবী (= মঙ্গলপর্ব উপলক্ষ্যে প্রদত্ত স্থান বা গ্রাম ?); মূলী-কান্ধি (*মূলিক স্কন্ধিক); মেঘাপয়া; রাহড়া ("ভোগাড়ভুবাহাড়ান্তরে" = ভাগাড় তুরাহড়া উত্তরে ?); লঙ্গজোটী (?); সলাচাপড়া (*শল্লক 'Bignonia Indica' + চর্পটক); সাতকোপা (সপ্ত + কুপ্যক); হটবর (হট্টবট ?); ইত্যাদি।

নিম্নবঙ্গের (বা-দে) কোন কোন অঞ্চলে নামের দ্বিতীয় অংশে 'কাঠি' পাওয়া যায়। একাদশ শতাব্দী থেকে এর নিদর্শন মিলছে। যেমন, শ্রীচন্দ্রদেবের অনুশাসনে নেহকাষ্ঠি। বিশ্বরূপসেনদেবের অনুশাসনে উঞ্চোকাষ্ঠী, বীরকাষ্ঠী, পিঞ্চোকাষ্ঠী, ঘাঘরকাষ্ঠী।

॥ ১৫ ॥

আগেই বলেছি যে মুসলমান অধিকারের আগে এদেশে ব্যক্তিনাম অনুসারে স্থাননাম রাখার রেওয়াজ ছিল না। চতুর্দশ শতাব্দীর আগে দু-তিনটির বেশি এমন নাম পাইনি। এ তিনটি নাম হল দেদ্দপুর, রামাবতী ও লক্ষ্মণাবতী। শেষের নামটি সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আছে। কোন বাঙালী হিন্দুর লেখায় এ নাম মেলেনি। মিলেছে বাংলার বাইরের কিছু কিছু পুরোনো রচনায় আর মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখায়,—বিকৃতভাবে লখনৌতি। দেদ্দপুর যেমন বিশুদ্ধ ব্যক্তিনাম-নির্ভর, রামাবতী ও লক্ষ্মণাবতী তেমন নয়। এ নাম দুটি ব্যক্তিনির্ভর হলেও (—রামপাল ও লক্ষ্মণসেন—) পুরাণ-(রামকথা) নির্ভরও বটে।

চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবের ফলে হিন্দুরাও ব্যক্তিনাম ঘটিত স্থাননাম রাখতে থাকে। তবে এ নাম সবই দেবতার অথবা দেবকল্প মানুষের। যেমন, কৃষ্ণপুর (অনেক), গোবিন্দপুর (অনেক), চণ্ডীপুর, চৈতন্যপুর, জগন্নাথপুর, দামোদরপুর, দুর্গাপুর, নারায়ণপুর, বিষ্ণুপুর, যদুপুর, রামপুর, লক্ষ্মীপুর, শিবপুর, ইত্যাদি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে সাধারণ মানুষের নামও স্থাননামে দেখা দিতে থাকে। যেমন, ঘনশ্যামপুর, (< বর্ধমানের রাজা ?), জগৎবল্লভপুর (< বর্ধমানের রাজা ?), রাজবোলহাট (=রাজবল্লভহাট; বর্ধমানের রাজার দেওয়ান), তিলকচাঁদপুর (<বর্ধমানের রাজা), দেবীপুর (<দেবী সিংহ), দেবীবরপুর, উদয়নারায়ণপুর, প্রতাপপুর, বলরামবাটী, মণিরামপুর (একাধিক), ইত্যাদি। অত্যন্ত আধুনিক কালে এমন নামে নানা বিষয়ে উদ্যোগী পুরুষদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন,

জামসেদপুর, টাটানগর, চিত্তরঞ্জন, বাটানগর।

পদবী নিয়ে গড়া স্থাননামের একটি-দুটি পুরাতন দৃষ্টান্ত পেয়েছি। সিংহউর (<সিংহপুর), একাদশ শতাব্দী; চন্দ্রপুর (=চন্দ্ররাজাদের রাজধানী)। অনেক পরবর্তীকালে এমন নামের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে। যেমন, সেনপাহাড়ী, দাসপুর, পালিতপুর, মিত্রটিকুরী, পালপাড়া, দত্তপুকুর, মণ্ডলগ্রাম, সেনহাটী, গুপ্তিপাড়া ইত্যাদি।

॥ ১৬ ॥

এই নিবন্ধে যে স্থাননামগুলির আলোচনা করা হয়েছে সে সবের মধ্যে অতি সামান্য-সংখ্যক গ্রামের (বা স্থানের) নাম সম্বন্ধেই নির্ভরযোগ্য ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা গেছে। সে সব নামের আমরা প্রাচীনতর রূপ পেয়েছি। তবুও বলব এমন নামের ব্যুৎপত্তিও সর্বদা দ্বিধাহীন নয়। একটি দৃষ্টান্ত দিই। বর্ধমান জেলায় গলসী গ্রামের কাছে আদরা-হাটী গ্রাম আছে। এই গলসীর নিকটবর্তী মল্ল-(মোল্লা থেকে ?) সারুল গ্রামে প্রাপ্ত ষষ্ঠ শতাব্দীর তাম্রশাসনে 'অর্ধকরক' গ্রামের উল্লেখ পাওয়া গেছে। 'অধকরক' মানে যেখানকার খাজনা কমিয়ে দিয়ে অর্ধেক করা হয়েছে। 'অর্ধকরক' শব্দটি আধুনিক বাংলায় 'আদরা' হওয়া শব্দবিদ্যাসম্মত। খাজনা কমানোর ব্যাপারও কিছু অদ্ভুত নয়। আদরা নামে গ্রাম আরও আছে। কিন্তু 'আদরা-হাটী' গ্রামটির বেলায় এ ব্যুৎপত্তি এড়ানো যায়। যে হাটে জিনিসপত্রের দর করতে হয় না (=আ-দরা) অর্থাৎ খুব সস্তা, সে হাটের গ্রামের

নাম এই অনুসারে হতেও পারে।

যে নামের কোন প্রাচীনতর রূপ মেলেনি তার বেলায় ব্যুৎপত্তি-কল্পনায় উচ্চারণের ভিন্নতা বাদ সাধতে পারে। [র] আর [ড়] এই দুটি ধ্বনির মধ্যে গোলমাল অনেক অঞ্চলের উচ্চারণ-রীতিতে প্রকট। এই কারণে অনেক স্থাননামের মূল খুঁজতে গেলে কাজ বেড়ে যায়, ব্যুৎপত্তিও সন্দিগ্ধতর হয়। যেমন, ‘পাইকর (পাইকোর)’ আর ‘পাইকড় (কোড়কোড়)’। এখানে প্রথম উচ্চারণটি খাঁটি অর্থাৎ ঐতিহাসিক হলে ব্যুৎপত্তি ধরা যেতে পারে সংস্কৃত ‘পাদিক কর’, অর্থাৎ “সিকি-খাজনা”। (তুলনা করুন অর্ধকরক < আদরা।) আর যদি দ্বিতীয় উচ্চারণটি ঐতিহাসিক হয় তা হলে ব্যুৎপত্তি ধরা যায় অবহট্ঠ ‘পাইক্ক’ (অর্থাৎ পাইক) + সংস্কৃত ‘বট’। অর্থাৎ যে গ্রামে বট গাছের তলায় পাইকদের আড্ডা। তেমনি, বিজুর (বেজুর) < বীজপুর, বিন্ধ্যাপুর, বিজয়পুর, বিদ্যাপুব, বৈদ্যপুর : বিজুড় < বীজপুট, বিজয়কুট।

কখনো কখনো আবার [র] : [ড়]-এর সঙ্গে [ল]-এর ঘোঁট হয়েছে। এখানে প্রায়ই বুঝতে হবে যে নামটি প্রাচীন। প্রথমে ছিল ঔপভাষিক দ্বন্দ্ব [ড়] : [ল], তারপরে আসে [ড়]-এর বিকল্প উচ্চারণ [র]। যেমন, ইলসরা, ইলছোবা : ইড়কোনা : ইরকোনা। এখানে নামগুলির প্রথম অংশটি এসেছে সংস্কৃত ‘ইট’ থেকে। অবহট্টে শব্দটির দুটি ঔপভাষিক রূপ দাঁড়ায়,—ইড়, ইল। তারপরে ‘ইড’ থেকে হয় ‘ইর’।

যেখানে উচ্চারণে দ্বন্দ্ব বা দ্বিধা নেই সেখানে ব্যুৎপত্তি আনুমানিক হলেও নির্ভরযোগ্য। যেমন, পুড়শুড়ি < পুটশুণ্ডিক। মানে যে গাঁ চারদিক ঘেরা (‘পুট’) এবং সুড়ঙ্গের বা শুঁড়ের মতো (*শুণ্ডিক)।

দুটি স্বরধ্বনির মাঝে পড়ে কোন কোন ব্যঞ্জনধ্বনি অনেক কাল আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়। নামশব্দের মধ্যে স্বরধ্বনি অনেক সময় পরিবর্তিত হয়েছে, লুপ্ত হয়েছে। স্বর-ব্যঞ্জনের এই লোপ ও বিকৃতির ফলে স্থাননামের মূল রূপ নির্ণয় করা অত্যন্ত আনুমানিক ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে। কিছু দৃষ্টান্ত দিই।

দিয়াড়া < ১. দেববাটক (=দেবতার স্থান); ২. দেবক-বটক (=দেবতার অধিষ্ঠান বটবৃক্ষ; ৩. দৈবক-বট (=যে বটগাছ থেকে দৈববাণী হয়); ৪. দ্বীপবাটক (=দ্বীপময় স্থান); ৫. *দিতপাটক (=দেওয়া পাড়া); ৬. দীপকপাটক (=উজ্জ্বল পাড়া); ৭. দীর্ঘকবটক (=উঁচু বট গাছ); ইত্যাদি।

বেলুড় < ১. বিল্বকুট (কুট=গৃহ, দুর্গ); ২. বিল্বকূট (কূট=শৃঙ্গ, উচ্চ স্থান); ৩. বিল্বকুণ্ড (কুণ্ড=ছোট বনের মতো); ৪. বিল্ব-উট (উট=দীর্ঘ ঘাস); ইত্যাদি।

কইয়ড < ১. কপি-কট (কপি=একাধিক উদ্‌ভিদের নাম; কট=আগাছা); ২. কপি-বট; ৩. কপি-বাট্; ৪. কপি-কুট; ৫. কপি-কূট; ইত্যাদি।

বায়ড়া < ১. বায়-বাটক (বায়=তাঁত বোনা); ২. বাহ-বটক (বাহ=বটের ঝুরি); ৩. বাত-অর্ধক (বাত=বায়ু; অর্ধক=আড়, আড়াল); ৪. বায়-পাটক; ৫. বিভীতক (=বয়ড়া); ইত্যাদি।

আমতা (আমোতা) < ১. আম্রপত্র; ২. আম্রপুত্রক

(পুত্রক=চারা) ; ৩. *আম্রবর্তক (=আমসত্ত্ব) ; ৪. আম্র-উপ্তক (উপ্ত=আজালো) ; ৫. অম্লপত্রক ; ইত্যাদি।

॥ ১৭ ॥

আলোচনার শেষে একটু ইতিহাসের দিকে মুখ ফেরাই।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বলে গেছেন যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের গাঁই নেই, গোত্র আছে। একথা মুকুন্দের সময়ে সত্য ছিল, এখন সর্বাংশে সত্য নয়। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যেও "গাঁই" অর্থাৎ গ্রামঘটিত পদবী দেখা দিয়েছে। যেমন, ভাদুড়ী (<ভদ্রবট+-ইক)।

কিন্তু রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের পদবী সবই গ্রামঘটিত নয়। অধিকাংশ "গাঞী" নামই গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক-বিরহিত। যথার্থ গাঁই-পদবী হল চম্পটি (< চম্পাহিট্টি), চোতখণ্ডী (< চৈত্রখণ্ড), কেশরকুনি (< কেশরকোণ), ইত্যাদি। বাঁড়ুজ্জে মুখুজ্জে চাটুজ্জে—এগুলি গ্রামনাম থেকে আসেনি। যে ব্রাহ্মণ মহাপণ্ডিত রাজসভায় হাতির ঘেরায় সোনার ঘড়ায় করে ঢালা জলের অভিষেক দ্বারা সংবর্ধিত হতেন তিনি "গজঘটা-বন্দ্যঘটীয়" বলে বিখ্যাত হতেন। এই বাক্যাংশটির সংক্ষিপ্ত রূপ হল 'বন্দিঘাটি'। এটি পদবীরূপে গৃহীত হয়েছিল। 'বন্দিঘাটির' বিকৃত রূপ 'বাঁড়রি'। তাতে 'জী' (<জীব) যোগ করে হল বাঁড়রজি >বাঁড়ুজ্জে, ইংরেজীতে Banerji। তেমনি যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পরিব্রাজকের মতো ছিলেন তাঁরা খ্যাতি পেয়েছিলেন

“চাটবৃত্তি” বলে। এর থেকেই ‘চাট্‌তি’—এই পদবীর উৎপত্তি। চাটুতি +জী > চাটুজ্জে। ‘মুখুজ্জে’ এসেছে প্রাচীনতর ‘মুখুটি’ থেকে। এ নামটির উৎপত্তি সম্ভবতঃ “মুখ্যভট্ট” (অর্থাৎ প্রধান পুরাণ-পাঠক) থেকে। গাঙ্গুলি এসেছে ‘গঙ্গাকুলিক’ থেকে, যাঁরা গঙ্গার ধারে বাস করতেন। এটা স্থান-সম্পর্কিত নাম বটে কিন্তু কোন নির্দিষ্ট স্থাননাম নয়। তেমনি ‘ঘোষাল’ (< ঘোষপাল), যাঁরা গোচরভূমির কাছে বাস করেন। এটাও নির্দিষ্ট স্থাননাম নয়।

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা হয়ত অনেকে বঙ্গভূমির বাইরে থেকে আমদানি হয়েছিলেন। গোড়ার দিকে তাঁরা রাজসভাশ্রিত ছিলেন। স্থায়ী বসতির আবশ্যক হয়নি। পরে অবশ্য হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা তো ভূমিজীবী ছিলেন না, ছিলেন বিদ্যাজীবী ও শাস্ত্রজীবী। তাই মাটি কামড়ে বসতে দেরি হয়েছিল তাঁদের। তবে যেখানে বসেছিলেন সেখানে খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ নামকোশ

সংকেত।

একটি অক্ষর জেলার নাম। যেমন, ব=বর্ধমান, বাঁ=বাঁকুড়া, হু=হুগলী, চ=চব্বিশ পরগণা, বী=বীরভূম, ইত্যাদি।

বা-দে=বাংলা দেশ।

অব=অবহট্‌ঠ। আধু°=আধুনিক। দ্র=দ্রষ্টব্য।

প্রা=প্রাকৃত। শ=শতাব্দী। স=সংস্কৃত।

তারকাচিহ্ন আনুমানিক মূল শব্দ বোঝায়।

স্থাননাম-কোশ

অজিকুলা (পাটক-নাম)। ১২ শ, বিশ্বরূপসেন।

অট্টহাসগড্ডিআ (=অট্টহাস শিবের নিভৃত স্থান, অথবা কুণ্ড)। ১২ শ, বল্লালসেন।

অঠপাগ। ১৩ শ, বিশ্বরূপসেন।

অধঃপত্তন (মণ্ডল-নাম, পৌণ্ড্রবর্ধনে) (=পত্তনের ভাটিতে ?)। ১২ শ, ভোজবর্মা।

অবসিন (=যে গাঁয়ে বসতি নেই) < স অ-বাসিন্-।

অম্বল-গ্রাম। দ্র° অম্বয়িল্লা।

অম্বয়িল্লা<আম্রবিল্বক। ১২ শ, বল্লালসেন। আধু° অম্বল গ্রাম। (তারকচন্দ্র রায় প্রদর্শিত)।

অরুই < স অ-রোপিত ভূমি। (=যেখানে ধান রোয়া হয় না।)

অর্ধকরক (তৎসম) (=যে স্থানের খাজনা আর্ধেক কম।) ৬ শ, বিজয়সেন। দ্র আদরা, আদরাহাটী।

অষ্টগচ্ছ। ১১ শ, ভোজবর্মা। আধু° আটগেছে ?

আউয়ারি <স *আবার-উপকারিকা (=নিভৃত কাজের ঘর)। দ্র উয়ারি।

আউহাগড্ডিআ<স *অ-গোধ+গর্তিক। (=যে নিভৃত স্থান দুর্গ নয়।) ১২ শ, বল্লালসেন।

আওসা < স অ-তুষ + -ক। (= যেখানে ধানে তুষ বেশি হয় না।) গর্বোক্তি।

আকুই < ইক্ষুভূমি ? অর্ক (Calotropis Gigantea)-ভূমি ? বাঁ।

আকুনি < স ইক্ষুবন + -ইক। হু।

আখড়াশাল < স অক্ষবাট-শালা। (= যে গাঁয়ে আখড়াঘর আছে)।

আখালিকুল (= যেখানে কাটা খাল নেই, কুলি আছে।) ১১-১২ শ, গোবিন্দকেশব।

আখালিছড়া। ১১-১২ শ, গোবিন্দকেশব।

আখিনা, আখনে (< স অক্ষীণক। (= যে গাঁ শস্যহীন নয়)। ব। নম্রোক্তি।

আগিনা, আগনে (< *অগ্রগণ্যিক। (= যে গাঁ এগিয়ে আছে।) গর্বোক্তি।

আটিসরা (= যে অঞ্চলে খুব আটিশর আছে।) আটিশর কবিকঙ্কণে আগাছা বলে উল্লিখিত।

আড়বালিয়া, -বেলে (= ১. যেখানে বালির বাঁধ আছে ; অথবা ২. যেখানে আড় ও বেলে মাছ বেশ পাওয়া যায়।) চ।

আড়ংঘাটা (= যেখানে নদী-ঘাটে বড়ো আড়ং আছে।) অষ্টাদশ শতাব্দী।

আড়রা দ্র আরড়া।

আড়া (= উচ্চ আশ্রয় স্থান) < *অর্ধক।

আড়াল-কান্ধী। ১১-১২ শ, গোবিন্দকেশব।

আড়িয়াদহ, আঁড়িয়াদহ > এঁড়েদ(!) (= যে গ্রামের কাছে

নদীর দয়ে আগাছা প্রচুর। <স*আটিক+দহ।

আড়ুই (=বৃক্ষ বিশেষ)। তু° আড়য়ী (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। অথবা < বাংলা আড়+ভুঁই। ব।

আতাই-হাট (=আথাই+,=যেখানে হাটের নির্দিষ্ট স্থান নেই) < অস্থায়ী+ ।

আতুসা (=যেখানে ধানে তুষ বেশি হয় না।) <অ- +তুষ+-ক।

আদ্‌রা (=যে গাঁয়ে কর অর্ধেক মকুপ করা হয়েছে) <অর্ধকরক। ষষ্ঠ শতাব্দী। ব।

আদানবন্ধ (=যে গাঁয়ের শুল্কের দায় নেই) <অ-দান+বন্ধ।

আনগুনা,-গুনো (=যে গাঁয়ে 'আঙ্গনা' গাছ আছে)। এ গাছের উল্লেখ আছে কবিকঙ্কণে।

আনশুনা (=যে গাঁয়ে টানাটানির সংসার?)। <অন্ন-শূন্য+ক।

আনুখাল (=যে গাঁ থেকে কেউ উৎখাত হয় না?) <*অন্+উৎখাত+-ল।

আন্দুড় দ্র° আন্দুল। <অন্ধকূট,=অন্ধকার নিবাস?

আন্দুল (=যে গাঁয়ে অন্নের অপ্রতুলতা নেই (??) <অন্ন+বাংলা ডোল ("বড় পাত্র")। অথবা প্রচুর-অর্থ 'আণ্ডিল' শব্দের সঙ্গে যোগ থাকতে পারে। আণ্ডিল=অঢেল।

আবুঝহাটি (=যে গ্রামে হালকা ধরণের হাট আছে) <অ- +বাংলা বোঝা+ ।

আমড়া (যে গ্রামে আমড়া অথবা আম ও বট গাছ আছে) <আম্রাতক, অথবা আম্রবট+-ক। ব।

আমতলী <আম্র+তল+-ইক। ১১-১২ শ, গোবিন্দকেশব।

আমতা (=যে গ্রামে প্রচুর আম গাছ আছে) <স*আম্রবর্ত। ক।

আমদই (=টকদই) <অম্লদধি। বাঁ।

আমলালা (?) দ্র° আমনান।

আমরসি <আম্ররস+-ইক। বাঁ।

আমনান (=শান্তিপূর্ণ জায়গীর) <আরবী আমন্ 'শান্তি'+ ফারসী নান 'পেন্‌সন্‌-স্থানীয় জায়গীর'। অথবা <আম্র+ ।

আমলহাড়া (=হাড় টক) <স*অম্ল+হড্ডক। ষোড়শ শতাব্দী নামটি কাল্পনিক হওয়া সম্ভব।

আমাড় <আম্রবাট।

আমারুন (=যে গ্রামে নেড়া অথবা ষাঁড়া আম গাছ আছে) <আম্র+রুণ্ড। অথবা, আম্রারণ্য 'আমবন'।

আমিলা, আমলে (=যে গাঁয়ে আম ও বেল গাছ আছে) < অম্বয়িল্লা (দ্বাদশ শতাব্দী) <আম্র+বিল্ব+-ক।

আমুল <অমূল্য। গর্বসূচক।

আম্বষণ্ডিকা। (মণ্ডল-নাম)=আধু° *আমসাড়া। ৮-৯ শ, ধর্মপাল।

আম্বুয়া (যে গাঁয়ে খুব আম গাছ আছে) <আম্রক। ষোড়শ শতাব্দী। অধুনা অম্বিকা। ব।

আম্রগর্তিকা। ষষ্ঠ শতাব্দী। আধুনিক *আমগড়ে।

আরগন (=অন্য পথের গাঁ) <অপর+গমন।

আরড়া (=যে গাঁয়ে ঝুরিনামা বটগাছ আছে) <আরোহ+ বট+-ক। মে।

আরতি (=যে গাঁয়ে রাত কাটানো সুখের) <আরাত্রিক।

আরনা (=জংলা) <আরণ্যক।

আরা (=আশ্রয় স্থান) <*আবরক। 'আড়া' নামের বিকৃত

রূপও হতে পারে।

আরাণ্ডি <আরাম+ডিহি ? আড়ং ডিহি ?। হু।

অর্জুনা (=যেখানে অর্জুন গাছ আছে) <অর্জুন+-ক।

আলকুসা (=যে গাঁয়ে খুব আলকুশি জাতীয় বিছুটি গাছ আছে) <*আলকুশ-বাসক।

আলা (=যে গাঁয়ে বেগার দিতে হয়) <আকুল+-ক।

আলাটি (=সুখের স্থান) <*আল-ক+বর্তিক। হু।

আলিয়া (=আল দিয়ে ঘেরা) <*আল+-ইক।

আলুটি দ্র° আলাটি।

আসকরণ <অশ্বকর্ণ (Vatica Robusta)।

আসনবনি (=আসন গাছের বনের পাশে) <আসন (Terminalia Tomentosa)+-ইক।

আসনসোল (=আসন গাছ ঘেরা সোঁতার ধারে) <আসন (Terminalia Tomentosa)+বাংলা সোল (প্রতিশব্দ জোল)।

আসিন্দা (=যে গাঁয়ে নতুন বসতি হয়েছে) <স*আবসন্তিক ('বাসিন্দা' শব্দের প্রভাবে)।

আস্‌থাই,-তাই। নামটির তিনটি ব্যুৎপত্তি ও অর্থ সম্ভব। (১) <অশ্বত্থ-আর্যিকা (অশ্বত্থ গাছের তলায় ষষ্ঠী দেবী); (২) <অস্থায়ী (=পাকা বসত নয়); (৩) <স্থায়ী (= (=পাকা বসত), অ-কার নিয়র্থ উপসর্গ।

আস্থুড়ি, আস্থুড়িয়া <*অশ্বত্থবটিক।

আহিরা (=ভবঘুরের গাঁ) <আহিণ্ডক। অথবা 'আভীরদের গ্রাম', <আভীরক।

আঁইআ (=যে গাঁয়ে মুসলমানের বাস নেই) <বাংলা আ+ মিঞা ?

আঁবুয়া দ্র° আম্বুয়া। ১৭ শ।

ইকড়া, ইখড়া (=কাঁটা খোঁচা আগাছা বেষ্টিত গাঁ)। ইকড়ার উল্লেখ কবিকঙ্কণে আছে।

ইছাবাছা (=স্বচ্ছন্দবাসের গাঁ) <ইচ্ছা+বাঞ্ছা।

ইছেরিয়া দ্র° ইছাবাছা।

ইটাখালা <ইষ্টক+খল্লক। ১১-১২ শ, গোবিন্দকেশব।

ইটটা (=ইষ্ট ভিটের গাঁ) <ইষ্টা+*অধিষ্ঠ+-ক।

ইটাচুনা (=যে গাঁয়ে অনেক ইট চুনের বাড়ি; অথবা, যেখানে অনেক ইটের টুকরো আছে) <ইষ্টচূর্ণক।

ইটারু (=প্রতিষ্ঠিত গাছ?)<ইষ্ট+রোপিত, রোহিতক (Andesonia Rohiteka)।

ইটিণ্ডা (=ইটের কুণ্ড? পবিত্র কুণ্ড?) < বাংলা ইট (অথবা স ইষ্টক)+কুণ্ডক।

ইড়কোনা (=যে গাঁয়ের কোণে আগাছা আছে, অথবা যে গাঁয়ে আগাছা ও কর্ণক গাছ আছে) <ইট+কর্ণক+ -ক। ব।

ইদিলপুর (=যে গাঁয়ের লোকে গোরু ইত্যাদি পশু দিয়ে ছালায় বোঝা বয়) <আরবী ইদ্‌ল্‌+সংস্কৃত পুর)। ব।

ইন্‌দা <ইন্দ্র (Wrightia Antidysenterica; কুটজ)+ বাংলা দহ। বাঁ।

ইন্দাস, ইঁদেস ∠ইন্দ্রাবাস অথবা, নিদ্রাবাস।
য়িন্দায়িনগর। ১১-১২ শ, গোবিন্দকেশব।

ইন্দুটি (=যে গাঁয়ে ইন্দ্রের কোষ্ঠাগার অর্থাৎ বড়ো ইঁদারা আছে) <ইন্দ্রকোষ্ঠ+-ইক।

ইন্দ্রানী। দ্র° ইন্দ্রাবনী।

ইন্দ্রাবনী <ইন্দ্র+অবনী।

ইনছুরা (=ইঁচুড়া) (=যেখানে এঁচড় হয় খুব ?)

ইলছোবা (=যে গাঁয়ে আগাছার ঝাড় আছে) <ইট+ক্ষুপ+-ক। হু।

ইলসরা (=যে গাঁয়ে আগাছা ও শর গাছ প্রচুর আছে) <ইট+শর+-ক। ব।

ইসনা (=যে গাঁয়ে আগাছা ও শণ গাছ প্রচুর আছে) <ইট+শণ+-ক।

উকতা (=যে গাঁ নদী থেকে উঠেছে) <উৎক্ষিপ্ত+-ক।

উখড়া দ্র° ওকড়া।

উখরিদ (=কেনা মহল) <ফারসী ব-খরীদ।

উচকরণ <স*উচ্চ+কর্ণ (=উঁচু কর্ণকগাছ)। দ্র° আসকরণ। বী।

উচানল (উচালনের পাঠভেদ) (=যে গাঁয়ের কাছে উঁচু নল-খাগড়ার বন আছে) <উচ্চক+নল।

উচালন (=যে গাঁয়ের কাছে শালগাছের ডাঙ্গায় বন আছে ?) <স*উচ্ছাল-বন।

উচ্ছাল। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী।

উজনা (=বাগানের মতো সুদৃশ্য ও ফলবান্) <উদ্যান+-ক।

উজানি <উদ্যান+-ইক।

উঞ্চোকাষ্ঠী। <*উঞ্ছ+কাষ্ঠিক। ১৩শ, বিশ্বরূপসেন। (=কুড়িয়ে

আনা কুটো কাটা)।

উঠরা (= উন্নয়ন ও স্থিতিশীল ?) ∠ * উৎস্থাবর।

উড়া (= যে গাঁয়ের ঘর ঘাসের ছাউনি) < উট + -ক।

উতরা (= ভালো ?) < উত্তম-ঘর ?

উদ্‌গড়া (= যে গাঁয়ের গ’ড়েতে উদ্‌বেরাল আছে) < উদ্র + গর্তক।

উদং < উদ্রঙ্গ (শুল্ক সংগ্রহ স্থান) ? হা।

উনাত (= যে গাঁয়ে রেশম বোনা হয়) < *উর্ণাবপ্ত।

উনিয়া (+ তাতারপুর) (= যে গাঁয়ে রেশমের সূতা হয়) < *ঔর্ণিক (+ তন্তুকারপুর)।

উপলতি < উৎপল-পত্রিক ? গ্রামটি খুব পুরোনো হওয়া সম্ভব।

উপ্যালিকা (= উপ্‌পলিকা) < উৎপল + -ইকা। ১১ শ, ভোজবর্মা।

উয়াড়ি < (১) উর্ণাবাটিক (যেখানে রেশম হয়) ; (২) উয়ারি দ্র°।

উয়ারি (১) (= যে গ্রামে কাছারি থাকে) < উপকারিকা। (২) (= যে গ্রাম নদীর ধারে উঁচুতে অবস্থিত) < *অবতারিক। দ্র° উঁয়াড়ি।

উরা (চতুরকের নাম। ১৩ শ, কেশবসেন।

উর‍্যামা < *ঔড্র-আম্রক ? বাঁ।

উলকুণ্ডা (= উলুবন)।

উলা,উলো (= যে গাঁয়ের কাছে উলুবন আছে) < উড়ুক, উলুক।

উলিয়ান < উলু-ধান্য ? সিংভূম।

উলেড়া (= যে গাঁয়ের চারদিকে উলুর বেড়া) < *উলুবাটক। তু° উলুবেড়িয়া।

এওড়া (= যে গাঁয়ে বটগাছের তলায় ষষ্ঠীর থান আছে) < অবিধবা + বট + -ক।

একচাকা (=এক চক্করের গাঁ।) ∠ এক + চক্রক। ষোড়শ শতাব্দী।

একডালা (=যে গাঁ একবার ডাল ভেঙ্গে মাথায় দিয়েই পার হওয়া যায়, ছোট গাঁ) ∠ এক + ডাল + -ক।

একডালিয়া। 'একডালা' নামের চলিত রূপ 'একডেলে' থেকে সংস্কৃতায়িত।

একলখি ∠ এক + বৃক্ষ + -ইক।

এগরা, এগেরা (=যে গাঁয়ে একটি বাড়ি আছে) ∠ একবাট + -ক, অথবা একগৃহ + -ক। ব, মে।

এড়াল (=যে গাঁয়ে ভেড়িওলা আছে ?) ∠ এডুকপাল। ব।

এডুআয়, এড়োর (=যে গাঁয়ে কাছারি বাড়ি পরিত্যক্ত হয়েছে ?) ∠ বাংলা এড় + উয়ারি (∠ উপকারিকা 'বৈঠকখানা, জমিদারের কাছারি')।

এন্টালি (∠ ইন্টালি) (=যে গাঁয়ে ইটের টুকরোর ছড়াছড়ি, অথবা যেখানের মাটি এঁটেল)। < বাংলা ইটাল।

ওকড়সা (=যে গাঁয়ের ধারে উঁচু কাঁটা ঝাড়ের বন আছে) ∠ উৎকট + বাস + -ক। তু° ওকড়া।

ওকড়া। আগাছা বিশেষ। কবিকঙ্কণে উল্লিখিত।

ওডগাঁ < ওড্র গ্রাম, অথবা উড়ি ধানের গ্রাম।

ওন্ডাল < অবনী (Ficus Heterophylis) + বাংলা ডাল। ব।

ওন্দা (=যে গাঁয়ের মাটি সরস) ∠ উদ্র ('আর্দ্র' অর্থে) + -ক। অথবা, যেখানে দয়ের ধারে অবনী (Ficus Heterophylis) গাছ আছে।

ওয়াড়ি। দ্র° উঁয়ারি, উঁয়াড়ি, ওয়ারিয়া।

ওয়ারিয়া ∠ *অবতারিকা, অথবা *উপকারিকা + -আ। দ্র° উঁয়ারি, উঁয়াড়ি।

কইকালা (= কইখালা ?) (= যেখানে খালে কই মাছ মিলে।) ∠ কবয়ী + *খল্লক। হু। তু° কইখালি, বা-দে।

কইচর (= যে গাঁয়ে কই মাছ চরে বেড়ায় অর্থাৎ প্রচুর হয়) ∠ কবয়ী + চর। ব।

কইতাড়া (= যে গাঁ কয়েত গাছে ঘেরা)। ∠ কপিস্থ-বাটক ষষ্ঠ শতাব্দী। ব।

কইজুলি (= যেখানে জোলে খুব কই মাছ পাওয়া যায়)। বী।

কইথন (= যে গাঁয়ে প্রচুর কয়েত গাছ আছে) ∠ কপিত্থবন।

কইয়ড় (= যে গাঁয়ে বিশেষ জাতের বটগাছ আছে) ∠ *কপিবট।

কউড়িয়া ∠ কপর্দিক। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

কচুজোড় (= যে গ্রামের সোঁতায় প্রচুর কচু হয়) ∠ কচ্বী + *জোটক। বী।

কড়িদা (-ধা) / কড্‌ঙে (= যে গাঁয়ের কাছে কড়িদহ আছে) ∠ বাংলা কড়িদহ। বী।

কড়ুই (= যে গাঁয়ে কড়ুই গাছ আছে) ∠ কটভী (Cardiospermum Halicacabum), অথবা কটুকী (এ নামে অনেক গাছ আছে)। অন্য মানেও হতে পারে। দ্র° করুই। ব।

কদম্বা (= যে গ্রামে কদম গাছ আছে। ∠ কদম্বক।

কন্যারাম। (= ভিক্ষুণী-বিহার) দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

কপিস্থবাটক। ষষ্ঠ শতাব্দী। দ্র° কইতাড়া।

কয়া (= যে গাঁয়ে প্রচুর বুনো খেজুর গাছ আছে) ∠ কোক + -ক।

অথবা, জলে এক প্রকার ছেলে খেলা ("কয়া"—ষোড়শ শতাব্দী)।

করকট্যা (=যে গাঁয়ে কাঁকুড় বা লম্বা লাউ প্রচুর ফলে) ∠ কর্কট + -ইক। বাঁ।

করকোনা (=কড় + কর্ণক) (=যে গাঁয়ে কর্ণক ও লম্বা ঘাসের ঝাড় আছে) ∠ কট + কর্ণক + -ক। ব।

করটিয়া (=যে গাঁ বাড়ে নি) ∠ বাংলা করাটিয়া 'খর্বকায়, বাড় নেই যার' (Houghton)।

করজনা (=যে গাঁয়ে প্রচুর করঞ্জ গাছ আছে) ∠ করঞ্জ বন + -ক। ব।

করঞ্জ। বৃক্ষনাম। ১২শ। বরেন্দ্রী।

করন্দা (=যে গাঁয়ে প্রচুর করন্দা গাছ আছে) ∠ করমর্দ + -ক।

করুই (=যে গাঁয়ে অনেক ধানের মরাই বা গোলা আছে) ∠ বাংলা করুই 'ধানের গোলা' (Houghton)। দ্র° কড়ুই। ব।

করুরি ∠ বাংলা করুই + বাড়ি ? হু।

কর্ণ-সুবর্ণ। ষষ্ঠ শতাব্দী।

কলগাঁ ∠ কলিগ্রাম (=যে গ্রামে বিবাদ লেগেই আছে)। ব।

কলসকাঠী ∠ কলস + *কর্তিক। (=যেখানে প্রচুর সুতো কাটা হয়)। কলস=দ্রোণ। বা-দে।

কলসা (=যে গাঁয়ে প্রচুর কলস হয় ?) ∠ কলস + -ক।

কলাছড়া (=যে গাঁয়ে প্রচুর কলা গাছ আছে)।

কলিকাতা ∠ ফারসী 'কলি' (='গোঁয়ার, গুণ্ডা, বদমাইস') + আরবী 'কত্তা' (বহুবচন শব্দ, মানে 'দস্যু, নরঘাতক')।

কলিঙ্গ (=যেখানে কলিঙ্গ অর্থাৎ উড়িষ্যা দেশের লোক থাকে) <কলিঙ্গ+-ক।

কাইগাঁ (=যে গ্রামের লোক খেটে খায়?)<কায়িক-গ্রাম। ব।

কাইতি (=কায়স্থ প্রধান গাঁ)∠কায়স্থ+-ইক। ব।

কাকিনাড়া (=যেখানে কাংনি দানা ও নল জন্মায়।) ∠কঙ্ক+নড়ক। চ।

কাটাখাল। ১২-১৩শ, গোবিন্দকেশব।

কাটোয়াঁ (কাঁটোয়া), কাটোয়া<*কর্ত+বায়ন। (=যেখানে সুতো কাটা ও কাপড় বোনা হয়।) ব।

কান্টিয়া (=কাঁটা গাছে ভরতি)<কণ্টক+-ইক।

কাদড়া, কাঁদড়া (=যে স্থানে নদী পরিত্যক্ত দহ আছে) <কবন্ধ+-ট-ক।

কান্দি, কাঁদি<কবন্ধ+-ইক। দ্র° কান্দড়া। মু।

কানাজুলি (=যে গ্রামের সোঁতা বা জোল নিরুদ্ধপথ।) <কাণ (+ক)+জোটিক।

কানোড়া (=যে গাঁয়ে কর্ণক ও বটগাছ আছে?)<*কর্ণ বট+-ক।

কান্তিজোঙ্গ। দ্বাদশ শতাব্দী; বল্লালসেন। গাঁই-নাম।

কাপসা<কল্পবাস (=উপযুক্ত বাসস্থান)।

কান্তিপুর। দ্বাদশ শতাব্দী। লক্ষ্মণসেন।

কাপসিট (=যেখানে প্রত্যেক ভিটে-সংলগ্ন কাপাসবাড়ি আছে) <বাংলা কাপাস+ভিটা।

কাপসোড় (=যে অঞ্চলে কাপাস হয়?)<*কার্পাস-বর্ত।

কাপিষ্ঠা দ্র° কাপসিট।

কামনাপীণ্ডিয়া। ১৩ শ, দামোদরসেন।

কামনাড়া (=যে গাঁয়ে কর্মিষ্ঠ ব্যক্তির বাস)<*কর্মণ্য-বাটক ?

কামারপুকুর (=যে গাঁয়ের কেন্দ্র হল কামারদের পুকুর।) হু।

কামারগড়ে। দ্র° কামারপুকুর।

কামারহাটি (যে গাঁয়ে কামারদের হাট বসে)। ব।

কায়বাতি (=খুব ছোট গ্রাম)<আরবী ক'বৎ (qa'bat) 'ছোট বাক্স'।

কাড়ালা, কারালা (=যে গাঁয়ে নৌকার মাঝি থাকে)<বাংলা কাণ্ড+সংস্কৃত পাল।

কালনা (=ছোট ভালো জায়গা)<কল্যাণক।

কালিয়া (=যে গাঁয়ে কালিয়া গাছ আছে)<কালেয়ক (এক প্রকার সুগন্ধি বৃক্ষ)।

কালুই (=যে গাঁয়ের মাটি কালো)<বাংলা কাল+ভূমি।

কাশিয়াড়া (=যে গাঁ কাশঝাড়ে বেষ্টিত)<*কাশিকবাট+-ক।

কাষ্টকুড়ুম্বা<*কর্ত+কুটুম্বক। (=যে গাঁয়ে বড়ো বড়ো গৃহস্থ সুতো কাটে!) ব।

কাসুন্দিয়া,-ন্দে (=যেখানে কাসুন্দে গাছ খুব আছে)<কাসমর্দ +-ইক।

কাষ্ঠশালী ∠ *কাট্টশাড়ি। (=যেখানে শাড়ির জন্যে সুতো কাটা হয়।) ব।

কাঁকটে (=যে অঞ্চলে প্রচুর উড়ি ধান হয়। ∠ কঙ্কাবর্ত+ -ইক।

কাঁকসা (=যে অঞ্চলে সারস পাখি বাসা বাঁধে) ∠ *কঙ্কাবাস +-ক। ব।

কাঁকিনাড়া (=যে অঞ্চলে কাংনি দানা ও নল প্রচুর হয়) ∠ *কঙ্ক নট+-ক।

কাঁকি (=যেখানে সারস পাখি আসে) ∠ কঙ্ক+-ইক। ব।

কাঁকিলা < কঙ্কবিলক। বাঁ।

কাঁকুড়িয়া,-ড়ে (=যেখানে কাংনি দানার ভূমি আছে) ∠ কঙ্ককুণ্ড +-ইক

কাঁকুরে (=যেখানে মাটি কঙ্করময়) ∠ *কঙ্করিক।

কাঁকুলিয়া দ্র° কাঁকুড়িয়া।

কাঁড়ারিয়া (=যেখানে কর্ণধার নাবিকরা থাকে; অথবা তাঁবু যারা করে তারা থাকে?) ∠ কাণ্ডধার+-ইক+-আ; অথবা কাণ্ডাগার+-ইক+-আ।

কাঁথড়া (=যে গাঁয়ে ভাঙা বাড়ি খুব আছে) ∠ *কন্থাবাট+-ক।

কাঁদড়া দ্র° কান্দড়া।

কাঁদরসোনা ∠ কানর-সোনা ∠ কর্ণ-সুবর্ণ? ব।

কাঁসড়া (∠ কাসড়া?) (=যে গাঁয়ের চার দিকে কাশের বাড় আছে?) ∠ কাশবাটক।

কিরনাহার ∠ কিরনা+আহার? যে গাঁয়ের জমি থেকে খাজনার ধান কেটে নেওয়া হত তাকে বলত 'আহার'। 'আহার' অংশটি কখনো কখনো আগে থাকে। যেমন, 'আহার-বেলমা'।

কুআড়া ∠ কুযব (কূযব)-বাটক। 'কুযব' একরকম দানা। অথবা, বাংলা কু+আড়া। ব।

কুকরা (=যে গাঁয়ে 'কুক্কুর' গাছ আছে) ∠ কুক্কুর+-ক

(Blumea Lacera) ।

কুচুট (∠ *কুঁচুট ?) (= যে অঞ্চলে কোঁচ পাখির বাসা ?) ∠ ক্রৌঞ্চাবর্ত ? অথবা, যেখানে খুচরো হাট আছে ∠ ক্ষুদ্র-হট্ট । ব ।

কুজবটী । একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী । ∠ কুজবট- ?

কুটুম্বরা (?) । দ্বাদশ শতাব্দী । বল্লালসেন ।

কুড়মিঠা (= মিষ্টান্নের কুণ্ড ?) ∠ কুণ্ড + মিষ্টক । বী ।

কুড়মুন (= যেখানে প্রচুর বুনো ঘাস) ∠ কুটুম্ব-বন । ব ।

কুড়ুম্বমা ∠ কুটুম্ব-আম্র ? ১২ শ, বল্লালসেন ।

কুড়ুম্বা দ্র° কুড়মুন, কাষ্ঠকুড়ুম্বা । ∠ কুটুম্ব + -ক ।

কুড়ুলি (= কাঠুরের গাঁ ?) ∠ কুঠার + -ইক ।

কুড়ুকতুবা ∠ ক্রোটক (‘গাছ বিশেষ’) + - + স্তূপক ?

কুতরুকি । গাছ ও ফলের নাম থেকে ?

কুমারহট্ট দ্র° কামারহাটি । (ষোড়শ শতাব্দী) । চ ।

কুমিরকোলা (= যেখানে নদীর কোলে কুমির আছে) । ব ।

কুমিরমোড়া (= যেখানে নদীর মোড়ে কুমির আছে ?) ।

কুমুরসা (= যে গাঁয়ে কুমোরের বাস আছে) ∠ কুম্ভকার-(আ) বাস + -ক ।

কুয়াড়া দ্র° কুআড়া ।

কুলকি (= কুলপি ?) দ্র° কুলপি ।

কুলটি ∠ কুলিটা (আগাছা বিশেষ) । কবিকঙ্কণ । ব, হু ।

কুলপি (= যে স্থান কুলুপের মতো আঁটা) ∠ আরবী কুল্‌ফ্‌ । চ ।

কুলিয়া ∠ কুলি (= যে গাঁ কুলস্থান) । ∠ কুল + -ইক + -আ ।

কুলুট ∠ কুলকোষ্ঠ ।

কুলুন (=যে গাঁয়ে খুব কুলগাছ আছে) ∠ কোলিবন।

কুসমা (=যে গাঁয়ে কুসুম ফুলের চাষ হয়) ∠ কুসুম্ভ+-ক।

কুষ্টিয়া ∠ *কুশ-অধিষ্ঠিক? বা-দে।

কুস্‌শিমুল ∠ কুটশাল্মলী (বৃক্ষ বিশেষ)। ব।

কুঁচেকোল (=যে গাঁয়ের নদীর কোলে কুঁচে মাছ পাওয়া যায়)। বাঁ।

কেওগুড়ি (=যে গাঁয়ে কেয়া ঝাড় প্রচুর আছে) ∠ *কেতক-বৃন্দক।

কেওটাড়া ∠ কৈবর্ত-বাটক (বা পাটক)।

কেচুনিয়া (=যে গাঁয়ে 'কাছনিক' অর্থাৎ নট আছে?) ∠ বাংলা কাছনি ('সাজ করা')+-ই। তু° কেচুয়া 'অপরের বেশধারী, ভণ্ড' (Carey)।

কেজা, কেজে ∠ *কাথিক? দ্র° কেঁজে। ব।

কেতঙ্গপাল্লা ("পল্লিকা") "গ্রাম" নাম। ১৩শ, দামোদরদের।

কেলুড়া (=যেখানে কেঁদ আর বট জড়াজড়ি করে আছে) ∠ কেন্দুবট+-ক।

কেন্দুবিল্ব দ্বাদশ শতাব্দী।

কেন্‌না (=যে গাঁয়ে অনেক কেঁদ গাছ্‌ আছে?) ∠ কেন্দু+-ক।

কেঁড়িলি (=যে গাঁয়ে অনেক কর্ণধার আছে?) ∠ *কাণ্ডিকপাল+-ইক। দ্র° কাড়ালা।

কেলুট্‌ ∠ কেলিকোষ্ঠ?

কেলে দ্র° কালিয়া।

কেলেমাল ∠ কালুয়া মল্ল, =কালুবীর। মে।

কেলেটি ∠ কালিকাকোষ্ঠ+-ইক?

কেলেদই ∠ কালিয়দহ + -ইক। হু।

কেঁউট্যা (= কৈবর্তের গ্রাম) ∠ কৈবর্ত + -ইক + -আ। তু° প্রাচীন বাংলা কেবট্টিক।

কেঁচো (= যেখানে রাস্তা কাঁচা, অথবা যেখানে কেঁচো আছে।) ∠ কৃত্যক, অথবা কিঞ্চ(লূ)ক।

কেঁজে ('কেজে'-র পাঠান্তর) ∠ *কাঞ্জিক (= যেখানে খুব আমানি খায়)?

কোটশিমুল (= যে 'শিমূল' গাঁয়ে কোট অর্থাৎ দুর্গ আছে; অথবা কূটশাল্মলী গাছ আছে) ∠ *কোষ্ঠ-শিম্বল; *কুটশিম্বল।

কোজলসা ∠ কুঞ্জর (= অশ্বত্থ, Ficus religicsa) + আবাস?

কোটা ∠ কোষ্ঠক 'দুর্গের মতো বাড়ি'। ব।

কোড্‌ডবীর (= 'ক্রোড়'গাছের জঙ্গল)। ষষ্ঠ শতাব্দী।

কোতরং (= যেখানে ছোটরকম আড়ং আছে) ∠ ফারসী কোতাহ্ ('ছোট') + বাংলা আড়ং।

কোদালে (= যেখানে মাটিকাটা লোকের বাস) ∠ কুদ্দাল + -ইক। দ্র° কুড়ুলি।

কোনা (= যে গাঁ কোন প্রসিদ্ধ স্থানের কোণে অবস্থিত) ∠ কোণক। অথবা, যেখানে কর্ণক গাছ (Cassia Fistula) আছে।

কোন্নগর (= যে গ্রাম ডানকুনি বিলের কোণে)। দ্র° কোনা।

কোপা (= যে গাঁ দীর্ঘ ও সংকীর্ণ বাঁশের চোঙার মতো। ∠ কুপ্যক ('লম্বা বোতল, কুপি')।

কোরা (= যেখানে সুগন্ধি গাছ কোর—নামান্তর কক্কোলক—আছে) ∠ কোর + -ক। অথবা, সংকীর্ণ স্থান। ∠ কূপগৃহক।

কোলকোল। পৃ ১০ দ্রষ্টব্য। ব।

কোলা (=যে গ্রাম নদীর কোলে অবস্থিত)।

কোলে (=যেখানে "কৌলিক"দের বাস।) ∠ কৌলিক।

কৌড়ী (=দরিদ্র গ্রাম ?)<কপর্দিক।

কৌশাম্বী ∠ কোশ-আম্র+-ইক। ১১শ, ভোজবর্মা। আধুনিক কুসুম্বা (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)।

ক্রৌঞ্চশ্বভ্র। (=কোঁচ বকের ডোবা।) ৮-৯শ, ধর্মপাল।

খটঙ্গা (=খাটনগাঁ, যে গাঁয়ের লোকেরা সব খাটে)। দ্র° খাটুনদি।

খড়দহ, খডদা (=যেখানে দয়ে আগাছা ঘাস হয়) ∠ খট+বাংলা দহ।

খড়ার (=খড়াড় ?) ∠ খট+-ক ('আগাছা')+বাট।

খড়ারি, খড়াড়ি, খরারি ∠ খট+বাটিক।

খড়পপুর, খলপপুর। প্রথমাংশ, দ্রষ্টব্য খড়িঅপ। ষোড়শ শতাব্দী।

খড়িঅপ,-আপ, খড়প (=যে গাঁয়ে আগাছা জন্মায় বেশি) ∠ *খটিক-কল্প। দ্র° গুড়াপ।

খড়িনান (=আগাছাময় ভাঙা—জায়গীর) ∠ খটিক+ফারসী নান। দ্র পৃ ২০-২১।

খণ্ডজোটিকা। ষষ্ঠ শতাব্দী। দ্র° খাঁড়জুলি।

খণ্ডল। ১১শ, ভোজবর্মা।

খন্যান, খন্নেন ∠ খট+ফারসী নান ? দ্র° পৃ ২০-২১।

খয়রা (=যেখানে খয়ের গাছ আছে, অথবা যেখানে খয়রা জাতির বাস। ∠ *খদিরক।

খয়রাশোল (=যে গাঁয়ের সোঁতার ধারে খয়ের গাছ আছে)। দ্র° আসানসোল।

খরসোন্তী ∠ খর + *স্রবন্তিক। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

খয়েরবুনি (=যে গাঁয়ের কাছে খয়ের গাছের জঙ্গল আছে) <*খদির + বনিক। বাঁ।

খলিসাখালি (=যেখানে খালে খলসে মাছ পাওয়া যায়।) বা-দে।

খলিসানি, খলসিনি (=যেখানে নদীতে বা পুকুরে খলসে মাছ পাওয়া যায় ?) <*খল্লিশ + পানীয়।

খাগড়া। এক প্রকার শক্ত আগাছা। কবিকঙ্কণে উল্লিখিত। ∠ খড়্গ + -ক।

খাজুনান (=যে ভাতা—জায়গীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিতে দেওয়া) ∠ ফারসী খাজ + নান।

খাটুনদি দ্র° খটঙ্গা। শেষ অংশ—ফারসী দিহি, দিহ।

খাড়ী (বিষয়-নাম, গঙ্গার পূর্বতীর)। দ্র° পশ্চিমখাটিকা। ১২শ, বিজয়সেন।

খাণ্ডয়িল্লা < খণ্ড-বিল্ব = বিল্ব খণ্ড ? ১২ শ, বল্লালসেন। আধুনিক খাঁড়ুলিয়া (তারক নাথ রায়)।

খাতড়া (=যে গ্রাম খাদে বেষ্টিত) ∠ *খাতবাটক। অথবা, = খেতড়া < ক্ষেত্রবাটক।

খানড়া (=যে গ্রাম খানায় বেষ্টিত) ∠ *খানবাটক।

খানাকুল (=যেখানে খানা কেটে কুলি দিয়ে জল যায়) <* খানক + কুল্যা। হু।

খানুয়া ∠ *খানক। দ্র° খানো। ব।

খানো। পূর্বে দ্র° পৃ ৮।

তখনকার লিপিপদ্ধতি অনুসারে বোঝান হয় যে ষ্টেশন

নামটি লেখা হয়েছিল Canu (=Khano, Khana) Junction। পরবর্তীকালে লিপিপদ্ধতি অনুসারে [u] হয়ে গিয়েছিল [a], আর সেই মতো নামটি হয় খানা জংশন।

খাঁটুল < *খট্টকুল। (=বাটপাড়ের স্থান)?

খাঁড়ঘোষ। খণ্ডঘোষ (=মানে, গোচর ভূমির টুকরো) আধু° তদ্‌ভব রূপ (ষোড়শ শতাব্দী)। ব।

খাঁড়জুলি < খণ্ডজোটিকা। (=জোলের খণ্ড)। দ্র° খণ্ড-জোটিকা।

খাঁড়ো (=যে গাঁ মিছরি বা ক্ষীরের ডেলার মতো) < খণ্ডক। ব।

খুজুটি-পাড়া। প্রথম অংশ সম্ভবত < *ক্ষুদ্র-হট্টিক ‘খুচরো হাট’।

খুদকুঁড়া (=যে গ্রামে যৎকিঞ্চিৎ ফসল হয়)। বিনয়োক্তি।

খুরুট / ক্ষুদ্রহট্ট ?

খুদরুন (=খুদও যেখানে পর্যাপ্ত নয়।) বিনয়োক্তি। পূর্বে দ্র° পৃ ২৪।

খুলনা < ক্ষুদ্র নৌকা ?

খেয়াই। দ্র° পৃ ৩০।

খেড়ুয়া (=যে স্থানে ভূমিতে খড় বেশি হয়) ∠ খেট + -ক।

খেতিয়া (=যে গ্রামে সবই চাষ-ভূমি) < ক্ষেত্র + -ইক + -আ। ব।

খেতুরে (=চাষীদের গাঁ ?) < ক্ষেত্রকর + -ইক। হু!

খেপুত। দ্রষ্টব্য পৃ ৩০। মে।

খেঁওতা (=যে গ্রাম ব্যক্তিগত ভাতা হিসাবে দেওয়া) ∠ ক্ষেমপাত্র + -ক।

খোলা (=যে গাঁ অথবা গাঁয়ের অবস্থান উন্মুক্ত ভূমিতে)। কয়েকটি নামে দ্বিতীয় অংশ রূপেও দেখা যায়। যেমন, হরিণ-খোলা, হাটখোলা।

গইতানপুর দ্র° গোতান।

গঙ্গাজলঘাটি। দ্র° পৃ ৬।

গড়গড়া<গগড় (আগাছা বিশেষ, কবিকঙ্কণ)।

গড়ম্বা (=যেখানে প্রচুর তরমুজ হয়?) তু° গরুম্বা 'তরমুজ' (Houghton)।

গড়গড়িয়া। দ্র° গড়গড়া। বাঁ।

গড়বেতা (=যে গাঁয়ে বেতঝাড় ঘেরা গড় আছে, অথবা যে গাঁ বেতঝাড় ঘেরা গড়)। <বাংলা গড়+বেত্রক। তু° বেতা, বেতাই।

গড়িয়া, গ'ড়ে (=গড়ানে ভুঁই; যে গাঁ ডোবার মতো)। < প্রাকৃত *গড্ডিক।

গণ্ডী-স্থিরা-পাটক। দ্বাদশ শতাব্দী, লক্ষ্মণসেন।

গনকুল (=যেখানে সরু খাল পথের কাজ করে) < গমন+কুল্যা।

গন্তার (=গন-তাড়?) (তাড় গাছ যেখানে পথরেখা নির্দেশ করছে)<গমন+তাড়।

গয়নগর। ১২ শ, লক্ষ্মণসেন।

গরলগাছা < বাংলা গরল (=লম্বা ঘাসের তাড়া)+ । হু।

গলসী (=যে গাঁয়ের কাছে ঠগীরা গলায় ফাঁস দিয়ে লোক মারত) <গলপাশ+-ইক। বর্ধমান জেলার এই গ্রাম উনবিংশ শতাব্দীতে ঠগী ফাঁসুড়েদের আড্ডা ছিল। এখানে

পুরোনো ইঁদারা থেকে অনেক নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল।

গলাতুন। শেষ অংশ < উর্ণা ? দ্র° পাতুন।

গহমি (=যেখানে গম চাষ হয় ?) < গোধূমভূমি + -ইক।

গাংনা (=যেখানে গাঙে নৌকা চলে ?) ∠ গঙ্গা + নাবা।

গাংটে, গাঙ্গুটে ∠ গঙ্গাবাট + -ইক।

গামারিয়া (=যে গাঁয়ে গাম্ভারি গাছ আছে। সিংভূম।

গামিন্যা (=যে গ্রাম গ্রামমুখ্যকে দেওয়া ?) < গ্রামনী + -ক।

গারুলিয়া (-ড়ু-) ∠ গারুড়িক (=রোজার গাঁ)। চ।

গাল্লিটিপ্পক (বিষয়-নাম)। ১০-১১ শ, ঈশ্বরঘোষ।

গুইর (=গোপন, আশ্রয় স্থান) < অবহট্ট গুহির। অথবা, < গোপিটক ('দুধের কেঁড়ে')। ব।

গুটি (=ছোট গাঁ ?)। ∠ *গোটিক ?

গুড়াবয়ী < গুটক + বায়িক ? ১১-১২ শ, গোবিন্দকেশব।

গুড়াপ (=যে স্থানে প্রচুর গুড় তৈরি হয়) ∠ গুড়কল্প।

গুনর < *গুণ-ঘর। দ্র° গুণৈঘর।

গুণৈঘর দ্র° গুণৈকাগ্রহার। বা-দে।

গুণৈকাগ্রহার (ষষ্ঠ শতাব্দী)। বা-দে।

গুণ্ডীদাপনিআ। ১২ শ, লক্ষ্মণসেন।

গুণ্ডীস্থিরাপাটক। ১২ শ, লক্ষ্মণসেন।

গুম্মো (=যেখানে পুকুরে অথবা আশেপাশে প্রচুর গুল্ম হয়) < গুল্ম + -ক।

গুলিটা (=যে গাঁয়ে গোলা অথবা গোয়াল ও ভিটে একস্থানে দেখা যায় ?) < বাংলা গোলা + ভিটা।

গুল্মগন্ধিকা (পঞ্চম শতাব্দী ?)

গুস্‌করা ∠ গুস্কারা (নদী নাম)। ষোড়শ শতাব্দী।

গুস্‌তে < ঘোষ + স্থিতক ?

গুহগ্রাম দ্র° গোর্গা।

গেঁওখালি (= যে খাল গ্রামের মধ্য দিয়ে গেছে।)

গেঁড়াই (= যে গাঁয়ে খর্বাকার দেবীর অধিষ্ঠান আছে)। ∠ বাংলা গেঁড়া + আই (আর্যিকা)। পূর্বে দ্র° পৃ ১৩।

গোইতানপুর দ্র° গইতানপুর।

গোর্গা (= গোপন শরণস্থান) ∠ গোধগ্রাম (ষষ্ঠ শতাব্দী) ∠ গোহগ্রাম (পরবর্তীকালে।) < গুহগ্রাম (আধুনিক কালে, সংস্কৃতায়িত রূপ)।

গোঘাট ∠ গো + ঘট্ট। তু° গাইঘাট। ১১-১২ শ, গোবিন্দকেশব (সিলেট)। আধুনিক, হু।

গোতান (= যে গ্রাম নিরিবিলি আশ্রয় ?) ∠ *গোধত্রাণ : ব।

গোতাসিয়া (= যে গ্রাম গোত্রের আবাস) < *গোত্রাবাসিক। (ষোড়শ শতাব্দী)।

গোতিষ্ঠা, -দি-(= যে গাঁয়ে গোত্রের ইষ্টদেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন ?) ∠ *গোত্রেষ্ট + -ক।

গোদা (= যে গাঁয়ে জেলের বাস ?) < গোদ্রব ‘জাল’ + -ক। ব।

গোদাগাড়ি (= যে গেড়েতে মাছ ধরা হয়) < গোদ্রব + *গর্তিক। দ্র° গোদা।

গোদা-পিয়াশাল। দ্র° গোদা, পিয়াশাল। মে।

গোধগ্রাম (ষষ্ঠ শতাব্দী) দ্র° গোর্গা।

গোর্গা < গোধগ্রাম।

গোবরা < গোপ-*ঘরক।

গোবিন্দকাটি < + *কার্তিক (=জঙ্গল কেটে বসত ?)। চ।

গোমো দ্র° গুমো।

গোয়াই ∠ গোপার্ষিকা ?

গোয়াড়ি < গোপবাটিক।

গোয়াস ∠ গোপাবাস।

গোরুটি (=যে গাঁয়ে গোরুর হাট আছে ?) ∠ গোরূপ-হট্ট+-ইক।

গোঁদল-পাড়া। প্রথম অংশ ∠ বাংলা গন্ধ-ভাদাল। হু।

ঘরকুড়া < *ঘর + কুটীক।

ঘরগোয়াল (=যে গাঁয়ে ঘরের সঙ্গে গোয়াল থাকে) ∠ গৃহ + গোশালা।

ঘাঘরকাষ্ঠী। ১৩ শ. বিশ্বরূপসেন। (=যেখানে ঘর ঘর শব্দে সুতো কাটা হয় ?)।

ঘাটাল ∠ ঘট্টপাল (নদী ঘাটের শুল্ক-আদায়কারী)। মে।

ঘুরসে < (=ঢাকা বাসস্থান)।

ঘুষিক < ঘোষবাসিক ?

ঘুষ্ট্যা, ঘুষ্টে ∠ ঘোষ + স্থিতিক ?

ঘেঁচো (=যেখানে কচু জাতীয় ঘেঁচু প্রচুর জন্মায়। < *ঘেঞ্চু = ঘেঞ্চুলিকা, ঘেঞ্চুলী (Arum Orixense)।

ঘোলদা (=যে স্থানে দয়ের জল ঘোলা ?)।

ঘোলা (=যেখানে নদীর বা পুকুরের জল ঘোলা ?)।

ঘোলে দ্র° ঘোলা।

ঘোষ (=গোচারণ ভূমি)।

ঘোষলা ∠ *ঘোষপালক। (ঘোষ = গোচরভূমি, গোপভূমি।)

চক্‌-খনজাদি (=চক্‌খান্‌জাদি)=সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির (ফারসী খানজাদ) ভূমি যা অপর মৌজায় ভুক্ত হয়েছে ('চক')। 'চক্‌' সর্বদাই আগে বসে। যেমন, চকদীঘি, চকচন্দা, ইত্যাদি।

চড়স্পশা-পাটক। ১২শ, লক্ষ্মণসেন।

চট্টগ্রাম (=পথিকদের গাঁ)। প্রথম অংশ<*চর্ত। দ্র″ চাটগাঁ।

চণ্ডগ্রাম। ৫শ।

চম্পিতলা। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী।

চাকদা (=যেখানে দয়ে ঘূর্ণি আছে)<স চক্র+বাংলা দহ।

চাকাটা<চক্রাবর্তক।

চাগ্রাম (=যে গ্রামে সর্বদা সবাই প্রার্থী)। প্রথম অংশ 'চাতক' ?

চাটগাঁ, চাটিগ্রাম (ষোড়শ শতাব্দী)। দ্র° চট্টগ্রাম।

চাতরা<চত্বর+-ক।

চাণ্ডিল<চণ্ড+-বিল। বিহার।

চাণ্ডুল<চণ্ডাল, অথবা চাণ্ডাল, অথবা *চণ্ডকুল। দ্র° খাঁটুল, ভণ্ডুল।

চানক (=যে গাঁ সজাগ, হুঁসিয়ার)। তু° অচানক 'অজানতে'।

চান্না ∠ চন্দন+-ক ?

চাপড়া<চর্পট।

চাপাড়<বাংলা চাপা+বাড় ?

চামট (=যেখানে মাটি শক্ত ?)<চর্ম-পট্ট।

চাঁদয়া<চন্দ্রাতপ+-ক।

চাঁহুড়, চান্হুড়<চন্দ্রকূট, চন্দ্রপুট ?

চাঁপতা<চম্পকবর্তক ?

চাঁপদানি (=চাঁপা-ফুলদানি)<বাংলা চাঁপা+ফারসী দানি।

চাঁপারুই (=যেখানে চাঁপা ও রুই গাছ আছে)। চম্পক+ রোহিত (Andersonia Rohitika)। অথবা, রোপিত চাঁপা গাছ।

চিতলে<চিত্রল ('চেতল মাছ')+-ইক।

চিনাকুড়ি (=কাংনিদানার কুড় আছে যেখানে)<বাংলা চিনা +স কুণ্ড+-ইক।

চিনামোর (=-মোড়) (=যেখানে রাস্তার মোড় খুব পরিচিত ?)

চুরুলিয়া ∠ *চতুর্বিম্ব+-ইক ? দ্র° রোল, তিরোল, পাঁচরোল।

চিঁচুড়া দ্র° চুঁচুড়া।

চুনগাড়ি (=চুনের ডোবা) ∠ চূর্ণ+গর্তিক।

চুপী (=নীরব, শান্ত ; অথবা পরিত্যক্ত ছোবড়া।)

চুঁচুড়া (=যেখানে চেঁচুড়া ঘাস খুব জন্মায়)<*চিঞ্চটক। ইংরেজী প্রতিনামে (Chinsura) পুরানো উচ্চারণ ('চিঁচুড়া') বজায় আছে।

চেঙ্গচ্চুড়ী। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

চেতলা দ্র° চিতলে।

চেঁচাই (=যেখানে তেতুলতলায় গ্রামদেবী আছেন।) ∠ চিঞ্চা-আযিকা।

চেঁচুড়ি দ্র° চুঁচুড়া।

চ্যাংডোবা (=যেখানে ডোবায় চ্যাং মাছ পাওয়া যায়)।

চৌকান (=যে গাঁ চৌকনো)<চতুঃ+কর্ণ।

চোতখণ্ড (=যেখানে ভালো চৈতি ফসল হয়) ∠ চৈত্রখণ্ড।

চোরপুনি (=যে গাঁয়ে খুব চোরকাঁটা গাছ আছে) ∠ চোর+ *পুণ্য+-ইক।

চোরমাসি ∠ চতুর্মাসিক ?

ছাতনা ∠ সপ্তপর্ণক। (=যেখানে বিশিষ্ট ছাতিম গাছ আছে।) বাঁ।

ছান্দড় < *ছন্দ-বট। (=যেখানে ঝুরিনামানো বট গাছ আছে)। বাঁ।

ছিলিণ্ডা ∠ শীলভাণ্ডক ?

ছিনুই < ক্ষীণভূমি। হীনোক্তি। ব।

ছেলুয়া (=যে গাঁয়ে ছালা ছালা ধান হয় ?)

ছোট্‌কর (=যে গাঁয়ের খাজনা কমানো হয়েছে)। দ্র° আদরা, বড়াকর।

জউগাঁ ∠ যৌতুক-গ্রাম। (=যে গাঁ বিয়ের দানরূপে প্রাপ্ত।) ব। মহাভারত কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক টেনে অনেকে মনে করেন যে নামটি 'জতুগ্রাম' থেকে এসেছে।

জগাছা < যব + । হু।

জড়িখ্যা ∠ *জটিক-বিষয়ক (=জঙ্গলময় স্থান।)

জনতা < অব *জন্নঅত্তঅ < স যজ্ঞপাত্রক। (=ব্রাহ্মণ পুরোহিতের গ্রাম ?)। বাঁ।

জনাই ∠ *জনমাতৃকা ? *যজ্ঞপাত্রিক ?। হু।

জপসা ∠ *জল্পাবাস (=গল্পগাছার স্থান।) বা-দে।

জবজবি। দ্র°। পৃ ১১।

জয়জাহড়া। ১৩শ, বিশ্বরূপসেন।

জয়তুঙ্গ। ১২-১৩শ।

জরুল। দ্র° জারুল।

জলসোথী ∠ *জলস্রবন্তিক। (=যেখানে জল গড়িয়ে যায়।)।

১১শ, বল্লালসেন। এবং আধু°।

জসর (যশোর) < যব + শর (= যেখানে যবও হয় শরও হয়)। হু ; বা-দে।

জসোড়া ∠ যশঃ-ভাণ্ডক। (= যশস্বী ব্যক্তির গ্রাম।)

জাকড়া ∠ যক্ষ-বটক। (= যে গাঁয়ে বটবৃক্ষে যক্ষ অধিষ্ঠিত।)

জাগুলিয়া, জাগুলে < জাঙ্গলিক। (= যে গাঁয়ে জাঙ্গলী অর্থাৎ মনসার অধিষ্ঠান আছে, অথবা জাঙ্গলিকের অর্থাৎ সাপে-কাটা রোজার বাস আছে।) চ।

জাঙ্গীপাড়া। প্রথম অংশ সম্ভবত ফারসী 'জঙ্গী' অর্থাৎ যোদ্ধা থেকে।

জাড়গাঁ ∠ জাড্য + গ্রাম। (= যে গাঁয়ের লোক অলস-প্রকৃতি।) হীনতাবোধক।

জাড়া < *জাড্যক। দ্র° জাড়গাঁ।

জানকুলি ∠ যান + কুল্যা। (= যেখানে খালে নৌকা চলে।)

জামকুড়ি ∠ *জম্বুকুণ্ডিক।

জামদাড়া < *জম্বুদণ্ডিক। (= যেখানে জামগাছ সারির মধ্য দিয়ে সোজা রাস্তা চলে গেছে।

জামনা ∠ জম্বুবনক। ব।

জামাড় < জম্বুবাট।

জামুই ∠ জম্বুভূমি।

জাম্বিরবনা < *জম্বীরবনক। দ্র° ঝোড়ো।

জারুল ∠ জাটলি (Bignonia Suaveolens) বৃক্ষ।

জারুলিয়া < *জাটলিক। দ্র° জারুল।

জাহের < আরবী জাহির 'সমুজ্জ্বল, দীপ্তিমান'। হু।

জিন্নুট < জীর্ণকোষ্ঠ।

জিয়লগড়া < *জীবিতল + গর্তক। (= যে ছোটপুকুরে মাছ জিইয়ে রাখা হয়। অথবা, যে গেড়ের কাছে জিয়ল গাছ ('কূটশাল্মলি') আছে)।

জিয়াড়া < জীবক (Terminalia tomentosa) + বাটক। ব।

জিরাট < বাংলা জিরান + হাট (= দীর্ঘপথের হাটুরেরা যেখানে বিশ্রাম করে এবং কিছু বেসাতি হয়।) হু, চ।

জুজুটি ∠ প্রা, জুজ্ঝ-হট্টিঅ ∴ স *যুদ্ধহট্টিক ? (= যেখানে হাটে মারামারি হয়।) ব।

জুড়ীগাঙ্গ < *জোটিকা + গঙ্গা। ১১-১২ শ, গোবিন্দকেশব।

জুবিলা, জুবলে < যোগবিলক। (= যেখানে দুটি বিলের সংযোগ হয়েছে।) অথবা, ∠ যোগবিল্বক। (= যেখানে দুটি জোড়া বেল গাছ আছে।) ব।

জেজুর ∠ জয়জয়-পুর।

জোগাবনিয়া। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

জোকনা। গাছের বা আগাছার নাম। কবিকঙ্কণে আছে।

জোড়সা (= যে স্থান জোলের কাছে) < *জোড়-আবাসক।

যোড়াতিথা। ১১-১১ শ, গোবিন্দকেশব।

জোড়ুর (= জোড়া গাঁ ?) < বাংলা ছোড় (া) + স পুর।

ঝাকড়দা, ঝাঁ-(= যেখানে দয়ে খুব আগাছা হয়।) দ্র° ঝাকড়া।

ঝাড়সুগুড়া (= যেখানে কেবল শুখনো গাছগাছড়ার ঝাড় আছে।) < ঝাটশুষ্ক + -ট + -ক।

ঝামটপুর। প্রথম অংশ ∠ বাংলা ঝামা + কোষ্ঠ। ষোড়শ শতাব্দী।

ঝারুল < ঝাটলি (Bignonia Indica, ঘণ্টাপাটলিও বলা

হয়। Houghton)।

ঝালিদা < ঝালদে (= যেখানে দ থেকে ঝালি কেটে জল নিয়ে যাওয়া হয়েছে) < প্রথম অংশ। বাংলা ঝালি ‘a hole dug at the end of a gutter to collect the water which runs so that it may pass on higher ground.’ (Houghton)।

ঝালুড়িয়া ∠ বাংলা ঝালি + স বাটিকা ?

ঝাকড়া (= কাঁটা-ঝোপময়) ∠ *ঝঙ্ক + -ট + -ক।

ঝিকরগাছা (= যে গাছে ‘ঝিকুর’ হয়।)

ঝিঙ্গুটি (= যেখানে খুব ঝিঙ্গে হয় ?) ∠ বংলা ঝিঙ্গা + বাটিক।

ঝিনাইদা (= যেখানে দয়ে খুব ঝিনুক হয়।)

ঝিমড়া ∠ বাংলা ঝিমা + স বটক। (= যেখানে রুগ্ন বটগাছ আছে ?)

ঝিলেড়া (= যে গাঁ ঝিলের দ্বারা ঘেরা) < বাংলা ঝিল + স বাটক।

ঝুমো (= আগাছা ও লতাগুল্ম পরিপূর্ণ) < *ক্ষুম্প + -ক।

ঝোড়ো (+ জাম্বিরবনা) (= ঝাড়ালো) < ঝাট + -ক।

টাকী (= টাকের মতো পরিষ্কৃত স্থান জঙ্গলের মধ্যে ?)

টালা (= বসতি ভূমি) তু° চর্যাগান, “টালত মোর ঘর”।

টিকরহাট (= স্বল্প ভূমির মধ্যে উঁচুস্থান যেখানে হাট হয়।) ‘টিকর’ দ্বিতীয় অংশ রূপেও পাওয়া যায়। যেমন, সরাইটিকর, *সাঁকোটিকর (> শাঁকটিগড় > শক্তিগড়), বালিটিকরি, ইত্যাদি।

টিটেগড় ∠ টিট্টিভ + গর্ত। (= যেখানে গড়ে টিটি পাখির গর্ত আছে)।

টেংরা < টাঙ্গর। একরকম গাছ বা আগাছা (কবিকঙ্কণ)। অথবা, = জলাভূমির মধ্যে উঁচুস্থান। দ্র° টিকরহাট।

টোলা (= গায়ে গায়ে লাগা সাময়িক কুঁড়েঘর অথবা ঝুপড়ি)। দ্বিতীয় অংশ রূপে বড়ো সহরের সমকর্মের অধিবাসীদের পাড়া বোঝায়। যেমন, কলকাতায় কম্বুলেটোলা, কলুটোলা, কসাইটোলা, বেনেটোলা, শাঁখারিটোলা, কুমোরটুলি, কপালিটোলা, ডোমটোলা (ভুল লিপ্যন্তরীকরণের ফলে ডোমতলা), ইত্যাদি।

ঠনঠনিয়া,-ঠনে। দ্র° পৃ ১১।

ডানকুনি (= যে প্রান্তরে এই নামের গাছ-গাছড়া জন্মায়?) সংস্কৃতে নাম শঙ্খপুষ্পী।

ডাবর (= বড়ো জলপাত্র)। পু।

ডামরা < ডম্বর + -ক। = দামাল?

ডামালিয়া, ডামালে < দম্ভাল + -ইক। (= যে স্থান প্রায়ই নদীর বানে উপদ্রুত হয়।) ব।

ডাম্বারডাম। ১৩শ, দামোদর।

ডালিয়া (= যে গ্রামের মাটি ডেলা ডেলা?)

ডিসের গড় ∠ ডিহি সেরগড়। সেরগড়—পরগনার নাম। ব।

ডুমরো ∠ উডুম্বরক। তু° ডুমুরদহ।

ডুমডুমা। দ্র° পৃ ১১।

ডেবরা (= *দেবড়া?) ∠ দেববটক (= দেবাধিষ্ঠিত বটবৃক্ষের স্থান।)

ডেরেটন। দ্র° দেরিয়াটন।

ডোঙ্গা (= নীচু নিভৃত স্থান? তু° গর্ত, গড়িআ)। ৫শ

(ধানাইদহ, দামোদরপুর)।

ঢেক্করী। ১১-১২শ, ঈশ্বরঘোষ।

তাড়াস < তাড়-বাসক, অথবা তটবাসক। তাড়=উচু জায়গা।

তাড়িহা ∠ তাড়িক-ঘাত (=তাল ঠোকা)।

তামলা < তাম্বূলক।

তারাবুশ < আরবী তরব্‌বুষ্‌ 'অপেক্ষা, প্রত্যাশা'। (=যে গাঁয়ে ফসলের ভরসা আছে।)

তারুল ∠ তাড়+উল্ল।

তালপড়া। ১৩শ, বিশ্বরূপসেন।

তালা < *তালক। (=যেখানে খুব তালগাছ আছে)।

তালান্দা ∠ *তাড়বন্ধক। (=তালা দিয়া বন্ধ, সুরক্ষিত)।

তালি (+বাকসা) < তাল+-ইক।

তালিত < তাল-তিক্ত। (=যেখানে তাল তেঁতো।) দ্র° নিমিতা, নিমতিতা।

তিন্না, তিন্নে=বাংলা তিন নৌকো, অথবা তীরের নৌকো? ∠ বাংলা তিন+না; তীর+না।

তিয়ার-মানা (=যেখানে মানায় অর্থাৎ নদীর গায়ে 'তিয়াড়' গাছ আছে। তিয়াড় একরকম বুনো লতা গাছ; Carey)।

তিরপুনি। < তীরপুণ্য (=পুণ্য গঙ্গাতীর)।

তিরাট (=এক রকম গাছ, Simplocos racemosa)।

তিরোল (=যেখানে তিনটি বোল গাছ আছে?) দ্র° বোল, পাঁচরোল। হু।

তিলাবনি (=যেখানে তিলের বন; অথবা যেখানে তেল বিক্রি

হয়) ∠ *তিলক + বণিক ; তৈলাপণিক। তু° তেলানি 'তেলের ভাঁড়' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)।

তিলুড়ি ∠ তিলকূট + -ইক, অথবা *তৈলকুণ্ডিক। বাঁ।

তুলাক্ষেত্র। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী।

তেওড়া (=যেখানে তিন বট গাছ এক সঙ্গে আছে) < ত্রিবটক।

তেওতা ∠ ত্রিপত্রক, অথবা ত্রিপুত্রক। বা-দে।

তেলসারা (= আবলুস গাছ ; Houghton)। ∠ *তৈলসারক।

তেলনা < *তৈলাপণক। (= যেখানে তেল বিক্রি হয়।)

তেলাণ্ডু < তৈলভাণ্ডক। দ্র তিলাবনি।

তেলো (= যেখানে খুব তেল হয়, অথবা যেখানে বিশিষ্ট তাল গাছ আছে) ∠ *তৈলক ; তাল + -উক। হু।

তেলোতা < তৈলপাত্র-ক ; অথবা তিলপুত্র + ক।

তৈলকম্প। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী। আধুনিক তেলকুপি ?

তোইপাড়া ∠ ফারসী তোয় ('আনন্দ-উৎসব, ভোজ') + ।

তৈলাড়া < তৈলাঢ়ক। দ্র° তোড়েলা।

তোড়কণা < ত্রোটক (কট্ফল গাছ) + কর্ণক (Premna spinosa অথবা Odina pinnata).

তোড়েলা ∠ ত্রোটক + ইটক 'আগাছা বিশেষ'।

তোলেড়া। দ্র° তোড়েলা।

তোপচাঁচি < স্তূপ + চর্চিকা (= চর্চিকা দেবীর স্তূপ ?)

ত্রিবৃতা। (= তিন দিক ঘেরা ?)। ৫ শ। তু° তেওতা।

ত্রিবেণী। তিরপুনির সংস্কৃতায়িত রূপ।

থাকালিয়া (= যেখানে থাকা ও কাল কাটানো যায়)।

থুমকড় < স্তম্ব + কট (= ঘাসঝাড় ও আগাছা)।

দইধে (+ বৈরাগীতলা) ∠ দধি-দহ (= যেখানে দয়ের জল দধির মতো ?) তু° কড়িধা।

দত্ত-দেরিয়াটন। দ্র° দেরিয়াটন।

দমদম,-দমা। পৃ ১১ দ্রষ্টব্য।

দশঘরা (= যে গ্রামে দশঘর গৃহস্থের বাস)।

দশিয়া ∠ *দশিক (= দশজনের গ্রাম)।

দাউরা (= দাউড়া ?)। দ্র দেওড়া।

দাদপুর ∠ আরবী নাম, দাউদ + ।

দাপণিআ ∠ *দাপণিক। অর্ধতৎসম। (= প্রদত্ত গ্রাম ?) ১২শ, লক্ষ্মণসেন)। দ্র° দামিনে।

দামিনে (দামিন্যা, দামুন্যা, ১৬শ) (= যে গ্রাম যজ্ঞের দক্ষিণা রূপে প্রদত্ত) < দামন্ + -ইক। তু° দাপণিআ।

দাঁতুড় ∠ দর্দুর (ব্যাঙ : ব্যাঙের মতো জলে ঝাঁপাঝাঁপি খেলা)।

দিয়াড়া < দেববাটক।

দিয়ারা ∠ আরবী দিয়ার ‘সৌধ, প্রাসাদ’ ; অথবা *দেবাগারক ‘দেবস্থান’।

দিগ্‌রুই (= যে গাঁয়ে উচু রুই গাছ আছে ?) < দীর্ঘরোহিত (Andersonia Rohitaka)।

দিগ্‌ঘাসোদিকা। ১০-১১শ, ঈশ্বরঘোষ। = দিগ্‌ঘা সোদিকা ?

দিগসুই (= দিকের শোভা ?) ∠ দিক্ + শোভিত।

দিঘড়ে, দিঘুড়া < দীর্ঘবাটক।

দিননিশ (= যে গাঁয়ে দিনরাত্রি সমান শান্ত ?) < দিন-নিশা।

দিশড়া, দিশড়ে (= যে গাঁয়ের নির্ণয় হয় বট গাছ দেখে) ∠ দিশাবট + -ক।

দিসের গড়। ডিসের গড় দ্র°।

দুপসা ∠ দ্বি + পার্শ্বক (= দোধারি)।

দুয়ারনড়ি (= যে গ্রামের মুখে নল ঘাস আছে) ∠ দ্বার + নড় + -ইক।

দুরগা ∠ দূর গ্রাম ?

দুরমুট ∠ দৃঢ়মুষ্টি (= কৃপণের গ্রাম ?)

দুলখি ∠ দ্বি + বৃক্ষ + -ইক। (= যেখানে দুটি বিশিষ্ট গাছ আছে।) দ্র° একলখি।

দেউলহস্তী ∠ দেবকুল + হস্তিক। (= যে স্থান দেবমন্দিরের অতি নিকটে।) ১৩শ, বিশ্বরূপসেন।

দেগি গাম ∠ + দীর্ঘিক গ্রাম ?। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

দেজুড়ি ∠ দেব + জোটিক। (= দেবখাত।)

দেদ্দপুর।—ধর্মপালের মাতার নামে। ১২-১৩শ।

দেনুড় ∠ দেবন-কুট। (= জুয়া খেলার আড্ডা।) ব।

দেনো ∠ বাংলা দানুয়া। (= যে গ্রাম দান করা।)

দেবগ্রাম। ১১-১২শ।

দেয়ার ∠ দেবাগার।

দেয়ারা ∠ দেবাগারক।

দেরিয়াটন ∠ ফারসী দরিয়া + বাংলা আটন। (= যে গ্রামের জল স্থল দু' স্থানেই অধিকার আছে।) গ্রামের প্রধান বাসিন্দাদের নাম অনুসারে গ্রামটি দত্ত-দেরিয়াটন নামে এখন প্রসিদ্ধ।

দেলুয়ারা ∠ ফারসী দিলওয়ার (= যে স্থানের লোক সাহসী।)

দেশড়া। দ্র° দিশড়া।

দৈয়ড় < দৈববট। (=দেব-অধিষ্ঠিত বট।)

দোহালিয়া ∠ দ্বি + হালিক। (=যেখানে দু' লাঙলের চাষ।) ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

দ্বারবাসিনী। দেবী দুর্গার নামে। হু।

দ্বারহাটা। ১৩শ; আধু°।

ধনকোড়া ∠ ধন + কুণ্ডক।

ধনেখালি ∠ ধনিক + *খল্লিক। (=ধনী লোকের খাল।) হু।

ধপধবি। পূর্বে দ্র° পৃ ১১।

ধবনি < ধব + বনিক। (=যেখানে ধব গাছের (Desmodium Gangeticum) বন আছে)। ব।

ধর্মনগর। দ্বাদশ শতাব্দী; লক্ষ্মণসেন।

ধাইগাঁ ∠ *ধাবিক-গ্রাম। পূর্বে দ্র° পৃ ৩১।

ধানকুঁড়ে (=যেখানে প্রচুর ধান হয়) < ধান্যকুণ্ড + -ইক।

ধানশিট (=ধান্যে শ্রেষ্ঠ গ্রাম ?) ∠ ধান্য-শ্রেষ্ঠ।

ধান্দলসা < *ধন্ধল-আবাস + -ক ?

ধাপধাড়া (=যে গাঁয়ে নগদি ও লেঠেলদের বাস ?) < ধাব + *ধাটক ?

ধামসা (=যেখানে ধর্ম ঠাকুরের স্থান আছে) < ধর্মবাসক।

ধামাই (=ধর্মের রাজা ?) ∠ ধর্মার্যিক।

ধামাস ∠ ধর্মাবাস।

ধামাসিন < ধর্মাবাসিনী।

ধার্য্যগ্রাম। ১২শ, লক্ষ্মণসেন। দ্র° ধাইগাঁ।

ধারান (=যেখানে অন্নের ধারা বয় ?) < ধারা + অন্ন।

ধুনাই < *ধূপনায়িকা (=ধূমাবতী) ?

ধুলুক < অব° *ধোলুখ, প্রা *ধউরুকখ, সং ধববৃক্ষ। ব।

ধেনুয়া, ধেনো (=যেখানে খুব ধান হয়) < ধান্য + -ক।

ধেমো < ধর্মক। দ্র° ধামাই।

ধোপ-দুপসা। দ্র° দুপসা। (=দু'পাশে ধব গাছ?)

ধোবারু (=যে গাঁয়ের ধোয়া-মোছা চেহারা?) < *ধৌতকরূপ।

নইকুড়ি < নব + কুণ্ডিক। মে।

নকুণ্ডা < নব + কুণ্ডক।

নঘরিয়া < নব + গৃহক। মা।

নড়কুটী গ্রাম (=যে গ্রামে নড় ও কুটি প্রচুর আছে।) ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

নন্দিয়াড়া < নন্দী + বাটক (=নন্দীদের আস্তানা?)

নবখণ্ড (=নূতন সুন্দর স্থান।) ব।

নবহাট (=নূতন হাট)। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব। দ্র° নৈহাটি।

নবসংগ্রহ (চতুরকের নাম)। ১৩শ, বিশ্বরূপসেন।

নবস্থা < নবস্থাপিত। (=নূতন গ্রাম)। ব।

নবাসন < নব + বাসন। (=নূতন বসতি। হু, বাঁ।

নরসোনা < নড় + শোণক।

নলসাঁড়া < নল + ষণ্ডক। (=নল খাগড়ার স্থান।)

নলহাটি < নল + হট্টিক। বী।

নলাহাটি < *নড়ক (নলক) + হট্টিক।

নাকড়া < *নর্কটিক। (=নাকুড় গাছ।)

নাকরাকোঁদা (=যেখানে বিলাসী লোকেরা বেড়িয়ে বেড়ায়?)। বী।

নাকাদহ < লিক্ষক + দহ। (=যেখানে দয়ে পোকা আছে।)

নাড়মা < *নাড়িক + মাতা। (= গর্ভধারিণী)।

নাড়ি ∠ *নাটিক, *নাড়িক। (= নলবন।) ব।

নাড়িয়া < অব° নালিক। (= নালতে শাক।)

নাড়ীচা। ১২শ, বল্লাল সেন। দ্র° নাড়িয়া।

নাড়ুগ্রাম, নাড়গাঁ ∠ লড্ডুক গ্রাম? ব।

নাড্ডিনা < *নাড়িক-বন? ১২শ, বল্লালসেন।

নাদনঘাট। 'নাদন' বৃক্ষ বিশেষ, কবিকঙ্কণে উল্লিখিত। ব।

নাদাই < নন্দা-আর্যিকা। (= নন্দা দেবীর স্থান?)

নাহুড়ে < নন্দকুটি + -ইকা। (= নন্দাবাস।)

নান্দাল (= নাদার মতো বড় আধার?)

নান্‌না (= গাছের ঝুরি) < বাংলা নাম্‌না < লম্বনক। বা-দে।

নান্য। মণ্ডলের নাম। ১০শ, শ্রীচন্দ্র। দ্র° নান্‌না।

নান্নুর (= নান্যদেবের সহর) < নান্যপুর, অথবা নন্দপুর।

নাসগাঁ। দ্র° নাসিগ্রাম।

নাসিগ্রাম (= যে গাঁয়ে নূতন বসতি) ∠ নব-আবাসিক + । অষ্টাদশ শতাব্দী। ব।

নারাঙ্গী (= যেখানে নারেঙ্গা গাছ আছে?)। বাঁ।

নারেঙ্গা। দ্র° নারাঙ্গী।

নালিকুল (= নালা ও কুলি) < নালিকা + কুল্যা।

নালেন্দ্র, নালেন্দা < নাল + ইন্দ্র (কুটজ গাছ)। অষ্টম শতাব্দী।

নিগন (= যেখানে প্রবেশপথ নেই)। ∠ নিঃ + গমন।

নিংড়া (= যে স্থান শস্যরিক্ত?)

নিত্ব-গোহালী। পঞ্চম শতাব্দী।

নিদ্রাবলী। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী।

নিবোধো, নিবাধই (=যেখানে আসা-যাওয়ায় কোন বাধাবাঁধি নেই)<নির্বন্ধক।

নিমটিকুরি (=যে ছোট জায়গায় নিমগাছ আছে।)

নিমড়ি (=যেখানে কোন মণ্ডপ অর্থাৎ দেউল নেই।) <নির্+মণ্ডপ+-ইক। অথবা ∠নিম্ব+কুণ্ডিক।

নিমদহ<নিম্ব+বাংলা দহ।

নিমিতা<নিম্ব+তিক্ত। দ্র° তালিত। চ।

নিমতিতা<নিম্ব+তিক্তক। মু।

নিমসা<নিম্বাবাস, অথবা<নির্মশক 'যেখানে মশা নেই'।

নিমো<নিম্ব+ক। ব।

নিরলগাছি। প্রথম অংশ ∠নিরালয় 'গোপন আশ্রয়'। দ্বিতীয় অংশ অনেক নামেই পাওয়া যায়। যেমন, কদমগাছি।

নিরিসা (=যে গাঁয়ে ঈর্ষ্যা নেই?) ∠নির্+ইষা+-ক।

নিরোল (=নিরালা স্থান)। <নিরালয়। অথবা, যেখানে রোল গাছ নেই।

নির্বৃতবাটক (=সম্পূর্ণ ঢাকা বসত স্থান।) ষষ্ঠ শতাব্দী।

নুড়কোনা (=যে গাঁয়ের কোণে ঘাসের নুড়ো আছে?)

নুতা দ্র° নোতা।

নুনাড়ি<লবণবাটিক?

নুনেশোল (=ছোট সোঁতা)<বাংলা নুনে+শোল।

নেওড়<স্নেহ-বট, অথবা নিকট।

নেড়া-গোয়ালি (=ছাউনিহীন গোশালা?)

নেপাকুলি (=একরকমের কুল গাছ?)

নেলো<*নালুক=নালিক 'পদ্মলতা'। নামটি আধুনিক কালে

‘লিলুয়া’। অন্য ব্যাখ্যা—পৃ ৭ দ্রষ্টব্য।

নেলোর পাড়। দ্র° নেলো।

নেহাকাষ্ঠি (=*নেহাকাট্‌টি)<স্নেহ+*কর্তিক। (=যেখানে নরম সুতো কাটা হয়?) ১০শ, শ্রীচন্দ্র।

নোতা<নুত্ত (এক রকম গাছ)

নোতু∠নুত্ত+-উক? নোতা+-ক? দ্র° পৃ ২৪।

পঞ্চনগরী। পঞ্চম শতাব্দী। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

পট্টিকের। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী।

পড়স্নুনা (=যে গাঁয়ে বসতি কম।)∠প্রতিবেশিক+উন। অথবা, =পরস্নুনা (=বিরুদ্ধ পক্ষ শূন্য)∠পরশূন্য।

পড়িসা (=যে গাঁয়ে অনেক বাসিন্দা।)∠*প্রতিবাসক।

পদুবন্না∠প্রা পদ্দ-উপ্পন্ন অথবা *পদ্দ-পন্ন, সং পদ্মোৎপন্ন অথবা পদ্মপর্ণ)?

পলতা (=যে গাঁয়ে খুব পলতা পাওয়া যায়।) <প্রবাল-পত্র +-ক।

পরাকোণা। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

পলশা (=যে গাঁয়ে পলাশ গাছ আছে।)<পলাশ+-ক। তু° পলাসা (উড়িষ্যা)।

পলসাড়া<পলাশ-বাটক।

পলাশন∠পলাশ-বন। ব।

পলাশফুলি∠পলাশ+ফুল্লিত।

পলাশবন। বাঁ।

পলাশবৃন্দক। ৬শ। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

পলাশী<*পলাশিক। ব, মু।

পশ্চিম-ঘাটিকা (=পশ্চিম খাড়ী, খাড়ীর পশ্চিমে)। বিষয়ের নাম। ভাগীরথীর পূর্বতীরে বহু খাড়ি ছিল। তাই পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত এই অংশটি খাড়ী-বিষয় বা ঘাড়ী-মণ্ডল নামে পরিচিত ছিল। ভাগীরথীর পশ্চিম তীর ছিল বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। এই অংশকেই পশ্চিমখাটিকা (অর্থাৎ খাড়ী-পশ্চিম) বলা হয়েছে।

পস্তুরি (=পস্তুরি পরিমাণে অর্থাৎ প্রচুর ধান হয় যেখানে।)

পাইকারা<*পাদিক-বাটিক। (=পথিকদের স্থান?) অথবা= পাইকরা<পাদিক+কর। (=যেখানে খাজনা দিতে হয় চতুর্থাংশ।)

পাইকোড় ∠ পাদিক+কুণ্ড? দ্র° পাইকারা। বী।

পাউনান। পূর্বে দ্র° পৃ ২১।

পাকুড় ∠ পর্কটি। (=পাকুড় গাছ।)

পাকুড়মুড়ি (=যে গাঁয়ের মোড়ে অথবা যেখানে নেড়া পাকুড় গাছ আছে।) ∠ পর্কট+মুণ্ড+-ইক।

পাচিত (=যে গ্রাম প্রায়শ্চিত্তের দান?) <প্রায়শ্চিত্ত।

পাড়াতল ∠ পাটক+তল?

পাড়াম্বুয়া ∠ পাটক+আম্রক? (অষ্টাদশ শতাব্দী)।

পাণ্ডুয়া। পূর্বে পৃ ৯ দ্র°।

পাণ্ডুক<পাণ্ডু+ওক (=ওকড়া)?

পাতণ্ডা<পাত্রভাণ্ডক। (=রাজমন্ত্রীর ধনকোশ)?

পাতিনান। পূর্ব পৃ ২১ দ্র°।

পাতিলাদিবী। ১৩শ, বিশ্বরূপসেন।

পাতুন (=যেখানে গুটি পোকা জন্মানো হয়, অথবা রেশমের

সুতো হয় ?)। <পত্রোর্ণা।

পাত্রসায়ের (=যেখানে রাজপাত্রের খোঁড়া বড়ো দীঘি আছে।) ∠পাত্রসাগর।

পানিত্রাস (= + তরাস) (=যেখানে জল অর্থাৎ নদী অস্থির ?) <পানীয় + ফারসী তর্শ, তরশ্।

পানিশিয়লি (=যেখানে পান-শেওলা জন্মায়, অথবা যেখানে জল ঠাণ্ডা।) ∠পানীয় + শৈবাল (অথবা শীতল) + -ইক। পানিশিয়লির উল্লেখ কবিকঙ্কণে আছে।

পানিহাটি, পেনেটি (=যেখানে পানের হাট আছে।) ∠পর্ণিক + হট্টিক। ষোড়শ শতাব্দী।

পানুহাট (=পান বেচার হাট)। দ্র° পানুয়া।

পানুয়া, পেনো<পর্ণ + -উক। (=যেখানে পানের ব্যবসা হয়।)

পারম্বা। তু° পাড়াম্বুয়া।

পারাজ (=যে গ্রাম কোন সম্ভ্রান্ত অতিথিকে অথবা উচ্চ রাজপুরুষকে দেওয়া হয়েছে।) ফারসী শব্দ। ব।

পারুলে (=যেখানে পারুল গাছ আছে।) <পাটলি + -ক।

পালসিট ∠পলাশ-অধিষ্ঠ (অর্থাৎ পলাশ-ভিটে।) ব।

পালাড়<পল্লব-বাট।

পালিতক। (=যা পালন করা হয়েছে।) ৮-৯শ, ধর্মপাল।

পাল্লা<পাটল + -ক ? ব।

পাসণ্ডা (=যে গ্রামের কাছেই শস্য ভাণ্ডার আছে ?) ∠পার্শ্ব-ভাণ্ডক। ব।

পাঁইটা (=প্রতিষ্ঠা স্থান) <*প্রতিষ্ঠক অথবা *পাদতিষ্ঠক। আনুনাসিকতা তু° পঁইটে 'সিঁড়ি'।

পাঁচড়া < পঞ্চবটক। তু° পাচেট (= পাঁচেট) ∠ পঞ্চ + *অধিষ্ঠ।

পাঁচুন্দি (= পাঁচ কিতার গ্রাম ?) < বাংলা পাঁচ + ফারসী বন্দি।

পাঁজোয়া ∠ পঞ্চযোগ + -ক ?

পাঁচরোল < পঞ্চ + রোল (Fiacourtia Calaphracta)। দ্র° রোল। মে।

পাঁড়ুই ∠ পাণ্ডুভূমি। ব।

পাঁশকুড়া ∠ পাংশুকুণ্ড, অথবা পঞ্চকুণ্ড। মে।

পিংনা ∠ *প্রিয়ঙ্গু বন + -ক ? মে। দ্র° পিংরুই।

পিংরুই < প্রিয়ঙ্গু (Mimosa Suma) + রোহিত (Andersonia Rohitaka) অথবা রোপিত। বাঁ।

পিংলা < পিঙ্গল (Dalbergia Sissoo) + -ক। মে।

পিছলদা ∠ পিচ্ছিল + দহ। ষোড়শ পতাব্দী।

পিণ্ডিরা। গাছ বিশেষ। কবিকঙ্কণে উল্লেখ আছে ('পিঁড়রা')।

পিপলন ∠ পিপ্পলবন অথবা পিপ্পলবনিক। ব।

পিথায়িনগর। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

পিয়ালা < পিয়াল (Buchanania Latifolia) + -ক।

পিঞ্জোঠা (= -ঠী ?), পিঞ্জাকাষ্ঠী (= যেখানে তুলো পেঁজা ও কাটা হয়, অথবা পেঁজা তুলো কাটা হয়)। ১৩শ, বিশ্বরূপসেন।

পিয়াশাল < প্রিয়াল + শাল। দ্র° গোদা-পিয়াশাল।

পিলসোঁয়া ∠ পিলু (Sanserera Roxburghiana) + শোভক ?

পিলা, পীলা ∠ পিলু + -ক ? পিলু = বৃক্ষবিশেষ।

পিয়োল্ল। মণ্ডল-নাম। ১০-১১শ, ঈশ্বরঘোষ। দ্র° পিয়ালা।

পুইনান। পূর্ব পৃ ২১ দ্রষ্টব্য।

পুইনি ∠ পূতিবন + -ইক ?

পুটগুড়ি (= যে গ্রাম চারদিকে ঘেরা আর সুড়ঙ্গের মতো)। < পুট -শুণ্ডিক।

পুড়াকোন্দা (= যে ঘেরা স্থানে নিভৃত গুহা আছে ?) < পুট + কুন্দ + -ক।

পুড়াস < পুটাবাস। (= সুরক্ষিত আবাস।)

পুতুণ্ডা (= যেখানে ধনভাণ্ড পোঁতা আছে ?) ∠ *পোত্রভাণ্ডক।

পুরুলিয়া। পুরুল্যা গাছের নাম কবিকঙ্কণে আছে।

পূর্ণি। দ্র° পূর্ণিয়া।

পুষ্করণ(া) ∠ পুষ্কর (‘পদ্ম’)-বন(ক)। পঞ্চম শতাব্দী।

পুঁড়া < পুণ্ড্রক। (= যেখানে পুণ্ড্র জাতির বাস)। চ।

পুঁটিয়া (= ছোট জায়গা)। ∠ প্রোষ্ঠিক (‘পুঁটি মাছ’)।

পূর্ণিয়া। পুরনিয়া গাছের নাম কবিকঙ্কণে আছে।

পেমড়া ∠ পীতাম্র (= হলদে আম) + বাটক।

পোটরা (= পুঁটলি) < *পোট্টলক ?

পেঁড়ো। দ্র° পাণ্ডুয়া।

পোখরনা < পুষ্কর + পর্ণক, + বনক। দ্র° পুষ্করণা। বাঁ।

পোতনা ∠ *পুত্রনক ; তু° পুত্রিণী (Siphonantus Indica)।

পোতা < পুত্রক (‘চারা গাছ’ অথবা বৃক্ষ বিশেষ)।

পোতানই (= নতুন পোঁতা ?) ∠ পুত্রক + *নবিক।

পোনাবালিয়া (= যেখানে পোনা ও বেলে মাছ পাওয়া যায় ?) অথবা, যেখানে চতুর্থাংশ বেলে মাটি ? বা-দে।

পোয়ালকুড় < প্রবালকুণ্ড (‘পোয়াল কুঁড়’)।

পোল গ্রাম। প্রথম অংশ < প্রবল 'প্রচুর'।

পোলবা (= যেখানে প্রচুর আম ?) ∠ প্রবল + আম্রক।

পোলে ∠ প্রবল + -ইক। দ্র° পোল গ্রাম।

পোষলা (= যেখানে সর্বদাই ফসল ওঠে) ∠ *পৌষলক।

প্রিয়ঙ্গু। গাছ। একাদশ শতাব্দী।

পৌটরা (= পুটলি ?)

ফলতা < ফলপত্রক।

ফলেয়া ∠ ফলিত। হিন্দীর প্রভাব ?

ফল্গু গ্রাম। ত্রয়োদশ শতাব্দী।

ফুরফুরা। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

ফুলকুসুমা < ফুল্ল + কুসুম + -ক।

ফুলিয়া, ফুলে < ফুল্লিত + -ক।

ফোম্বানিয়া। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

বইগ্রাম। দ্র° বায়িগ্রাম। বা-দে।

বইঠাবি (= বৈঠকখানা ?) < উপবিষ্ট-আগারিক।

বইনান। পূর্ব পৃ ২০ দ্রষ্টব্য।

বক্কত্তক (= বাকল ছাল) < বল্কত্বক্। ষষ্ঠ শতাব্দী। দ্র° বাকৃতা।

বংপুর < বঙ্গ ('কাপাস') + পুর।

বঙ্গালবড়া। ত্রয়োদশ শতাব্দী; বিশ্বরূপসেন।

বজবজে ∠ বজবজ। পূর্ব পৃ ১১ দ্র°।

বটবল্লক (= 'বল্য' পুষ্ট বটবৃক্ষ।) ষষ্ঠ শতাব্দী।

বটগোহালী। পঞ্চম শতাব্দী। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

বড়ডি < বাংলা বড় + ডিহি ? বাঁ।

বড়গাছি < বট + *গচ্ছিক।

বড্‌ডাং<বাংলা বড়+ডাঙ্গা।

বড়ঢেক (=বড় ঢেঁকি) ?

বড়গ্রাম ∠ বট গ্রাম। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

বড়দা, বরদা, বর্‌দা (=যেখানে বড় দ আছে, অথবা দয়ের কাছে বট গাছ আছে।) ∠ *বড্র, অথবা বট+বাংলা দহ।

বড়-বেলুন<(১) বট-বিল্ববন, (২) ছুটি বেলুন গ্রামের মধ্যে যেটি বড়। দ্র° বেলুন।

বড়শুল (=যে গাঁয়ে শোলের ধারে বটগাছ আছে।) ব´।

বড়া ∠ বট+-ক।

বড়াকর (=বাড়া কর) (=যে গ্রামের খাজনা বেশি) ?

বড়িশা<বট-বিষয়+-ক ?

বড়েয়া<বর্ষিত। হিন্দীর প্রভাব ?

বড়োয়াঁ ∠ প্রা *বড্‌ঢআন, সং বর্ধমান। ব।

বণ্ডুল। ∠ *বণ্ডল। অথবা *বণ্ডকুল (=নপুংসকের স্থান) ? দ্র° খাঁটুল, ভণ্ডুল।

বত্তর-বনপাড়া। প্রথম অংশ ফারসী শব্দ, মানে 'নিকৃষ্টতর'।

বন্‌তির (=যে গাঁয়ে বুনো তেঁতুল গাছ আছে ?)<বনতিন্তিড়ি।

বনপাশ<বনপার্শ্ব।

বন্দেবাজ (=বন্দোবস্তের বাইরে) <ফারসী বন্দবাজ।

বন্দেল (=সহর; নদী অথবা সমুদ্রতীরবর্তী বাণিজ্য স্থান)। ফারসী শব্দ।

বপ্পঘোষবাট। ষষ্ঠ শতাব্দী। (=বপ্পঘোষের বেড়)। ব্যক্তিনাম থেকে।

বরণডালা। আলংকারিক নাম, গর্বসূচক।

বরপঞ্চাল। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

বরাকর। দ্র° বড়াকর।

বরুণী। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

বলগনা (=যে গাঁয়ে রাস্তা 'বলা' গাছ অনুসরণ করে।) <বলা +গমনক। অথবা (=যে গ্রাম বলে অগ্রগণ্য) <বল+ অগ্রণী+-ক। দ্র° আগনে। এই নামে দুটি গ্রাম আছে বর্ধমান জেলায়।

বলাগড়<বলয় 'ঘেরা'+গড়, অথবা বলাগাছের গড়।

বল্লা<*বরলক 'বোলতা' ? খর্বতাবোধক ?

বসুয়া (=বসু-দের গাঁ) ∠ বসু+-কক।

বহড়ান (=বহেড়া বন ?)<বিভীতক+ ।

বহড়ু<*বাহ-বট+-উক ? (=ঝুরিনামা বট)।

বহরকুলি (=যে খালে নৌবহর থাকে।) প্রথম শব্দ ফারসী, দ্বিতীয় শব্দ সং ('কুল্যা')।

বহুলাড়া<বকুল-বাটক ? বাঁ।

বাইনান। পূর্ব পৃ ২০ দ্র°।

বাকৃতা। দ্র° বক্কত্তক।

বাকলসা (=যে গাঁয়ে কেবল ছালই আছে ?)<বল্কলাবাস।

বাকসা (=যে গাঁয়ে খুব বাকস গাছ আছে ?)∠বাসক-বাস।

বাকসাড়া<বাসক-বাটক। হা।

বাগ-আঁচড়া (=বাঘের আঁচড়)। এক রকম কাঁটা গাছের নাম (Pisonis aculeata)।

বাগডোগরা∠বর্গ-*ডোঙ্গরক। (=কাছেই পাহাড় ?)

বাগনান। পূর্ব পৃ ২০ দ্র°।

বাগবাটি ∠ ফারসী বাগ + বাংলা বাটি (=বাগানবাড়ী)।

বাগাটি < বর্গ-হট্টিক। (=কাছেই হাট।)

বাগাসন < ফারসী বাগ + বাসন। (=বাগান-বসতি।)

বাগিলা < ব্যাঘ্র-*বিলক। (=যেখানে বিলকাঁধায় বাঘ আছে।)

<বাগুইআটি। দ্র° বাগাটি।

বাঘপোখিরা ∠ ব্যাঘ্র + *পুষ্করিক। দ্র° বাগিলা। ১৩শ, দামোদর।

বাঘাড় < ব্যাঘ্রবাট। (=বাঘের ভয়ে বেড়া ?) অথবা, = বাঘার
< ফারসী বগ্‌হার 'গৌজ' ? ব।

বাঘাণ্ডা < ব্যাঘ্রভাণ্ডক। (=বাঘের ধন ভাণ্ডার।) অথবা,
< ফারসী বাগ্‌হন্দ 'পেঁজা তুলো'।

বাঙ্গালবড়া < বঙ্গাল + বটক। ১৩শ, বিশ্বরূপসেন।

বাঙ্গালবাড়ী ∠ বঙ্গাল + বাটিকা।

বাঙ্গিতলা (=যেখানে কাঁকুড়ের চাষ হয়)।

বাজাসন ∠ বাহ্য-আসন। (=বাইরের আস্তানা।) কেউ কেউ
মনে করেন ∠ বজ্রাসন। তা ঠিক নয়। গুহ্য তান্ত্রিক শব্দ
স্থাননামে ব্যবহৃত হওয়া সম্ভবপর নয়।

বাজিতপুর ∠ আরবী নাম বায়জিদ্‌ + ।

বাজুহা < ফারসী, = সঙ্গী সব, অথবা ভিটেগুলি। হু।

বাতাগড়ে ∠ বেত্রক + গর্ত + -ইক।

বাতানল < বেত্রক + নল

বাদলা < বর্দলক (=খুব বাদল যেখানে)। ব।

বাদুড়িয়া < বাংলা বাদুড় + -ইয়া।

বাদুয়া, বেদো (=অত্যন্ত নিন্দিত) < বাদ + -উক।

বান্দেসীগ্রাম। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

বাবনান। পূর্ব পৃ ২০ দ্র।

বাবলা ∠ বব্‌বুলক 'বাবলা গাছ'।

বাবুইডাঙ্গা। প্রথম অংশ বাংলা 'বাবুই' (একরকম দীর্ঘ ঘাস, যা পাকিয়ে দড়ি হয়। কবিকঙ্কণে 'ববাই'।)

বাবুইভেড়ি (=যে ভেড়িতে বাবুই ঘাস হয়।)

বামনে (=ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম)<ব্রাহ্মণ+-ইক। দ্র° কাইতি।

বায়ড়া (=বয়ড়া)<বিভীতক।

বায়ি (বায়ী)-গ্রাম। পঞ্চম শতাব্দী।

বারয়ীপড়া। ১৩শ, বিশ্বরূপসেন। =বারুইপাড়া।

বারাটি (=যে স্থানে হাট হয় গাঁয়ের বাইরে।)<বাহির-হট্টিক। অথবা যেখানে প্রচুর 'বারাটি' আগাছা (কবিকঙ্কণ) আছে।

বারাসত (=যেখানে বারো ঘরের বসতি?) ∠ দ্বাদশ বসন্ত্।

বারাসতি<দ্বাদশ-বসন্ত্+-ইক।

বারাহা ∠ ফারসী বার+আরবী অহ্‌হা (=ইচ্ছাপূরণের ভাঁড়ার)?

বারারি<দ্বাদশ উপকারিকা। দ্র° উয়ারি। অথবা, বারাড়ি< দ্বাদশ-বাটিক। হু।

বালাণ্ডা<ফারসী বালান্দ 'উঠতি'। অথবা, ∠ বালভাণ্ডক (=শিশুর ভাঁড়ার।)

বালিগড়ি<*বালিক+গর্তিক। (=বালির গড়)।

বালি-বেলে<বাংলা বালি+বালিয়া। (=বালি ও বেলে মাটি।) অথবা ∠ বালবল্লভী?

বালিয়া, বেলে (=বেলে মাটি।)

বালিয়াঘরা (=যেখানে বালির ঘর ?)

বাল্লহিট্‌ঠা ∠ বাল্য + *অধিষ্ঠক। ১২শ, বল্লালসেন।

বাঁওই ∠ বামভূমি ?

বাঁকড়া। দ্র° বাঁকুড়া। হা।

বাঁকাজোড় ∠ বক্র + *জোটক।

বাঁকি ∠ *বক্রিক। (=যে গ্রাম নদীর বাঁকের ধারে।)

বাঁকুই < *বক্রভূমিক। দ্র বাঁকি।

বাঁকুণ্ডা, বাঁকুড়া। সম্ভবত ব্যক্তিনাম থেকে। 'বাগড়া' (=বাধা) শব্দটির সঙ্গে সম্পর্ক আছে।

বাঁদরকোঁদা ∠ বানর + কূর্দক। (=যেখানে বাঁদরের খুব অত্যাচার ?) বাঁ।

বাঁশড়া < বংশ-বাটক। তু বাঁশবেড়ে।

বাঁশা ∠ বংশক। (=যেখানে খুব বাঁশ হয়।) নামটি 'বাসা' < বাসক, থেকে আসা সম্ভব।

বিউর < বিভব-পুর। (=সমৃদ্ধ।)

বিউরো, বিউরা ∠ *বিভবপুরক। দ্র বিউর।

বিঘাটি ∠ বাংলা বিঘা + সং *হট্টিক, বর্তিক ?

বিজলে ∠ বীজপালক ? (=যেখানে শুধু বীজধানের মতো ফসল হয়)। হীনোক্তি।

বিজুর ∠ বিজয়পুর, অথবা বিদ্যাপুর। ব।

বিট্‌টা < বিট (গাছ)-অধিষ্ঠক। দ্র বিরসিমূল।

বিট্‌রা। দ্র বেঁটরা।

বিড্‌রা। দ্র বিট্‌রা, বিড্‌ডার।

বিড্‌ডার। শাসন-গ্রামের নাম। ১২শ, লক্ষ্মণসেন।

বিন্ধ্যাপুর(1)। ৬শ, বিজয়সেন।

বিরসিমুল। ∠ বিট (Acacia Catechu) + সিম্বল। ব।

বিরসিংহা ∠ বিট (Acacia Catechu) + শৃঙ্গক (আগাছা বিশেষ)। মে।

বিরহাটা ∠ বিট (Acacia Catechu) + হট্টিক। ব।

বিরা ∠ বিটক। দ্র বিরহাটা। অথবা = জঙ্গুলে জায়গা।

বিরাটি ∠ বিট-হট্টিক। দ্র বিরহাটা, বিরা।

বিরাহা ∠ ফারসী বে-রাহ। (= যেখানে ভালো পথ নেই।)

বিরিংপুর ∠ বিরিন্‌গ্ (ফারসী, হর্তুকি জাতীয় গাছ) + ।

বিরিটিকুরি (= বিরিংগাছের উচ্চ ভূমিখণ্ড ?)

বিলাসপুর। ১০-১১শ।

বিলোনিয়া ∠ বিল্ব + বনিক (= বেলগাছের বন।) ত্রিপুরা।

বীরকাট্টি। ১৩শ, বিশ্বরূপসেন।

বীরকুলটি। দ্র কুলটি। ব।

বুআঁই। দ্র বোঁয়াই।

বুড়ুল। (= যে গ্রাম বর্ষায় ডুবে যায়।) দ্র বোড়াল।

বুঢ়ন ∠ বৃদ্ধ (Argyrela Speciosa অথবা Argentea) + বন।

বুদ্‌বুদ। পূর্বে পৃ ১১ দ্র।

বুধরী (= যেখানে বাঁধুলী গাছ আছে ?) ∠ বন্ধুর (Pentapetes Phoenicea)।

বুঁইচি। দ্র° বোঁইচি।

বুঁধইপাড়া। প্রথম অংশ বন্ধুক (= বন্ধুজীব) গাছ থেকে ?

বেগুট (= যেখানে গোষ্ঠ নেই ?) ∠ বাংলা বে + গোঠ ?

বেগুনকোলা (= যেখানে নদীর কূলে বেগুন হয়।)

বেগুনিয়া (=যেখানে খুব বেগুন ফলে।) তু° বেগুনকোলা।

বেগো < বাংলা *বাগুয়া 'যেখানে বাগান আছে'?

বেঙ্গা < *বঙ্গক (কাপাস ফলানো গাঁ)? হু।

বেঙ্গাই (=যে গ্রামে তুলাক্ষেত্রপালিকা দেবী আছেন) < বঙ্গ-আর্যিকা।

বেজড়া < বৈদ্যবাটক?

বেজ্যা (=বৈদ্যের গ্রাম?) < বৈদ্যক।

বেড়াবেড়ি (=বেড়াঘেরা বসতির গ্রাম।)

বেড়ুগ্রাম, বেড়গাঁ < বেষ্টিত গ্রাম। ব।

বেতড় (=যেখানে নদীতটে বেতের জঙ্গল।) দ্র° বেতড্ড।

বেতড্ড। দ্বাদশ শতাব্দী, লক্ষ্মণসেন। দ্র বেতড়।

বেতা (=যেখানে বেতের বন।) দ্র গড়বেতা।

বেতাল-বন < বেত্রতাল-বন (=যেখানে বেত আর তাল বন আছে।) ব।

বেতুড় (অথবা বেতুর) < বেত্রকূট (অথবা বেত্রপুর)। বাঁ।

বেত্রগর্তা। ষষ্ঠ শতাব্দী।

বেথুয়াডহরি। প্রথম অংশ < বাস্তু+-ক ('বসত ভিটে') অথবা 'বেতো শাক'); দ্বিতীয় অংশ মানে খুব নাবাল জমি। মু।

বেনাচিতি (=যেখানে বেনা ও রাংচিতি গাছ প্রচুর) < বিরণক +*চিত্রিক। ব।

বেনাপোল (=যেখানে বেনা আর উড়ি ধান হয়) < বিরণক (Andropogon Muricalus) +পুলক (উড়ি ধান অথবা তূষময় ধান)।

বেনূরগ্রাম। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

বেন্‌দা (=যেখানে দয়ে প্রচুর বেনা হয় ?) ব : বা-দে।

বেবুচা (=বেঁউচ গাছের জঙ্গল)। এ গাছড়ার উল্লেখ কবিকঙ্কণে আছে।

বেরুল ∠ বিট + উল্‌ ?

বেলকাশ ∠ বিল্ব + কাশ।

বেলকুলাই ∠ বিল্ব + কুল-আর্যিকা। হা।

বেলকোবা ∠ বিল্ব-কূপক ? দ্র কুরকুবা। জল।

বেলঘরিয়া,-ঘরে ∠ বিল্ব + *ঘর + -ইক।

বেলঠ্যা < বিল্ব + *অধিষ্ঠ + -ক।

বেলডিহা ∠ বিল্ব + ফারসী দিহ্‌।

বেলদা<বিল্ব + দহ। মে।

বেলনা ∠ বিল্ববন + -ক।

বেলমা < বিল্ব-আম্র + -ক। ব।

বেলরুই ∠ বিল্ব + রোহিত (গাছ)।

বেলসর ∠ বিল্ব + শর। তু° বেলকাশ।

বেলসিঙ্গা ∠ বিল্ব-শৃঙ্গক। দ্র° বীরসিংহা। চ।

বেলহিষ্ঠা। দ্বাদশ শতাব্দী ; লক্ষ্মণসেন।

বেলাটুকরি। প্রথম অংশ ∠ বিল্বক। দ্বিতীয় অংশ মানে হয় ছোট জায়গা, নয় উঁচু জায়গা (=টুংরি)।

বেলান (=বেলাম ?) < বিল্ব-আম্র। অথবা ∠ বিল্ব-অন্ন।

বেলাব ∠ বিল্ব-আম্র ? একাদশ শতাব্দী, শ্রীচন্দ্র।

বেলু ∠ অব° বিল্লউ < বিল্বক।

বেলুট < বিল্ব-কোষ্ঠ।

বেলুটি < বিল্ব-কোষ্ঠিক।

বেলুড় < বিল্বকুট ।

বেলুন ∠ বিল্ববন । দ্র° বেলনা । ব ।

বেলে < বালিয়া (= যেখানে মাটি বেলে) < *বালিক = বালুকা ।

বেলেতোড় (= যে গ্রামে বেলগাছের তোড়া (গুচ্ছ) আছে ? < বিল্বক + ।

বেলেড়া < বাংলা বালি-আড়া 'বালির বাঁধ' ।

বেলেণ্ডা । দ্র° বালাণ্ডা ।

বেল্লহিষ্টী । ১২শ, লক্ষ্মণসেন । দ্র° বেলঠ্যা ।

বেসো (= যেখানে ভালোলোকের বাস আছে) < বাস + উক ।

বেহারা < ব্যবহারক (= ব্যবহারে মানে যৌতুকে পাওয়া) ? এই নামে হুগলী জেলায় দুটি গ্রাম আছে। একটি বড় +, অপরটি বার + ('বার' < বাহির) ।

বেহালা (= যে স্থানের অবস্থা ভালো নয়) । ফারসী থেকে ?

বেঁটরা (= ব্যাঁটরা) < *বেণ্টঘরক । (= ঠেঙাড়ের আড্ডা ।)

বোইনান । দ্র° বুইনান ।

বৈত্রবনা । দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী ।

বোয়ালিয়া (= যেখানে নদীতে বোয়াল মাছ ওঠে ?) বা-দে ।

বোকড়া < *বুক্ক ('বুনো ধান') + -টক ?

বোগাণ্ডা < *বুক্কট-ভাণ্ড (অর্থাৎ বোগড়া ধানের ভাঁড়ার ?)

বোড়শুল । দ্র° বড়শুল ।

বোড়াই । (= যেখানে দন্তহীন বৃদ্ধাদেবীর পূজাস্থান আছে ।) < বাংলা বোড় ("দন্তহীন") + আর্যিকা ।

বোড়াল < (= যেখানে জমি জলে ডুবে যায় ?) < *বুড্ড-পাল ? তু° বুড়ুল ।

বোড়ো (=যে গাঁ নদীর জলে ডুবে যায়)<*বুড্‌ডক।

বোদাই<বাংলা বোদা (=ফোকলা)-আর্যিকা। (=বুড়ী ঠাকরুণ)। চ।

বোবা (=নীরব গ্রাম)?

বোবাছড়া। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

বোরাকুলি (=যে গাঁয়ে খালে নৌবহর থাকে?)<ফারসী বহর +সং কুল্যা+-ইক।

বোহার<ব্যবহার?

বোঁয়াই<বন-আর্যিকা (দেবীস্থান)। ব।

ব্যাঘ্রতটী। মণ্ডল নাম। (=নদীর যে তীরে বাঘ আছে।) ৮-৯শ, ধর্মপাল; ১২শ, লক্ষ্মণসেন। আধুনিক বাগড়ি?

ভইটা (=যে গাঁয়ে অনেক ভালো লোক আছে?)<ভূয়িষ্ঠ +-ক।

ভটিয়া<ভণ্টুক (Calosanthes Indica)।

ভণ্ডুল<*ভণ্ডল, অথবা ভণ্ডকুল। (=ভণ্ডের বা ভাঁড়ের জায়গা?)

ভাঙ্গড়<ভঙ্গ (=ভগ্ন)-তট? চ।

ভাটকুণ্ডা (=যেখানে ভাঁট গাছের ভুঁই? <*ভণ্ট+কুণ্ডক। দ্র° ভাটাকুল।

ভাটরা (=যেখানে ভাটের ঘর?)<ভট্ট+*ঘরক। বাঁ।

ভাটনাপেকুয়া (=ভাট-নায়ক ও পাইকরা যে গাঁয়ে থাকে।) <ভট্ট-নায়ক+*পাইক্ক+-ক।

ভাটপড়া। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

ভাটমুড়া<ভট্ট+মুণ্ডক?

ভাটাকুল<ভণ্টাকী ('Solanum Melongana')+কোল।

ভাটেরা। দ্র° ভাটপাড়া। বা-দে।

ভাট্টবড়া। ১২শ, বিজয়সেন। দ্র° ভাটপড়া।

ভাট্‌রা। দ্র° ভাট্টবড়া, ভাটপড়া, ভাটেরা।

ভাণ্ডারটিকুরি (=ছোট ভাঁড়ার।)

ভাণ্ডারহাটি<ভাণ্ডাগার+হট্টিক।

ভাণ্ডুল (=যে গাঁয়ে সঞ্চয়ী বংশ আছে ?) <ভাণ্ড-কুল।

ভাতছালা (=ভাতশালা) (=যেখানে একদা অন্নবিতরণের কেন্দ্র ছিল।)<ভক্তশালা।

ভাতার (=যে গাঁয়ে ভাতের অভাব নেই।)<ভক্তাগার। এই গ্রামে রেলওয়ে ষ্টেশন হবার পর নামটি পরিবর্তিত হয়েছে —'ভাতাড়'।

ভারুচা<ভাণ্ড-উচ্চ ?

ভালকি (স্থয়াতা+)<ভল্লাতক ('কাজুবাদাম গাছ')+-ইক, অথবা ভল্লাঙ্ক (=একজাতীয় শাক)+-ইক।

ভালুক। 'ভালুকা' গাছ অথবা আগাছার নাম কবিকঙ্কণে আছে। বাঁ।

ভাসনাটেঙ্গরী। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

ভাস্করটেঙ্গরী। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

ভাস্‌তাড়া<ভাস ('শকুনি')+তাড়ক (=তাল গাছ)।

ভাঁড়পোতা (=যেখানে ধনভাণ্ডার পোঁতা আছে।)

ভিটা (=পৈতৃক বাস্তুভূমি।)

ভিটাসিন<বাংলা ভিটা+সং বাসিনী। দেবীনাম ?

ভিনভিনা। পূর্বে পৃ ১১ দ্র°।

ভুরকুণ্ডা (=গাছ বা গাছড়া বিশেষ।) তু° ভুরেণ্ডি (কবিকঙ্কণ)।

ভুরা (=ঝুরো গুড়)।

ভু ড়ি (=পেট মোটা)।

ভুয়েড়া<ভূয়িষ্ঠ+-ক ?

ভেড়িলি<বাংলা ভেড়ি+বিল+-ইক ?

ভেলুয়া, ভেলো (=যেখানে ভালোলোকের বাস ?)<ভদ্র+-উক। হু।

ভোতা (=যেখানে বসতভুঁই মাটি ফেলে ভরাট করতে হয়েছে ; অথবা খোসা। দ্র° ভোথিলহাটা। ব।

ভোথিলহাটা ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

মউগ্রাম। প্রথম অংশ<মধু।

মউডাঙ্গা। দ্র° মউগ্রাম।

মউড়ি∠ মধুকুট (অথবা মধুপুট) + -ইক।

মউবেসে<মধুবাস+-ইক।

মউলা∠ *মধুল (=মধুর) +-ক, অথবা মধুকুল+-ক। ব।

মউসা∠মধুবাস+-ক। দ্র° বউবেসে।

মওড়া। দ্র° মধুবাটক। ব।

মগরা। পূর্বে পৃ ১০ দ্র°।

মঙ্গলকোট<মঙ্গল+কোষ্ঠ। ষোড়শ শতাব্দী।

মণ্ডলাই>মোল্লাই<মণ্ডল-আর্যিকা।

মধুক্ষীবক। (দেশখণ্ডের নাম)। ত্রয়োদশ শতাব্দী ; বিশ্বরূপ সেন।=মউখিরা ?

মধুবাটক। ষষ্ঠ শতাব্দী। মহড়া, মওড়া দ্র°।

ময়না<মদন (Vanguiera Spinosa অথবা Acacia Catechu) +-ক। এ গাছের উল্লেখ কবিকঙ্কণে আছে।

ময়নাগুড়ি ∠ মদনক + বৃন্দ + -ইক।

ময়নাডাল < *মদনক + ডল্ল ? ব।

ময়ান (= মোহানা, সম্মুখ ভূমি।) হু।

মলঙ্গা (= যারা সুন্দরবন অঞ্চলে মধুসংগ্রহ করে অথবা কাঠ কাটে কিংবা সাধারণ মজুরি করে।) ∠ ফারসী মলংগ্ 'খালি মাথা খালি পা লোক'। চ-প।

মলঙ্গাপাড়া। (= মলঙ্গাদের বাসস্থান।) চ।

মলম্বা < মলয় (Ipomoca Turpethum) + আম্রক ?

মলুইপুর। প্রথম অংশ < মলয় ? দ্র° মলম্বা।

মসড়া < মহাশয়-বটক ?

মশাগ্রাম। প্রথম অংশ = মহাশয় ?

মশাট < মহাশয়-হট্ট ?

মশারু < মহাশয়-রোপিত (অথবা রোহিত) ?

মসিনা (= খুব পুরোনো গাঁ ?) ∠ আরবী মুসিন্ন্ (musinn) 'বৃদ্ধ, প্রাচীন'।

মহড়া। দ্র° মওড়া, মধুবাটক।

মহস্তাপ্রকাশ। ৮-৯শ, ধর্মপাল।

মহানদ ∠ মহানন্দ (অর্ধতৎসম) ?

মথুরাপুর। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

মাকড়কোলা (= যে নদীর কোলে অথবা খালে সারস চরে।) ∠ মর্কট + ক্রোড়ক, অথবা *কুল্যাক।

মাকড়দা (= যে দয়ে সারস চরে ?) দ্র° মাকড়কোলা। অথবা যে দয়ে "মাকড়" ঝোপ আছে ?

মাখনাতোড় ? তু° বেলেতোড়। (= মাখনের মত 'তোড়' গাছ ?

বিশেষ এক গাছ ?)

মাগুরা (=যেখানে খুব মাগুর মাছ হয়।) ∠মদ্গুর+-ক। বা-দে।

মাঙ্গনপায়ী<*মার্গণ-প্রাপিক। (=মেগে পাওয়া গ্রাম।) ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

মাড়ো<মণ্ডপ+-ক।

মাতলা (=যেখানে নদী মাতাল।) ∠মত্ত+-ল+-ক।

মাথরুণ। পূর্বে পৃ ২৪ দ্র°।

মাথরণ্ডিয়া। মাথরুণ দ্র°। ১২শ, লক্ষ্মণসেন।

মাদপুর। প্রথম অংশ মাধব (ব্যক্তিনাম)।

মানকর (=যে গ্রামে মানের খাতিরে কর দেওয়া হয় ?)

মানকুলি (=যেখানে খালের ধারে মান গাছ আছে।)<মণ্ড+কুল্যা+-ইক।

মানগড়িয়া (=যে গেড়ের ধারে মান গাছ আছে।)

মান্‌দা (=যে দয়ের ধারে মান গাছ আছে ?) বাঁ।

মান্দাবন∠মন্দারারণ্য, মন্দারবন।

মারোবাটী (=যেখানে মাড়ুয়া শস্যের চাষ হয়।)

মালামঞ্চবাটী (=মালীর মাচা বাড়ী)। ১২শ, লক্ষ্মণসেন। আধুনিক *মালঞ্চবাড়ী।

মালি-পাঁচঘরা (=যে গাঁয়ে পাঁচ ঘর মালী থাকে।)

মালিয়াড়া (=মালীর গাঁ)<মাল (উচ্চ সরসভূমি)+ইক+বাটক।

মালিহা (=মালীর প্রত্যাশা ?) <বাংলা+আরবী ?

মাসডাঙ্গা (=যে ডাঙ্গায় মাষকলাই হয়।)

মাহাতা (১) <মহাপাত্র+-ক ‘একরকম শাক’, অথবা <মহাপত্রা (Uraria Lagopodiodes)। (২) ∠মহাপাত্র+-ক ‘উচ্চরাজকর্মচারী’।

মিঠানি (=যেখানে জল মিষ্টি।) <মিষ্টপানীয়।

মিরছোবা ∠মিরিক ‘একরকম গাছ বা গাছড়া’+ক্ষুপ ‘ঝোপ’। দ্র° ইলছোবা।

মুগ্‌রো <মুদ্‌গর+-ক (Averrhoa Carambola)।

মুগলা ∠মুদ্‌গলক (একজাতীয় ঘাস।)

মুথাডাঙ্গা। প্রথম অংশ <মুস্ত+-ক ‘মুথোঘাস’।

মুদ্‌গগিরি। নবম-দশম শতাব্দী। আধুনিক মুঙ্গের।

মুবারই (=মুড়ারোই) <মুণ্ডক+রোহিত (Andersonia Rohitaka)। বী।

মুলকাটি ∠মূল+কাষ্ঠ+-ইক ?

মূলবস্তক। পঞ্চম শতাব্দী ?

মুলাজোড় (=যেখানে জোড়ের ক্ষেতে মূলো হয়।)

মূলীকান্ধি। ∠মূলিক+স্কন্ধিক। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

মুসুরিয়া (=যেখানে ভূমিতে মুসুর ফলে।) ∠মসূরিক।

মুস্থুলি ∠মুস্ত+স্থল+-ইক। দ্র° মুথাডাঙ্গা।

মেইগাছি। প্রথম অংশ ∠মেথিকা Trigonella Foenum Gracum।

মেজিয়া, মেজে ∠মার্জিত ? * মধ্যিক ?

মেটিলি ∠বাংলা মিঠা-পুলি ∠সং মিষ্টপূরিক ?

মেটালিয়া। দ্র° মেটিলি।

মেড়তলা <মেঢ্‌+তলক। দ্র° (=যে গাঁয়ের কেন্দ্র ঠাকুরস্থান।)

মেড়াল ∠ * মেট্‌ক-তলক । দ্র° মেড়তলা । অথবা ∠ মেধিকা + বাংলা ডাল । দ্র° মেইগাছি ।

মেদগাছি । দ্র° মেইগাছি ।

মেমারি । পূর্বে পৃ ১০ দ্রষ্টব্য । অথবা ∠ আরবী-ফারসী মমর, মম্‌মর 'যাত্রাবদলের স্থান' ; আগে এখানে ডাক বদল হত। যেহেতু গ্রামটি খুব বড় নয়, প্রাচীনও নয় সেইহেতু এই ব্যুৎপত্তিটিই গ্রহণীয় । ব ।

মেলনা ∠ *মিলনক । (= মিলনের স্থান) ।

মেলেটি < বাংলা মালিহাটি । (= মালীর হাট ।) দ্র° মালিয়াড়া ।

মোগলমারি (= যেখানে মোগল সৈন্য মারা পড়েছিল ।) ব ।

মোড়ালন্দী । ১২শ, বল্লালসেন । আধু° মুড়ুন্দী (তারকচন্দ্র সেন ।)

মোবাস্তা ∠ মধু + বাস্তুক (= সুন্দর বাসস্থান ।)

মোল্লাণখাড়ী ∠ *মূল্যাপণক + ঘাটিকা ? ১২শ, লক্ষ্মণসেন ।

যজ্ঞপিণ্ডি (= যেখানে যজ্ঞ হয়েছিল ।) ১২-১৩শ ।

রক্তবিট্টি, রক্তমিট্টি ∠ রক্ত-*অধিষ্ঠিক, রক্ত-মৃত্তিক । ৭শ ।

রনডিহা, রণ্ডিয়া ∠ 'রমণ' জাতীয় গাছ + ফারসী দিহ ।

রনিয়াড়া ∠ *রমণিক-বাটক । দ্র° রণডিহা ।

রমনা ∠ রমণক । দ্র° রনডিহা ।

রসড়া < রসবট + -ক ?

রসুই (= রান্নাঘর) < রসবতী ।

রসুইখণ্ড । দ্র° রসুই, খণ্ড ।

রহড়া (= নামনা বটগাছ) < রোহবট + -ক ।

রাউতড়া > বাংলা রাউত (< রাজযুক্ত 'রাজপুরুষ, অশ্বারোহী') + বটক ।

রাউতাড়া < বাংলা রাউত-বাটক।

রাঙ্গামেট্যা (=যেখানকার মাটি লাল।) < রঙ্গ (=রক্ত) + মৃত্তিকা। তু° রক্তমিট্টি। ষষ্ঠ শতাব্দী?

রাজবলহাট। প্রথম অংশ 'রাজবল্লভ', ব্যক্তিনাম।

রাজুর ∠ রাজপুর। ব।

রাণা। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী। <*রাজ্ঞক।

রানিয়া (রেনে)। (=রানা অর্থাৎ তক্ষণ শিল্পীদের স্থান?) চ।

রাতমা < রক্ত-আম্রক। বী।

রানাপাড়া। প্রথম অংশ 'রাণক' (=রাজপুরুষের উপাধি, দ্বাদশ শতাব্দী।) দ্র° রাণা।

রামকেলি < রম্ভা + কদলী। ১৬শ।

রামজাত ∠ রম্য + যাত্রা? ১২-১৩শ।

রামসিদ্ধি-পাটক। ১৩শ, বিশ্বরূপসেন।

রামাবতী। ১১-১২শ।

রায়না < আরবী রা' না' 'নির্ভয়'। (=নির্ভয় স্থান।) ব।

রায়ান < আরবী 'রা'য়' শব্দের ফারসী বহুবচন। (=প্রজারা।) ব।

রিয়ান, রিয়েন ∠ আরবী 'রি'য়' শব্দের ফারসী বহুবচন। (=চরাট ভুঁই।) ব।

রিসিড়া, রিসড়া, রিসড়ে ∠ *ঋক্ষ-ইট; তু° ঋক্ষব 'কাঁটা'। (=কাঁটা ঝোপঝাড়।) হু।

রুইগড়িয়া। প্রথম অংশ রোহিত (Andersonia Rohitaka)।

রুদা < রুদ্র + -ক। 'রুদ্র' একরকম লতানে আগাছা।

রূপসা (=সুন্দর আবাস।) < রূপাবাস + -ক।

রূপসোনা (=যেখানে রূপো ও সোনার গয়না গড়া হয়।)< রৌপ্য স্বর্ণ-ক। গ্রামটির সরকারি নাম ‘মোমরেজপুর’ (প্রথম অংশের মানে মোম-কারবারী।)

রেওড়া (=পথিকের আশ্রয় বট ?) ∠ ফারসী রাহ+বটক।

রোন্‌ডিহা। দ্র° রনডিহা

রোল। নামটি সম্ভবত বিশেষ ভূমিখণ্ড বোঝাচ্ছে। অথবা, ∠ রোল Flacourtia Cataphracta।

রোহিতগিরি। একাদশ শতাব্দী।

লগবাটি। প্রথম অংশ ∠ লগ্ন ?

লঙ্গজোটী। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

ল-পুর। প্রথম অংশ<লব, অথবা নব।

লয়ের (=লোয়েড় ?) <লৌহ+বাংলা বেড়।

লাউর্গা। প্রথম অংশ ∠ অলাবু।

লাউহণ্ডা। <অলাবুভাণ্ড। ১৩শ, বিশ্বরূপসেন।

লাকুড্ডি (=*নকুড্ডি ?) ∠ *নর্কটি+ডিহি।

লাড়চে। দ্র° নাড়িচা।

লিলুয়া। দ্র° নেলো।

লুতু। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী।

লোয়া (=নোয়া ?) ∠ নবক।

শান্তিগোপী। শাসন-গ্রামের নাম। ১২শ, লক্ষ্মণসেন।

শাল্মলিবাটক। ৬শ, বিজয়সেন। আধুনিক *সিমুলাড়া।

শালিবর্দক। ৭-৮শ।

শীলকুণ্ড। ৬শ, ধর্মাদিত্য।

শুঘর (=শুভ ঘর)। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

শুভস্থলী। (=শুভস্থান)। ৮-৯শ, ধর্মপাল।

শৃহট্ট (=শ্রীহট্ট)। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

শ্রীগোহালী। ৫শ (বৈগ্রাম)।

সগড়াই<শকট-আর্যিকা (স্থানীয় দেবী নাম)। ব।

সঙ্কটগ্রাম। ১১-১২শ ?

সচক্রাশ্বী। ১৩শ, কেশবসেন।

সরঙ্গা ∠ শরণ-গ্রাম।

সবং ∠ শতবঙ্গ (=যেখানে খুব কাপাস হয়)? মে।

সরিসা, সর্সে ∠ সদৃশক (=সরেস)। চ।

সরাই। ফারসী শব্দ।

সলদা (<শোল দা?) (=যেখানে দয়ে সোলা অথবা শ্যাওলা হয়।) মে।

সলাচাপড়া। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

সসঙ্গা ∠ শাসন+গ্রাম (যে গ্রাম রাজ্যশাসনে পাওয়া)। ব।

সাটিনন্দী<*ষষ্টিক+নন্দিত। (=যেখানে লোকে আনন্দে ষাট বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।) ব।

সাতকানিয়া ∠ সপ্ত+বাংলা কাহন+-ইয়া। বা-দে।

সাতকোপা ∠ সপ্ত+কুপ্যক। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

সামন্তি (=সামন্তদের গাঁ)? ব।

সালকিয়া (=যেখানে খুব শালুক হয়।) বাঁ।

সালতোড় (=শালগাছের তোড়া?) বাঁ।

সালবুনি<শাল+বন+-ইক।

সালার (=শালাড়) ∠ শালবাটক। মু।

সালিখা, সালকে। দ্র° সালকিয়া। হা।

সালুয়া। দ্র° সালকিয়া। চ।

সালিবর্দক। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী।

সালুকা। দ্র° সালকিয়া।

সালুন<শালবন।

সাসন<শাসন।

সাঁইথিয়া<শমীস্থিত+-ক?

সাঁকটিয়া<সাঁকটে ∠ *শঙ্খবর্তিক?

সাঁকতোড়িয়া ∠ সংক্রম+ত্রুটি+-ক।

সাঁকনাড়া ∠ শঙ্খ-নাটক? গ্রামনামটির প্রাচীনতর রূপ সম্ভবত শঙ্খনট (দ্বাদশ শতাব্দী)।

সাঁকরাই ∠ শঙ্কর-আর্যিকা (=শঙ্খচিল দেবী)।

সাঁকরাইল ∠ শঙ্কর-বিল।

সাঁকো<সংক্রম।

সাঁখাই ∠ শঙ্খ (শঙ্খচিল)-আর্যিকা।

সাঁড়া<ষণ্ড (=বৃক্ষপূর্ণ ভূমিখণ্ড)+-ক। বা-দে।

সাঁড়ি ∠ ষণ্ড+-ইক। দ্র° সাঁড়া।

সাঁপাড় ∠ সম্পাক (Cathartocarpus Fistula)+বাট?

সিঅড়<শিব-বট।

সিআড়সোল (=যেখানে শোলের কাছে শেওড়া গাছ আছে?) ব।

সিউড়ি ∠ শিব-পুট+-ইক।

সিউর<শিবপুর।

সিঙ্গি ∠ শৃঙ্গিন্+-ক। একাধিক গাছের নাম—Ficus

Infectoria অথবা Spondias Mangifera ইত্যাদি।

সিঙ্গুর ∠ সিংহপুর।

সিঙ্গের-কোণ। প্রথম অংশ < শৃঙ্গবের ‘আদা’ ? ষষ্ঠী পদ ?

সিঙ্গেরপুর। দ্র° সিঙ্গেরকোণ।

সিঙ্গটিআ। দ্বাদশ শতাব্দী, বল্লালসেন। দ্র° সিংহটা, সিংটি।

সিংহউর < সিংহপুর। ১১-১২শ, গোবিন্দকেশব।

সিংটা ∠ শৃঙ্গাটক (পানিফল লতা)।

সিংটি < *শৃঙ্গাটিক অথবা *শৃঙ্গ + ভিট্টিক। দ্র° সিংটা।

সিংরাইল < শৃঙ্গাটক + বিল।

সিংহালি ∠ *শৃঙ্গপালিক। (= বিশেষ আগাছা পূর্ণ স্থান ?)

সিজনা (= সিজবন) < সিজ্জবনক।

সিজুয়া, সিজে (= সিজ গাছ) < *সিজ্জক।

সিদ্ধল। < সিদ্ধবল ? একাদশ শতাব্দী, ভবদেব।

সিন্নুট < স্নেহকোষ্ঠ ? *সেনকোষ্ঠ ?

সিপতাই < ছিপতাই ? ∠ ক্ষিপ্তার্যিকা ? তু° খেপাই।

সিবলুন (∠ সিমলুন ?) ∠ শিম্বলবন। তু° সিমরাওন (বিহার)।

সিমডালি (= যেখানে প্রচুর শিম ফলে ?) শিম্বি + *ডল্ল + -ইক।

সিমলা, সিমলে। পূর্বে পৃ ২ দ্র°।

সিমলাপাল ∠ *সিম্বল + পালক।

সিমিসিমি। পূর্বে দ্র°।

সিয়াকুলবেড়িয়া। প্রথম অংশ < *সীবকোলি ‘কাঁটাকুল’, এক রকম বন্য মিষ্ট ফল। সংস্কৃতে কাঁটা গাছটির নাম ‘শৃগাল কোলি’ (অর্থাৎ শিয়ালের খাদ্য কুল)।

সিয়াড়শোল (= যে শোলের ধারে শেওড়া গাছ আছে ?)

সিয়ালডাঙ্গা (=যে ডাঙ্গায় শিয়ালের গর্ত আছে।)

শিয়ালদহ, শ্যালদ(া) (=যেখানে দয়ে খুব শেওলা হয়।) <শৈবাল+দহ।

সিয়াখালা (=সীতার খাল ?)

সিয়ালি<শেফালিকা ? শৃগালিকা ?

সির্সা, সিরসে (=সেরা বাসস্থান ?)<বাংলা সেরা+বাসক।

সিলদা ∠ শিলি (Betula Bhojapatra)+দহ ?

শিলাইদহ (=শিলাবতী নদীর দহ ?)। বা-দে।

শিলাকোট<শিলা+কোষ্ঠ।

সিলুট ∠ শিলা-কোষ্ঠ। (=পাথরের কোঠাবাড়ি।)

সিলুড়ি<শিলা-পুটিক। (=পাথরের সুরক্ষিত গৃহ।)

সিংহপুর। একাদশ শতাব্দী। আধুনিক সিঙ্গুর ?

সিঁথি (=মাথায় সিঁথির মতো ?)<সীমন্তিক অথবা কোন সহরের সীমান্তে অবস্থিত,<সীমান্ত+-ইক।

সুইপাড়া। প্রথম অংশ সুখী ? সুহিত ? সূতিক ?

সুইসা<সুখিন্ (অথবা *সুখিত)+বাসক।

সুকুড়<সু+কুণ্ড, অথবা শুষ্ক+কুণ্ড।

সুকুর। দ্র° সুকুড়।

সুখচর (=শুখনো নদীর চর)। প্রথম অংশ ‘শুষ্ক’।

সুখড়া। <সুখ-বটক ? হু।

সুফারন<বাংলা সুপারি+বন ?

সুবলদা<শ্বেতোৎপল+দহ ? ব।

সুয়াগাছি। প্রথম অংশ ‘শূক’ (=এক রকম ঘাস)।

সুয়াতা (+ভালকি)<সুখ+বাস্তব (<বাস্তু)। দ্র° শুয়াবসা।

শুয়াবসা। পূর্ব পৃ ৩৭ দ্র°

সুরকোণা গড্ডিআ। দ্বাদশ শতাব্দী, বল্লালসেন। গড্ডিআ= গ'ড়ে।

শুশুনিয়া, শুশনে < সুনিষন্নক (একরকম শাক)। ব, বাঁ।

সুঁড়ে (+কালনা) < শৌণ্ডিক ?

সুঁড়া, সুঁড়ো (=সুড়ঙ্গের অথবা হাতির শুঁড়ের মতো।) <* সুড়ঙ্গ (অথবা শুণ্ড) +-উক।

সুঁয়ে (=যেখানে দরজির বাস ?) <*সীবস্তিক ?

সেনাই < শ্যেন+আর্যিকা ?

সেলেড়া (=যেখানে খুব শালি ধান হয়।) <শালি-বাটক ?

স্থালীকট্ট (বিষয় নাম)। (=কাট্টিয়া—'Tetrodon levis', Houghton—গাছের পাত্র)। ৮-৯শ, ধর্মপাল।

সেহারা (<*স্যাহাড়া)। <শাখোটবাটক ? ব, হু।

সোড়ডে (=শটি-দহ ?) (=যে দয়ে শটি হয়) ?

সোনাকুড় < শোণক (Bignonia Indica) + কুণ্ড।

সোনাগাছি। প্রথম অংশ শোণক (Bignonia Indica)।

সোনাজোলি (=যেখানে জোলে 'সোনা' গাছ আছে।) দ্র° সোনাগাছি।

সোনামুখী (সোনামুই) (=যে গ্রামের মুখে 'সোনা' গাছ (Bignonia Indica) আছে।

সোমগ্রাম। ১৩শ, বিশ্বরূপসেন।

সোমড়া (=সোম পদবীধারী গৃহস্থের আবাসস্থান।) <সোম-বাটক। হু।

সোয়ারি < সুখকারিক ?

সোরাট < সৌরাষ্ট্র ?

সোঁদলপুর। প্রথম অংশ *সুগন্ধ + -ল ? তু° গোঁদলপাড়া।

সোঁয়াই < শর্মী-আর্যিকা ?

শ্রীগোহালী। পঞ্চম শতাব্দী।

হদল-নারায়ণপুর। পূর্ব পৃ ৬ দ্র°।

হদিলপুর। দ্র° হদল-নারায়ণপুর।

হরপুর < হরিপুর। ব।

হরিকেল (দেশখণ্ডের নাম) < হরিত + কদলী ? ১০শ।

হরিনদী < হরিণদ্বীপ ? হরিনন্দী (ব্যক্তিনাম ?) ১৬শ।

হরিনাভি। সম্ভবত 'হরিনাই' (= হরিনাপিত) এই ব্যক্তিনাম থেকে আগত। এই গ্রামে অনেক নাপিতের বাস (ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।)

হল্‌দি < হরিদ্রা + -ইক। ১২-১৩শ।

হাওড়া < হাবড়া < ধ্বন্যাত্মক, অব° হব্বড়। (= যেখানে নদীতট জল-কাদাময়।)

হস্তিনীভিট্ট। একাদশ শতাব্দী, ভবদেব।

হাড়পুর। প্রথম অংশ মধ্যবাংলা 'হ(া)ড়ি' মানে সঙ্কীর্ণ, আঁট গলিপথ। তু° হাড়কাঠ।

হাড়মাসড়া (= যে গাঁয়ে এত কষ্ট যে হাড়মাস পর্যন্ত শুকিয়ে যায় ?) < *হড্ডমাংসস্তৃতক। তু° মেয়েলি ছড়া "হাড় হল ভাজা ভাজা মাস হল দড়ি"। বাঁ।

হাড়াল (= সঙ্কীর্ণ নদীপথের অথবা খালের রক্ষক।) < বাংলা হ(া)ড়ি + পাল। বর্ধমান জেলায় দামোদরের দু'পারে দুটি গ্রাম, একটি হাড়ালা আর একটি কাড়ালা।

হাড়ালা < হ(া)ড়ি + পালক। দ্র° হাড়াল।

হাড়োয়া (= সঙ্কীর্ণ স্থান ?) < *হড্ডিক ? চ।

হাতনি < হস্তীন (= হাতের কাছে, নিকটস্থ) + -ইক। হু।

হাতিনল (= যেখানে নলবনে হাতি লুকিয়ে থাকতে পারে।)

হাপানিয়া। পূর্ব পৃ ৩০ দ্র°।

হাবড়া < অব° হব্বড়। দ্র° হাওড়া।

হারিট < বাংলা হারা + ভিটা ?

হালাড়া (= যেখানে খুব হালচাষ আছে) < *হাল (= হল) -বাটক। অথবা হাড়ালা থেকে বিপর্যস্ত।

হাতিনা, হাতনে < হস্তীনক 'হাতের কাছে'। তু° 'অস্তহস্তীনক' ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

হালিসহর (= যে সহরের পত্তন হয়েছে হালে।)

হাঁড়াল দ্র° হাড়াল।

হিজলনা < হিজ্জল-বনক। ক।

হুগলি (= চারপাশে হোগলা বন।) দ্র° চুঁচুড়া।

হেদো-গেড়্যা (= যেখানে গেড়ে প্রায় মজে গেছে।) প্রথম অংশ বাংলা 'হাদুয়া' (= হাজা)।

হেলান < হেলা + অন্ন (= যেখানে অন্ন সহজলভ্য)।

হেঁড়েলগড়িয়া (= যেখানে গেড়ের ধারে হেঁড়েল চরে বেড়ায়।)

সংযোজন-সংশোধন

অণ্ডাল দ্র° ওণ্ডাল।

অলা<স অলক গাছ (Calotropis Gigentea)। বাঁ।

আছাড়া (=যে গাঁ অন্য গাঁ থেকে ছাড়া নয়)। বাঁ।

আতাপুর (প্রথম শব্দ 'আতা' তুর্কী, মানে বাবা)। ব।

ইছেরিয়া<স ইচ্ছক গাছ (Citrus Medica)+স বাটক (অথবা বাংলা বেড়া)। বাঁ।

ইন্দাসি<স ইন্দ্র+(আ)বাসিক। =ইন্দ্রপ্রস্থ। ১৭শ। দ্র° ইন্দাস পৃ ১৪ (<নিদ্রাবাসিক)। বাঁ।

এথোড়া<স আতিথ্য-বাটক (=আশ্রয়দাতা বটগাছ।) ব।

ওবিন্‌টিকা (ইংরেজী উচ্চারণ অনুসারে ?)<স অবন্তিকা। বাঁ।

করকোনা<স° ক্রোড়+কন্যকা (=ক্রোড়কন্যা 'থাম আলু গাছ')। ব।

কাজোড়া<স কার্যক-বটক। (=যে বটতলায় কাজকর্ম হয়)। ব।

কানাই-নাটশাল। ব।

কানাইর নাটশাল। গৌড়ে রামকেলীর কাছে যে স্থানে শ্রীচৈতন্য ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে কৃষ্ণলীলার পট অথবা প্রতিমা দেখেছিলেন।

কুঞ্জবটী<স কুব্জক (Rosa moschata)+বট-। ১২শ।

কুমরুল < স কুম্ভকারকুল (=কুমোরদের প্রাচীন আবাস) । হু ।

কুসুম্বা < স কুশাম্রক । তু° কৌশাম্বী ।

কেন্‌না । আগাছা বিশেষ । ব ।

কোনা < স* কোণক (=একটুকু স্থান) । হীনোক্তি ।

কোজলসা ∠ স কুব্জক (Rosa moschata) + উট (=উলু খড়) + বাসক । হীনোক্তি । ব ।

ক্যানিং ∠ ইংরেজী নাম (Lord) Canning । চ ।

খুশিগঞ্জ (=যে বড়ো বাজারে খুশি মতো জিনিস কেনা যায়) । হু ।

গরিফা (=যেখানে গরীব কোর্ফা প্রজার বাস ?) চ ।

চাঁচল ∠ স চঞ্চুতৈল (=রেড়ির তেল), অথবা আগাছা । ম ।

ছাতড়া ∠ স ছত্রবটক । হা ।

ডায়মনহার্বার ∠ Diamond Harbour । চ ।

তমলুক ∠ স তমালবৃক্ষ । মে ।

তালঝিটকা ∠ স তাল + ঝিন্টিকা (Barberia cristata) । বাঁ ।

তাঁতড়া ∠ স তন্ত্র + পাটক / বাটক (=তাঁতিপাড়া) । বাঁ ।

দুধকুমড়ো ∠ স দুগ্ধ + কুষ্মাণ্ড । গর্বোক্তি । হা ।

ধারেন্দা ∠ স ধারা + ইন্দ্র + -ক (=ইন্দ্র যেখানে ধারাবর্ষণ করেন) । গর্বোক্তি ।

ধুবড়ী ∠ স ধ্রুব + বটিক । (=যেখানে প্রাচীন বট আছে ।) আসাম ।

নলদা (=যেখানে দয়ে প্রচুর নলগাছ) ।

নলে ∠ স *নলিক । (=নলখাগড়ার গাঁ ।) হীনোক্তি ।

পখন্না ∠ স পুষ্কর-পর্ণক (বনক) ! দ্র° পুষ্করণ(া) । বাঁ ।

পাটুলি (=যে গাঁয়ে পাট হয়, উলুখড়ও আছে)। ব।

পাতিহাল ∠ স* পাত্রিকহাল। (=যে গাঁয়ে সবাই হালচাষী)। গর্বোক্তি। হা।

বঙ্গাইগাঁও ∠ স *বঙ্গার্যিকা গ্রাম। (=তুলাক্ষেত্রের দেবীর অধিষ্ঠানভূমি।) আসাম।

বরিন্দ (দেশখণ্ডের নাম) ∠ স বর+ইন্দ্র। (=যেখানে ইন্দ্রের বরে সুবৃষ্টি হয়।)

বালিয়াড়া (=যে গাঁয়ে চারদিকে বেলে মাটি)। হু।

বারালা ∠ দ্বারপালক? ব।

বারহেয়া (=বার+রহেয়া, অথবা স দ্বার+বাংলা রহেয়া। অর্থাৎ যে গাঁ খোলামেলা)? ব।

বাহিরি ∠ স বাহির+-ইক। তু° বারহেয়া।

বাসি ∠ বাসিত / বাসিক (=যে গাঁয়ে প্রচুর বসতি। ব।

বিঠারি ∠ স বিষ্টি-কারিক (=যে গাঁয়ে বেগার খাটতে হয়)।

বুড়ার (=বুড়াড়) ∠ স বৃদ্ধ-বটক (=যে গাঁয়ে পুরোনো বটগাছ আছে)। ব।

বেলেড়া ∠ স বিল্ব+ইটক (=যেখানে বেলগাছ ও আগাছা আছে), অথবা বিল্ববটক (=বেল ও বট)।

ভাতুল ∠ ভদ্রকুল। বাঁ।

ভুলুই ∠ স বহল (এক রকম অশ্বত্থ, এবং অন্য গাছগাছড়া)+ভূমি বাঁ।

মুল্‌লে ∠ স মণ্ডলিক (=যে গাঁয়ে মোড়ল আছে, প্রধান গ্রাম।) ব।

সিলেট, সিলট ∠ সিলহট (১৪শ) ∠ স শিল (Betula

Bhojapatra) + *অধিষ্ঠ (∠বাংলা ভিটা)। বা দে।

সোআঁলুক ∠স সৌম্যক (Ficus Glomerata), সৌম্যা (Abrus Pricetorius) + বৃক্ষ। দ্র° পৃ ২৫। হু।

—